গিরিশচন্দ্র

—বা—

'গিরিশ-প্রসঙ্গ' ও 'গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর
সময়-নির্দ্দেশ-তালিকা' সম্বলিত
গিরিশ-গীতাবলী

২য় ভাগ।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।

কলিকাতা,
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

আশ্বিন, ১৩২০ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা।

কলিকাতা।

৬৪।১ ও ৬৪।২নং স্থকিয়া ষ্ট্রীট,

লক্ষ্মী প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ।

মহামহিমান্বিত—রাজকুমার

শ্রীল শ্রীযুক্ত গোপীকারমণ রায় বাহাদুর।

শ্রীহট্ট।

রাজকুমার !

আপনি নাট্যকার, নাট্যামোদী, সরল, সহৃদয়, গুণী, গুণগ্রাহী এবং গিরিশচন্দ্রের রচনার বিশেষ অনুরাগী। "গিরিশচন্দ্র" শ্রদ্ধার সহিত আপনার শ্রীকরে অর্পণ করিলাম, সাদরে গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব। ইতি

বাগবাজার, কলিকাতা,
১৮ই আশ্বিন, ১৩২০ সাল

বিনীত
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।



পূর্ণ যৌবনে—গিরিশচন্দ্র



বার্দ্ধক্যারম্ভে—গিরিশচন্দ্র

গীতাবলীর সূচিপত্র।

সম্পূর্ণ।

গিরিশ-গীতাবলী।

প্রথম ভাগ।

পরিবর্দ্ধিত ছয় শত পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; দ্বিতীয় সংস্করণ।

মহাকবি গিরিশচন্দ্রের জীবনীসহ তদ্‌বিরচিত যাবতীয় গীতসংগ্রহ।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদিত।

ইহাতে নাট্যাচার্য্যের স্বরচিত নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন প্রভৃতি ৭৬ খানি গ্রন্থের সর্ব্বজন সমাদৃত গীতাবলী, তৎকর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত মেঘনাদবধ, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী ও মাধবী-কঙ্কণের সমুদয় গীত; ঘোর-বিকার, বহুৎ-আচ্ছা, হামির, সধবার একাদশী ও শর্ম্মিষ্ঠা নাটকাদিতে গিরিশবাবু কর্ত্তৃক নূতন সংযোজিত সঙ্গীত এবং তাঁহার উমা-সঙ্গীত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ গীতি, ...ম্নো, পাঁচালী, আফ্ আকড়াই প্রভৃতি নানাবিষয়ক বহুসংখ্যক দুষ্প্রাপ্য ... সংগৃহীত হইয়া সুরতাল সংযোগে সুশৃঙ্খলাসহ সন্নিবেশিত ...

...ত দ্বিতীয় সংস্করণে গিরিশবাবুর অদ্ভুত জীবনী এবং ...পূর্ণ ইতিহাস বিশেষ পরিবর্দ্ধিত হওয়ায় গ্রন্থখানি ...ল, বেঙ্গল, গ্রেট ন্যাসান্যাল, ষ্টার, এমারেল্ড ... কিরূপে হইল, সে রহস্য ইহাতে অতি ...। মূল্য উৎকৃষ্ট বাঁধাই ১৲ এক টাকা।

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
...ল লাইব্রেরী; ২০১ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সপ্ত নট।

(বঙ্গ-রঙ্গভূমির শ্রেষ্ঠ অভিনেতাগণের জীবনী)

শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

ভূমিকা।

গিরিশচন্দ্রের পরলোকগমনের পর 'গিরিশ-গীতাবলী' ২য় ভাগ প্রকাশের জন্য যখন তাঁহার জীবনীর শেষাংশ লিখিতে প্রবৃত্ত হই, তখন আমার মনে হয় যে, একে আমি ক্ষুদ্রশক্তি, তাহাতে প্রবন্ধ ক্ষুদ্রাবয়ব, ইহাতে গিরিশচন্দ্রের বিশাল জীবনের কয়টা কথা বলিব? অথচ এমন অনেক কথা আমার জানা আছে, যাহা সাধারণের জ্ঞাতব্য এবং তাঁহার বৃহৎ জীবনী লিখিবার সময় কাজে আসিবে। সেরূপ বৃহৎ জীবনচরিত লিখিতে অনেকে আমাকেই অনুরোধ করেন। যদি দিন পাই এবং শ্রীভগবান সহায় হন, সুধীগণের বাক্য রক্ষা করিতে অবশ্য প্রয়াস পাইব। কিন্তু জীবন অনিশ্চিত। সে গুরুতর দায়িত্বভার নিজের উপর সম্পূর্ণভাবে রাখিতে সাহসী হইলাম না। জ্ঞাতব্য বিষয় বাছিয়া বাছিয়া কিছু কিছু এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিলাম। এই জন্যই গিরিশ-গীতাবলী, ২য় ভাগের পরিবর্ত্তে গ্রন্থের নামকরণ হইল—**গিরিশচন্দ্র**।

গিরিশচন্দ্র চারিখণ্ডে সমাপ্ত করা হইল। ইহার—

১ম খণ্ডে—মৎ সম্পাদিত পূর্ব্বপ্রকাশিত গিরিশ-গীতাবলীতে যে সকল সঙ্গীত মুদ্রিত হইয়াছিল, তৎপরবর্ত্তী গীতগুলি এবং আরও অনেক দুষ্প্রাপ্য সঙ্গীত সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিলাম।

২য় খণ্ডে—গিরিশচন্দ্রের জীবনীর শেষাংশ। যাঁহারা উল্লিখিত "গিরিশ-গীতাবলী" পাঠ করেন নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা হইতে গিরিশচন্দ্রের জীবনীর প্রথমাংশ দেখিয়া লইবেন, তাহা হইলে আর পাঠকালীন প্রথমে অসংলগ্ন বোধ হইবে না, এবং গিরিশবাবুর সম্পূর্ণ জীবনের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

৩য় খণ্ডে—গিরিশ-প্রসঙ্গ নাম দিয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোচনা সন্নিবিষ্ট করিলাম। মানুষকে জানিতে হইলে, তাহার চিন্তা-ধারা ও কর্ম্মজীবনের সহিত পরিচিত হইতে হয়। কিন্তু গ্রন্থের আকার বৃদ্ধি ভয়ে 'গিরিশ-প্রসঙ্গ' প্রসঙ্গমাত্রেই সন্নিবদ্ধ রহিল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে, যাহাতে তাহার বহুল প্রচার হয়, তাহার চেষ্টা করিব।

৪র্থ খণ্ডে—গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর কাল নির্দ্দিষ্ট হইল। গ্রন্থকারের জীবনের বিশালভাগই তাঁহার রচনাবলী, এবং তাহাই তাঁহার কর্ম্ম-জীবনের প্রকৃত ইতিহাস। গিরিশচন্দ্র শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন, আজ তাহার স্মৃতি মাত্র আছে, কিন্তু বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার রচনাকীর্ত্তি ও নাম চির সমুজ্জ্বল থাকিবে। সাহিত্যে, বিশেষতঃ নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীর কাল নির্দ্দেশ হওয়া বিশেষ আবশ্যক জ্ঞানেই তাহা এই পুস্তকে তালিকাবদ্ধ করিলাম।

এতদ্ব্যতীত অতীতে যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গভূমে গিরিশচন্দ্রের সহায়স্বরূপ ছিলেন এবং বর্ত্তমানে যাঁহারা অভিনয়-কলায় তাঁহার নাম জীবন্ত করিয়া রাখিয়াছেন, চিত্রসহ তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইতিহাস ও গিরিশচন্দ্রের বিবিধভাব-রস-ব্যঞ্জক বহু চিত্র এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলাম। গ্রন্থখানি সাধারণের সুখপাঠ্য ও হৃদয়-গ্রাহী করিতে যত্নের ত্রুটী করি নাই। কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, শ্রীভগবানই জানেন।

পরিশেষে যাঁহার সর্ব্বতোভাবে সাহায্যলাভে এই গ্রন্থ সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, যিনি গিরিশচন্দ্রের পরমাত্মীয় এবং বাল্যাবধি গিরিশচন্দ্রের পরম স্নেহপাত্র ও চিরসহচর ছিলেন, যাঁহার দ্বারা আমি গিরিশচন্দ্রের সহিত প্রথম পরিচিত হই, সেই উদারহৃদয় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নামোল্লেখ আমার সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তিনি আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন এবং

আবশ্যক মত সংযোজন, সংশোধন ও পরিবর্ত্তন করিয়া আমাকে দুশ্ছেদ্য কৃতজ্ঞতা-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

অপর যাঁহাদের নিকট যে যে বিষয়ে সাহায্য পাইয়াছি, সেই সেই বিষয়-সংশ্রবে তাঁহাদের নাম কৃতজ্ঞহৃদয়ে এই গ্রন্থমধ্যে যথাস্থলে উল্লেখ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত উচ্চমনাঃ সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, "সাহিত্যের" সহঃ সম্পাদক উদীয়মান্ সমালোচক শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি মহাশয়েরা আমাকে বহু বিষয়ে সাহায্য করিয়া ঋণ-পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

সহৃদয় সুলেখক শ্রীযুক্ত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় এবং ই, আই, রেলওয়ের ফটোগ্রাফার শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ দে মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক গৃহীত ফটো হইতে গিরিশচন্দ্রের অনেক চিত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি; এ নিমিত্ত তাঁহাদের নিকটও আমি কৃতজ্ঞ। ইতি

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

সূচীপত্র।

গিরিশচন্দ্র।

প্রথম খণ্ড।

গিরিশ-গীতাবলীর পরিশিষ্ট।

শাস্তি কি শান্তি?

ভিখারিণী হররমণি।—

মল্লার মিশ্র—ঠুংরী।

কেন দিবানিশি ভাসি আঁখিজলে!
মৃদু মৃদু ভাসে হৃদি পরশে,
কে বলে—"তাপিত তনয়, আয়রে কোলে,—
ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেয়েছি,
যত কেঁদেছ, তত কেঁদেছি,
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি;
কেন পান্থবাসে, ভ্রম নিরাশে, এসো আবাসে,—
দূরে থেকো না, পাবে যাতনা,
জ্বালা সবে না—হৃদি-কমলে!"

বিধবা ভুবনমোহিনীর বিলাসপরায়ণতায় কটাক্ষ করিয়া হরমণির পালিতা কন্যাগণ।—

মল্লার মিশ্র—লোফা।

কুসুমে আমার নাহি অধিকার,
কেন বা কুসুম তুলিব আর,
যতনে কুসুম করিয়ে চয়ন—
সোহাগে সাজিব—সোহাগে কার!
তাম্বুল-রাগ অধরে, রঞ্জিব কার আদরে,
কি কাজ মুকুরে—মিলিবে না তার
নয়নে নয়ন লালসার।
কি কাজ মোহন বেশে,
উরু-চুম্বিত চারু কেশে,
নাহি তো কান্ত, কেন সীমন্ত
যতনে সরল করি মিছার।
কেন সৌরভ মাখি অঙ্গে,
গেছে গৌরব তার সঙ্গে,
দুগ্ধফেন শয্যা—লজ্জা—
সে বিনা সকলি হেরি অসার।

ভিখারিণী হরমণি তাঁহার অপরিজ্ঞাত স্বামী পাগলের সহিত কথা কহিয়া,—

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

ধরি ধরি যেন, মনে হয় হেন,
ধরিতে তাহারে নারি।
দেখা দিয়ে যায়, অমনি লুকায়,
আঁখি ভ'রে আসে বারি।



সঙ্গীতাচার্য্য সুকবি শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি।

মিনার্ভা ও ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের প্রায় যাবতীয় গ্রন্থেরই ইনি সুর সংযোজনা করিয়াছেন। গুণগ্রাহী গিরিশচন্দ্র ইঁহার প্রতিভার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন; এবং নানাগুণে মুগ্ধ হইয়া ইঁহাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। এই গ্রন্থে প্রকাশিত গিরিশবাবুর যাবতীয় অপ্রকাশিত সঙ্গীতের সুর ও তাল দেবকণ্ঠ বাবু তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ উদারতাবশতঃ প্রদান করিয়াছেন।

বাসনা কত মানসে ভাসে,
দিবানিশি ফিরি তাহারই আশে,
অবশে হৃদি-আবেশে—
পদে বিকাইতে চাহি তারি ॥
তারি পানে প্রাণ টানে,
ধ্যানে জ্ঞানে—তারে আপন বলিয়ে জানে,
ফিরিতে সে নারে, আপন পাসরে,
কেঁদে বলে আমারি ॥

হরমণির পালিতা অনাথ-সেবাপরায়ণা বালিকাগণ ।—

ভৈরবী মিশ্র—লোফা ।

ভবে কাজ র'য়েছে, কাজ ফেলে গেলে,
তাঁর কাছে যাব কি বলে,
সুধান যদি গুণনিধি—"কাজ কারে দিয়ে এলে ?"
বোঝাতে অনাথের ব্যথা, ক'রেছেন কৃপায় অনাথা,
না বুঝ্‌লে ব্যথা হয় না মমতা ;
নেব কোলে আপন ব'লে, শ্রীনাথের অনাথ পেলে ।
প্রভুর সেবা—অনাথা-সেবায়,
সে সেবায় হেলায়—হব অপরাধী পায়,
কায়মনে রই সেবায় রত, ঘৃণা-লজ্জা-ভয় ঠেলে ॥

কদাচাররত বিলাত-ফেরত ঘেঁচী, মিঃ মল্লিক, মিঃ বড়াল ও মিঃ বাসু (ইনি বিলাত-ফেরত নহেন) কে যথাক্রমে ঘোড়া, ভল্লুক, বানর ও গাধার মুখোস পরাইয়া হেবো ও দোকানদারগণ।—

ভূপালী মিশ্র—কাহার্‌বা ।

এরা বাছা বাছা সাঁচ্চা জানোয়ার ।
দিশী কি বিলিতী ছাঁচে, আঁচে বুঝে ওঠা ভার ॥



"শাস্তি কি শান্তি ?" নাটকে

"প্রমদা"র ভূমিকায় শ্রীমতী শশীমুখী

এ ঘোড়া নিজেই জোড়া, নিখুঁত গড়ন আগাগোড়া,
খায় বিলিতী কচুর গোড়া, দৌড়টা খুব চটকদার ॥
মুলুকজাদা ভালুকটা ধেড়ে, বেরিয়ে এলো জাহাজ চড়ে,
কে জানে কে শেখালে, খেল্ খেলে খুব চমৎকার ॥
ইটী ঠিক বাঁদর খাঁটী, ভিরকুটীতে পরিপাটী,
এক ধরণের জন্তু ক'টী, এরও নাচের বেশ বাহার ॥

গাধা কিন্তু ছিল হেথায়, ধাত পেয়েছে গা ঘ'সে গায়,
এখন আর ওরে কে পায়, গাধার হ'য়েছে সর্দার ॥
আধ্ বিলিতী আধ্ দিশী ঢং, দোআঁস্‌লা নাচন-কোঁদন,
ভাবি তাই ল্যাজ কেন নাই, এইটী তো ভুল বিধাতার ॥

কলঙ্কিনী অনুতাপিনী ভুবনমোহিনীর প্রতি হরমণির উপদেশ।—

বিভাসমিশ্র কীর্ত্তন—লোফা।

যদি শরণ নিতে পারি রাঙ্গা পায়।
নাম নিলে তাঁর হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় পলায় ॥
নাম কলঙ্ক-ভঞ্জন, ডাক্‌লে নিরঞ্জন, থাকে কি অঞ্জন,
লাঞ্ছনা গঞ্জনা কি রয়, ভেসে যায় তাঁর করুণায় ॥
যে করুণা যাচে, আসেন তার কাছে,
অভয় চরণ তার তরে আছে!
ডাক' পতিত, পতিতপাবন, ত'র্‌বে নামের মহিমায় ॥

হিংসা-দ্বেষ ছাড়িয়া ভগবানের মঙ্গলময় রাজ্যে কায়-মন-বাক্যে সকলের মঙ্গল প্রার্থনা করিতে ভুবনমোহিনীকে উপদেশ দিয়া হরমণি।—

সিন্ধু-ভৈরবী—ঠুংরী।

প্রাণময় প্রাণনাথ আমার।
ব্যথা কারো দিলে প্রাণে বাজে ব্যথা তাঁর ॥
ব্যথা পেয়েছ প্রাণে, প্রাণে ব'সে প্রাণনাথ জানে,
চাওয়ে ব্যথিত তাঁর বদন পানে;
প্রেম বিনা কি নেভে জ্বালা, জ্বালিয়ে জ্বালা জুড়ায় কার ॥
নিরমল হৃদয়-কমল, ঢাল্‌লে তায় গরল,
কোমল কমল শুকিয়ে যাবে, তায় পূজা হবে না আর ॥

শঙ্করাচার্য্য।

গ্রন্থকার একেবারেই অষ্টমবর্ষীয় শঙ্করকে রঙ্গমঞ্চে বাহির করিয়াছেন। এই অষ্টবৎসর সময় গ্রহণের জন্য প্রস্তাবনার শেষে সঙ্গিণীগণ সহ মহামায়াকে আবির্ভাব করাইয়া, নিম্নলিখিত গীতটী দিয়াছেন। সঙ্গীতকালীন দৃশ্যপটে শঙ্করাচার্য্যের অষ্টবর্ষব্যাপী লীলা প্রদর্শিত হইয়া থাকে। বঙ্গ-রঙ্গালয়ে এরূপ সুকৌশল অবলম্বন এই প্রথম।—

পূরবী মিশ্র—চৌতাল।

স্বপন-গঠিত সময় বহিয়ে স্বপন-গঠিত স্থানে।
অষ্ট বরষ শোক-হরষ জাগাও মানব-প্রাণে॥
স্বপনঘোরে আপন পাশরে, জনম-মরণে ঘূর্ণিত নরে,
মোহ তমসা যামিনী ঘোরা জড়িত স্বপন-ডোরে;
সহিয়ে যাতনা, যাতনা কামনা, অবসাদ নাহি মানে॥
মানব-বেদনা স্মরণে, স্বপন ঘোর হরণে,
জ্ঞান-কিরণ দানে—
নর-শঙ্করে হের ধরাপরে, জাগাইতে মোহনিদ্রিত নরে,
বিমল বেদ-গানে॥

জগন্নাথ সম্মুখে অষ্টসখী-বেষ্টিতা মহামায়া।—

খাম্বাজ মিশ্র—ত্রিতালী।

বেলপাতা নেয় মাথা পেতে, গাল বাজালে হয় খুসী।
মান-অপমান সমান তো তাঁর, তাঁর কাছে নয় কেউ দোষী।

এত তো ভুলে থাকে, নেচে আসে যে তায় ডাকে,
'বোম্ ভোলা' ব'লে কেন, নাও না যেচে যা খুসী।
যা ফেলে দেছে, নেয় সে বেছে, ভালমন্দ নাই হুঁস-ই॥

শঙ্করাচার্য্যের সন্ন্যাস গ্রহণে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরীগণ।—

সুরট মিশ্র—একতালা।

বিমল কান্তি, বিরাজে শান্তি, নেহার নর-শঙ্কর।
বেদসূত্র—মূক্ত ব্যক্ত, সত্যমূর্ত্তি সুন্দর॥
মোচন মোহ-অঞ্জন, সন্দ-দ্বন্দ্ব-ভঞ্জন,
জ্ঞানালোক রঞ্জন,—
উচ্চতান বেদগান—পূর্ণ অবনী-অম্বর।
জয় জয় জয় জগত-জ্যোতি, যতীশ যোগেশ্বর॥

শঙ্করাচার্য্যের গঙ্গাস্নানের পথ রোধ করিয়া, স্বদলে চণ্ডালবেশী মহাদেবের বেদরূপী কুক্কুর চারিটী সহ প্রবেশ।—

ভৈরবী মিশ্র—কাহার্‌বা।

ভরপুর নেসা কেন কর্‌বি ফিকে।
এটা সেটা দুটো ফিকে দেখে॥
মজাতো মজা, আর ফিকে বেলকুল,
পূরা মজা লিয়ে থাক্‌না মজ্‌গুল,
ন্যাকা ভেকা পারা চাস্‌নে জুল জুল;
আপ্‌না মজাতে দেল পূরা রেখে।
বে-মজা আস্‌বে তো দিবি ফিঁকে॥



'শঙ্করাচার্য্য' নাটকে

মহামায়ার অবিদ্যা-সহচরীগণ।

জগন্নাথ। "আচ্ছা তুই কে?" উত্তরে মহামায়া।—

কাফি মিশ্র—যৎ।

যে আমায় চেনে, আমায় জেনে আপ্‌নি থাকে না।
সবাই জানে, জেনে শুনে মনে রাখে না॥
যে আমায় জান্‌তে পারে, তার কাছে থাকি স'রে,
এই ধরে ধরে ধ'র্‌তে নারে, দেখে দেখে না॥
ভালবাসি খেল্‌তে আসি, খেলার ছলে কান্না-হাঁসি,
কত দেখে কত ঠেকে—খেলা শেখে না॥

কৃত্রিম তপোবন নির্ম্মাণে কুক্রিয়ারত কাপালিক সম্মুখে নর্ত্তক-নর্ত্তকীগণ।—

খাম্বাজ মিশ্র—ঠুংরী।

ফুল কাননে—
চোখে চোখে মুখে মুখে থাকি দু'জনে।
ধরি আদরে করে, কত রাখি আদরে,
তারই সোহাগে মাতি হৃদয়রাগে,—
কত আশ-পিয়াস জাগে;
দোঁহে দোঁহা চাহি কত সাধ মনে!
রসরঙ্গ তরঙ্গিত তারই সনে।

শঙ্করাচার্য্যকে পাইয়া শিউলি বালকগণ।—

ঝুম মিশ্র—খেম্‌টা।

বাঃ বাঃ বাঃ!—নূতন চাঁদা দাদা নিয়ে খেল্‌বো।
নেচে নেচে বাটে চল্‌বো—দুল্‌বো—হেল্‌বো॥



বঙ্গ-নাট্যশালার আদি নাট্য-পীঠ-শিল্পী স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস সুর।

শঙ্করের পশ্চাৎ নদীস্রোত প্রবাহিত হওন, সনন্দনের প্রতি পাদস্পর্শে গঙ্গাবক্ষে পদ্ম প্রস্ফুটিত হওন, শঙ্করের কমণ্ডলু মধ্যে নর্ম্মদা নদীর প্রবেশ, বারিহীন নর্ম্মদা-বক্ষে জলচরগণের কাতরতাপূর্ণ লম্ফ-ঝম্ফ প্রভৃতি অত্যাশ্চর্য্য দৃশ্যাবলী যে শঙ্করাচার্য্য নাটকাভিনয়ের সমধিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছিল, তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা স্বর্গীয় ধর্ম্মদাস বাবু। গভীর অনুতাপের বিষয়, ইহসংসারে ইহাই তাঁহার শেষ কীর্ত্তি।

খেল্‌বো ছুটাছুটী, খেল্‌বো ধুলালুটী,
খেল্‌বো ঝুল্‌ঝাঁপ, খেল্‌বো তুড়িলাফ্,
চাঁদাকে কাঁধে লিব, কাঁধে চাপ্‌বো ॥
চাঁদা দাদা লিয়ে, গাব তালি দিয়ে,
লতার দোলায় ব'সে দুল্‌বো ॥

উগ্রভৈরব সম্মুখে মহামায়ার অবিদ্যাসহচরীগণ। —

কাফি-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

হেসে হেসে কাছে ব'সে মন্‌মোহিনী মন মজাই।
যে রসে যে জন রসে, সেই রসে তারে ভোলাই ॥
কার' প্রেমিকা নারী, কার' করে দিই তরবারী,
মানের কানে কেউ জটাধারী;
কাঞ্চনে বা সিংহাসনে, ভুলিয়ে আনি প্রাণের টানে,
পায় বা না পায় সাধের ফেরে, আশা ধ'রে পায়ে ফেরে,
বুঝে না বুঝ্‌তে পারে, ধ'র্‌তে সোনা ধরে ছাই ॥

সনন্দনাদি শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যগণকে সঙ্গীতচ্ছলে সাধনপ্রথা সম্বন্ধে মহামায়ার উপদেশ,—"বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যামায়া ও অবিদ্যামায়া পরস্পর ধ্বংশ না হ'লে জীবের চৈতন্য লাভ হয় না।"

খাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

প'রলে পরে সাধের বাঁধন, খুল্‌লে খোলে না।
কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা কথায় চলে না ॥
সোনায় লোহায় ঘ'সে ঘ'সে, তবে লোহার শেকল খ'সে,
যত্নে গড়ে সোনার শেকল, কিন্‌তে মেলে না ॥
সে শেকল শক্ত লোহার, আঁতে আঁতে বাঁধুনি তার,
হার ব'লে প'রেছে গলে, অম্‌নি ফেলে না ॥

লোহার শেকল মনে হ'লে, তখন চায় সে শেকল খোলে,
চেনে, যে চোখ পেয়েছে, চোখ না পেলে, না ॥

অমরক-রাজদেহাশ্রিত শঙ্করাচার্য্যকে মোহাচ্ছন্ন রাখিবার নিমিত্ত উগ্রভৈরব-প্রেরিত অবিদ্যাসঙ্গিনীগণের প্রবেশ ও নৃত্যগীত।—

খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা।

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে, বইছে মলয় বায়।
সোহাগে গাইছে পাখী, চকোর উধাও ধায় ॥
অবশে এলোকেশে, অরুণ আঁখি চায় আবেশে
কাঁচলী পড়ে খ'সে, কাতর পিপাসায়।
ভরা লাবণ্য জলে, তরঙ্গ রঙ্গে চলে,
হিল্লোলে কমল দোলে, উথ্‌লে মধু যায় ॥

উভয়ভারতী কমলবনে সরস্বতীরূপে বিরাজিতা। কলাবিদ্যাগণ।—

সিন্ধু-ভৈরবী—একতালা।

কবি-রবি-ছবি নখরে ঠিকরে।
রাগরঙ্গ গুঞ্জরে করে, মোহ নাশি বেদহাসি অধরে ॥
ধ্যানগঠিত শ্বেত মূরতি, দিব্যাম্বরা শ্বেত জ্যোতি,
ভূষণসিত জ্ঞানভাতি সহস্রারে বিহরে ॥
শ্বেতাঙ্গিনী ভারতী, শ্বেত-সরোজে আরতি,
আলোকিত ভ্রান্তি রাতি, শ্বেত কিরণনিকরে ॥

হাবা (হস্তামলক)-কে বুড়ী করিয়া বালকগণ।—

লুম-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

হ'য়েছে, টু দিয়েছি, লুকোবো না—ছোঁ দেখি?
তাড়া দাও, তা হবে না, চোর হ'য়েছ—চালাকি?

ছাই জানিস্ লুকোচুরী, ছুঁবি ? তোর মুরোদ ভারি,
এক ছুটে ছোঁব বুড়ী, ভাঙ্‌বো তোর জারী ;
সাত চাঁদ গায়ে দেব, ঝাড়্‌বো মাথায় চক্‌মকি।

শঙ্করাচার্য্যকে মুগ্ধ করিতে সঙ্গিনীগণসহ কামকলা।—

পিলু-পাহাড়ী—ঠুংরী।

না হেরে মাধুরী যে নারীর অধরে।
ছি ছি সখি, মিছে আঁখি তার কিসের তরে॥
করে না নারীর আদর, এত তার কিসের কদর,
কিসের এত গুমর নিয়ে থাকেলো সে গুমরে॥
তার কাছে যেতে কে চায়, যেতে যে বাধেলো পায়,
তার গায়ের হাওয়া কি সয় গায় !—
প্রেমরসে যার প্রাণ রসে না, শুকিয়েছে প্রাণ জোর ক'রে॥

শঙ্করাচার্য্য বধার্থে ক্রকচের হোমকুণ্ডে আহুতি প্রদানে বিকটাগণের আবির্ভাব ও নৃত্যগীত।—

মিশ্র—কাহার্‌বা।

খুট্ খুট্ খুট্ খুট্, গুট্ গুট্ গুট্ গুট্,
ঝাঁকে ঝাঁকে ঝেঁকে ঝেঁকে।
কিল্ কিল্ কিল্ কিল্, খিল্ খিল্ খিল্ খিল্,
ডেকে হেঁকে, এেঁকে বেঁকে॥
তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়্ তুড়ি, হাঁকারি চিকুড়ি,
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তালি, হাড়ে হাড়ে চালি,
ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ ঘুট্ কেলে মেঘে ঢেকে,
ঝড়ি বুড়ী ছোটে, কোঁ কোঁ সোঁ সোঁ হেঁকে॥



শ্রীমতী সরোজিনী (নেড়া)

গিরিশচন্দ্রের "শাস্তি কি শাস্তি?" নাটকে ভুবন মোহিনী, শঙ্করাচার্য্যে শিশু শঙ্কর, অশোকে ন্যগ্রোধ এবং গৃহলক্ষ্মী নাটকে সরোজিনীর ভূমিকা অতি যোগ্যতার সহিত অভিনয় করিয়া শ্রীমতী সরোজিনী সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

কল্ কল্ কল্ কল্, চলে নোনা জল,
তাথাই তাথাই, আঁতি মাতি থাই,
গন্ গন্ গন্ গন্ গন্ আগুনে সেঁকে ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ ভূতপ্রেতগণের আবির্ভাব ও নৃত্যগীত।—

মিশ্র—কাহারবা।

দে—দেরে দেরে দে না হানা।
মার্ মার্ মার্ মার্, ধর্ ধর্ ধর্ ধর্,
কাট্ কাট্ কাট্ কাট্ খানা খানা ॥
তড়্ তড়্ তড়্ তড়্ তোড়ে তাড়,
মাটি ফাঁড় পাড় পাহাড়,
মোচ্ড়া ঘাড়, চিবো হাড়,—
গুমে গুমে পোড়া হাওয়া,
ভ'ল্‌কে ভ'ল্‌কে উঠুক ধোঁয়া;
তোল রোল গণ্ডগোল,
আকাশ জোড়া তুফান তোল;
ফের্‌কে ফনা গর্জ্জে এসে,
দুনিয়া মেখে ফেল্‌না বিষে;
এক গাড়ে—নিঃঝাড়ে, যে আছে—না বাঁচে—
বুড়ো যুবো মাগী ছানা ॥

শঙ্করাচার্য্যের লীলাবসানের পূর্ব্বে মহামায়া।—

আসোয়ারী মিশ্র—একতালা।

কব কারে আর সে বিনা কে জানে, কি বেদনা তারি বিহনে।
বিরহ-গাথা থরে থরে গাঁথা, রহিবে নীরব বিজনে ॥

নয়ন-বারি মিশাও নীহারে, ঘন শ্বাস মিশ' পবনে,
হৃদয়তাপ তপনে মিলাও, কঠিন কায়া মিল গিরি সনে,
শূন্য প্রাণ গগনে॥
বিনা প্রাণাধার, আমি আমি নই, প্রাণে প্রাণে বাঁধা তাই প্রাণময়ী,
কতই সহেছি কত সহে আর, মিছার কেন বা সই—
বিফল আশা হৃদয়মাঝে রাখিব কেমনে যতনে॥

কৈলাসে হর-গৌরী মিলনে সমবেত সঙ্গীত।—

টোড়ী-ভৈরবী—চৌতাল।

বৃষভ-আসনে জগতপিতা, জগত-জননী বামে।
কনক-রজত মিলিত ললিত, রাজিত যুগল ঠামে॥
হর—গৌর কর্পূর, গৌরী—চম্পা সুন্দর,
মনোমালিন্য-হরণ মূরতি, দীন শরণ চরণ-জ্যোতি,
জয় জয় জয় হর-পার্ব্বতী, দ্বিদল চণক পুরুষ-প্রকৃতি,
নিত্য চেতন নিত্য শকতি, লীলা নিত্যধামে॥

অশোক।

চিত্তহরা।—

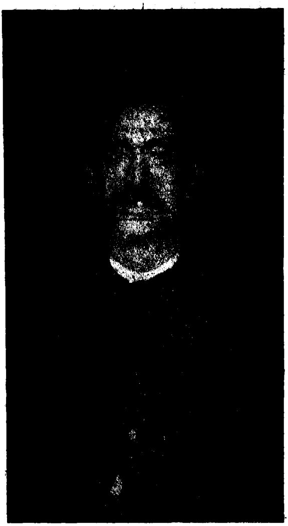
খাম্বাজ মিশ্র—ঠুংরী।

স্ববশে থাকিতে কেন আপন দোষে।
যাব অকুলে ভেসে ম'জে প্রেম-রসে॥
পর আপন ক'রে, কেন কাঁদিব তবে,
কুসুম-প্রাণে ছি ছি এত কি স'বে;
পরে আপন ভেবে, মিছে জ্ব'লে কি হবে,
পাব না মণি, কেন ধরিব ফণী,
দহিব দশন বিষে দিবা-রজনী;
সাধে বাদ সেধে, পড়িয়া ফাঁদে,
কেন রব অবশে পর-প্রেম-পরশে॥

দেবীর সহিত অশোকের মিলনে সহচরীগণ।—

খাম্বাজমিশ্র—দাদ্‌রা।

চাঁদ-ধরা-ফাঁদ পেতেছিল, যতনে মালা গেঁথে।
ধ'র্‌তে গিয়ে প'ড়লো ধরা, চাঁদ ধ'রেছে বুক পেতে॥
কিনেছে বিকিয়ে গিয়ে, ধ'রেছে ধরা দিয়ে,
এ সাধের খেলা দিয়ে নিয়ে, নয় শুধু নিয়ে;
দিয়েছে তাই পেয়েছে, কোমল-কঠিন এক হ'য়েছে,
দুই ধারা এক স্রোতে চলে, ডুবেছে প্রাণ তায় মেতে॥



উদীয়মান নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়।

গিরিশচন্দ্রের বলিদান, হর-গৌরী, সিরাজদ্দৌলা, বাসর, মীরকাসেম, অশোক ও তপোবল নাটকে চিত্তমুগ্ধকর কলাপূর্ণ বিবিধ নৃত্য-সৌন্দর্য্য দেখাইয়া কড়ি বাবু নাট্যামোদীগণের নিকট বিশেষরূপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

সিংহাসনে যুবরাজ সুসীম ও চিত্তহরা। নর্ত্তকীগণ।—

মূলতানমিশ্র—ঠুংরী।

ব'সো আদরে বামে, বহে মধু যামিনী।
ধরো আদরে করে, পাশে ব'সে কামিনী॥
প্রেমিক-প্রাণে কত পিয়াস জাগে,

চোখে চোখে কথা, প্রাণে সোহাগ মাগে ;
ধরা ফুলমালিনী নিশা শশীশালিনী ॥
সুখের নিশি, খেলে মদন-রতি,
সুখের নিশি, খেলো যুবা-যুবতী,
সুখের রাতি, খেলো প্রমোদে মাতি,
প্রমোদে কলিকা দোলে মৃদুহাসিনী ॥

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রাকে পদ্মাবতীর নিকট আনিয়া কুনাল।—"মাকে গান শোনাও।"

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ—ঠুংরী।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। নর-দেহে তবে কেন এসেছি ভবে,
যদি ভালবাসা নরে বিলা'তে নারি।
আছে মানব-হৃদয়, তবে দিব পরিচয়,
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি ॥

কুনাল (আঁকর দিয়া)। মিছার এ ছার শরীর ধারণ,
করি অনাথ সেবা—
সফল হবে মানব-জনম।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। হেরি দুখ নিশিদিন, যদি রহি উদাসীন,
মুছাতে নয়ন-বারি নারি যতনে।
কর বিফলে দোলে, কেন চরণ চলে,
জন-হিত-ব্রত যদি না থাকে মনে ॥

কুনাল (আঁকর দিয়া)। স'হে ত্রিতাপ দহন,
কেন মাটীর দেহ ক'রবো বহন।

মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা। আত্ম-প্রসাদ, যদি নাহি করি সাধ,
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল আশে।

ধন-জন-মান—বিনা আত্মপ্রদান,
প্রয়োজন কিবা এই পান্থবাসে ?

কুনাল (আঁকর দিয়া)। আত্মপ্রসাদ আত্মদানে—
শান্তিদেবী বসেন প্রাণে।

মায়ের আজ্ঞায় প্রান্তর হ্রদে পরিণত হওন, হ্রদমধ্যে ভূষ্যমান পুরী ;
পুরীমধ্যে মার-সঙ্গিনীগণ।—

খাম্বাজমিশ্র—দাদ্‌রা।

এসেছি বড় সাধ ক'রে।
করি গান মনের টানে, শোনাই যার মনে ধরে॥
যে বোঝে বেদনা, তার থাক্‌বো কেনা, সদাই বাসনা,
গানে জানাই ব্যথিত জনে, কত ব্যথা অন্তরে॥
দরদী বিনে, দরদ কে জানে—
বেদরদীর দরদ নাই প্রাণে ;
ব্যথার ব্যথিত হ'লে পরে, ব্যথায় ব্যথা নেয় হ'রে॥

কলিঙ্গ ধ্বংসে মার ও তদনুচরগণের আনন্দ-উৎসব।—

সারঙ্গমিশ্র—তেওরা।

হিংসা-দ্বেষে ধরা পূর্ণ হবে,
সমর ঘোর খর শোণিত ব'বে,
ব্যাপিবে দশদিশি হাহা রবে,
জয় জয় জয়—বোধিসত্ত্ব পরাজয় !
পর-ঈর্ষারত—নর-হৃদয়-ব্রত,
অনলে গরলে হবে সলিলে হত,
গুপ্ত তীক্ষ্ণ ছুরি খেলিবে শত ;

মারে পরাজয় কে করে কবে,
এ বিশাল ভবে—কি ভয় তবে?
জয় জয় জয়—অভয় অভয়—
বৌদ্ধধর্ম্ম পাবে লয়।

উত্তপ্ত-মস্তিষ্ক অশোক সমক্ষে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ।—

মিশ্র—পটতাল।

ক্রোধানল কেন হৃদয়ে জালি,
পরম রতন দিব শান্তি ডালি,
চির শান্তি—শান্তি—শান্তি!
যত্ন করি ধরি হৃদয়ে অহি,
কেন দংশন-তাড়ন নিয়ত সহি,
একি ভ্রান্তি—ভ্রান্তি—ভ্রান্তি!
ভ্রান্তচিত নাহি বাহিরে অরি,
অন্তরে রাখিয়াছ আদর করি,
ঠেকিয়ে শেখ, অরি বিবেকে দেখ,
আসিয়ে ভবে, যদি মানব হবে,
বিমল হৃদে হের শান্তি,
অমৃতময় কিবা কান্তি,
কিবা কান্তি—কান্তি—কান্তি!

হ্রদমধ্যস্থ মায়াপুরী সম্মুখে প্রলোভন-উদ্রেককারিণী মার-কিঙ্করীগণ।—

সিন্ধু মিশ্র—দাদ্‌রা।

সাধ সদা তারে হৃদয়ে ধরি।
যেই যতন জানে তারে যতন করি॥



গিরিশচন্দ্রের বহু নাটক ও গীতিনাট্যে কালীচরণ বাবু তাঁহার অদ্ভুত শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু "অশোক" নাটকে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। বিস্ময় ও চমৎকারপ্রদ ভূরি ভূরি ইন্দ্রজালিক দৃশ্যপটপূর্ণ এরূপ নাটক বঙ্গনাট্যশালায় অতি বিরল।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ তৈলচিত্রকর ও সুপ্রসিদ্ধ ষ্টেজ ম্যানেজার
শ্রীযুক্ত কালীচরণ দাস।

নীরস প্রাণে কেবা আদর জানে,
জীবন-যৌবন কি ফল দানে,
এ তো মন না মানে ;
আপন আপনি রহি মানে,
রসিক বিনে সহিব দহিব কত অভিমানে ;
কি কাজ মেনে, প্রেম-আশে ফাঁস যতনে পরি ॥

কুনাল।—

বেহাগ মিশ্র—ঠুংরী।

বিনা তৃতীয় নয়ন, এ বিফল নয়ন
কিবা প্রয়োজন—
যদি বুদ্ধদেবে নাহি করে দরশন।
সতত শ্রবণ করে চঞ্চল মন,
মধুর মোহিনী স্বরে সদা বিমোহন,
পরম শত্রু দেহে রয়েছে শ্রবণ।
কবে ধন-জন-মান, দিবে মোরে ত্রাণ,
হবে বুদ্ধদেব-পদে লুণ্ঠিত প্রাণ ;
দীনভাবে কবে ভ্রমিব ভবে,
ঘোর অভিমান নাশ হবে,
তৈলধারাবত, বুদ্ধদেবে চিত
হবে শ্রীপাদপদ্মে লীন জীবন।

সপ্তাহ রাজ্যভোগান্তে শিরশ্ছেদ-আদেশপ্রাপ্ত-বীতশোক সম্মুখে
তৃষা ও নর্ত্তকীগণ।—

খাম্বাজ মিশ্র—দাদ্‌রা।

হয় যদি হবে মরণ, আজ কেন ভেবে
মিছে মজা হারাবে।
ফোটে ফুল লোটায় মধু ঝর্‌বে কি ভাবে॥
ম'র্‌বে তো সবাই মরে, নিত্য কেবা ভেবে মরে
মরণ হ'লে ফুরিয়ে যাবে, নাও আমোদ ক'রে;
এসো হে সোহাগ ভরে, সোহাগীরে হৃদে ধ'রে,
পিয়ে অধর-সুধা থাক বিভোরে;
আসুক মরণ, থাক্‌লে বিভোরে - কি এসে যাবে॥

বুদ্ধধর্ম্মানুরক্ত রাজকুমার কুনাল।—

মল্লার মিশ্র—ঠুংরী।

নিদারুণ বন্ধন কতদিন সহিব,
ত্রিতাপ-দহনে কতদিন দহিব,
পান্থবাসে কত রহিব।
কবে পীতবসন হবে দেহের(ই) ছাদন,
ভ্রমিব স্বাধীন চিতে বিহগ যেমন,
নিতি শমন-শাসন, পীড়ার তাড়ন,
কবে হইবে মোচন;
একে মাটীর কায়া, আছে বেড়িয়ে মায়া,
ভৃত্য পাবে কবে চরণ-ছায়া,
শান্তি-বারি প্রাণ ভরি পিয়িব।

পদ্মাবতী-শিক্ষিতা হিংসাবর্জ্জিত চণ্ডাল বালক-বালিকাগণ।—

ভূপালী মিশ্র—কাহারবা।

বুদ্ধু বুদ্ধু ফুকার না।
বুদ্ধু খেপা হবে, খেল্ না খেলাবে,
চিঁউটী ভি কভি না মার্ না॥
দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে,
উসিকো আপন সমঝ না॥
কিসিকো বুরাই না মান্না, কোহি নেহি বেগানা;
সবকোই কো আপনা বিচার না॥

ষড়যন্ত্রে অন্ধ রাজকুমার কুনালের হাত ধরিয়া তৎপত্নী কাঞ্চনমালার পথে পথে ভ্রমণ।—

আশাবরী মিশ্র—ঠুংরী।

কুনাল। মানস-সরে চিত-কমল-কলি,
জ্ঞানারুণ হেরি হাসে।
কাঞ্চন। হৃদয়চাঁদ মম অন্তরে বাহিরে,
চিত কুমুদিনীসনে বিহরে বিলাসে॥
কুনাল। নশ্বর নয়ন নাহি আর কাজ,
কাঞ্চন। শত আঁখি পেলে মম হেরি হৃদিরাজ;
কুনাল। পূর্ণ পূর্ণ কিবা নির্ম্মল জ্যোতি,
কাঞ্চন। পূর্ণ পূর্ণ প্রাণ—পাশে প্রাণপতি;
কুনাল। মুক্ত মুক্ত—গেল বন্ধন-পাশ,
কাঞ্চন। পতি-পদ-আশ—
সোহাগে প্রাণ বাঁধা পতি-প্রেম-ফাঁসে।
উভয়ে। মাধুরী-সাগরে অন্তর ভাসে॥

রাজসভায় আনীত কাঞ্চনমালাসহ কুনাল।—

ভৈরবী মিশ্র—ঠুংরী।

কায়বাক্যমন নহে তো আমারি
সকলই তোমারই—
বারি সনে কবে মিশাইবে বারি ॥
শ্বাসবায়ু তুমি জীবন প্রাণ,
নাথ হর অহমিতি অভিমান ;
ধায় ধায় চিত উধাও ধায়ে,
চাহে চাহে যায় বিশ্বে মিলাইয়ে ;
বিস্তৃত জীবন, বিস্তৃত প্রাণমন,
ভুবনবিহারী, শুদ্ধ বোধোদয় মোহ-তমোহারী
মাগে ভিখারী !

শূন্যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি প্রকাশ। সমবেত সঙ্গীত।—

জাজ্‌মল্লার—একতাল্লা।

মরি ভুবনমোহন মুরতি।
হরে ভ্রান্তি-তিমির চরণ মিহির জ্যোতি ॥
বিমল বদনমণ্ডলে, করুণার্ণব উথলে,
হেরি পরশে পুলক মানব-হৃদয়-কমলে ;
দীন শরণ-গতি, স্মরণে অমল মতি,
অবনী, তপন, ব্যোম সমীরণ, নিয়ত করিছে আরতি ॥

তপোবল।

দিগ্বিজয় করিয়া বিশ্বামিত্র রাজধানী ফিরিতেছেন ভ্রমে নাগরিক ও নাগরিকা-গণের উৎসব।—

ইমন ভূপালী—ঠুংরী।

অবনত সসাগরা অবনী।
বাজে দুন্দুভি বিজয়, উঠে গভীর জয়ধ্বনি॥
উজ্জ্বলা দীপের মালা, হাসে নগরী,
সুরভি কুসুম-হার পরি;
গরবে উড়্‌ছে ধ্বজা, নতশির অরি,
নয়ন ভরি এস নেহারি, এস নাগর-নাগরী;
শৌর্য্য বীর্য্য ভুবন পূজ্য রাজ্যে আসে নৃমণি॥

ব্রহ্মণ্যদেব ও বিশ্বামিত্রের বয়স্য সদানন্দ।—

লুমমিশ্র—লোফা।

ব্রহ্মণ্য। উদরটী ব্রহ্মাণ্ড, দাদা, বুঝ্‌বে কে ভাই এর কদর।
সদা। আমারও ব্রহ্মাণ্ড খুদে, এটীও জবর উদর॥
ব্রহ্মণ্য। আমায় যে যা দেয়—তাই খাই,
সদা। আমারও ভাই—তাই,
রসকরা পক্কান্ন মিঠাই—সাম্‌নে দিতেই নাই;
ব্রহ্মণ্য। আমার ক্ষীরসর নবনীর উপর ঝোঁক,

ইন্দ্রাদেশে তপোভঙ্গার্থে ধ্যানমগ্ন বিশ্বামিত্রসম্মুখে কুঞ্জবন সৃষ্টি করিয়া রম্ভা।—



"তপোবন" নাটকে "রম্ভা"র ভূমিকায় শ্রীমতী চারুশীলা।



"তপোবল" নাটকে "মেনকা"র ভূমিকায় শ্রীমতী তিনকড়ি (ছোট)।

সদা। আমারও ওই রোগ—
বুঝ্‌বে দাদা, দু'চার রকম পরখ আগে হোক ;
ব্রহ্মণ্য। আমি ক্ষীরে ভাসি দিবানিশি, ক্ষীরোদবিহারী,
সদা। ক্ষীরখোর রসনা আমার, আমি কোন্ হারি ;
উভয়ে। যার ঘরে ভর ক'র্‌বো রে ভাই, তারই বেজায় বরাত জোর ॥

বিশ্বামিত্রের প্রতি বেদমাতা।—

ঝিঁঝিঁটমিশ্র—একতালা।

বিড়ম্বনা, যে চেনে না, আমায় চেনা খুব সোজা।
সেই চেনে, যার নাইকো মনে, গাঁট দেওয়া সাত-পাঁচের বোঝা ॥
গেরোর ফেরে ঘুরে ঘুরে, থাকি কাছে—যায় সে দূরে,
চিন্‌বে বল কেমন ক'রে, আঁধারে যার চোখ বোজা ?
মনে-মুখে একই বলে, সিদে পথে সদাই চলে,
চিন্‌তে পারে সরল প্রাণ হ'লে ;
তার কাছে তফাৎ থাকি, ভাবের মিলে যার গোঁজা ॥

পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় বিশ্বামিত্রের প্রতি বেদমাতা।—

সারঙ্গ মিশ্র—একতালা।

দেখ্‌তে পাবে মনে মনে, সাম্‌নে দেখে চিন্‌বে না।
প্রাণ খোলো—প্রাণ জানিয়ে দেবে, তা না হ'লে জান্‌বে না॥
অন্তরঙ্গ থাকি অন্তরে, মনের ফেরে রাখে অন্তরে,
দূর ভেবে যে পর ক'রেছে, বুঝ্‌বে কি করে!
শুক্‌নো ধ্যানে পায়না ঠিকানা,
সন্দ এসে দ্বন্দ্ব বাধায়—ভাবে এই কিনা!
আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি, প্রাণ দে আমায় যায় কেনা॥

বিশ্বামিত্রের তপঃপ্রভাবে তপোবালাগণের যজ্ঞে গমন।—

রামকেলী মিশ্র—একতালা।

বিমলা সরলা, খেলি তপোবালা, তপ-প্রাণা তপ-অশনা।
তপাচারী জনে, রাখি সযতনে, পূরে যাহে তপ-বাসনা॥
জ্যোতিকান্তি, বদনে শান্তি, তপ ভূষণা-বসনা,
মিটাইতে ক্ষুধা, দানি তপ-সুধা, পিয়ে তাপস-রসনা;
তপোজ্জ্বল হোমানল, দেখলো তপ-ললনা।
তপ-অঙ্গিনী, তপ-সঙ্গিনী, দানি তপোবল, চলনা॥

ত্রিশঙ্কু ও বদরীর বিশ্বামিত্র-সৃষ্ট নবস্বর্গসিংহাসনারোহণে দিব্যধামবাসিগণ।—

ইমন মিশ্র—চৌতাল।

নবসৃজিত গ্রহতারাদল, নভোমণ্ডল উজ্জ্বল।
নব ত্রিদিবে নব দেবেন্দ্র, বামে নব শচী বিমল॥

ধন্য পুণ্য, ধন্য ধন্য, ভুবন পূর্ণ সুযশে,
নর শরীরে নব ত্রিদশে ইন্দ্রাসনে কে বসে!
জয় জয় মহাকৃতী, নব দেবেন্দ্র দম্পতি,
সাগর উথাল, উঠে জয় রোল, দ্যুলোক টল টল॥

[বিশ্বামিত্র-আশ্রমে সমাগত অপ্সরাগণ।—

ঝিঁঝিঁট খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

রাগ যদি না থাকে অধরে,
তাহ'লে বল, সজনি, ফুল-শরে কি করে।
ল'য়ে ফুল শরাসন, কি ক'র্‌তো লো মদন,
সহায় যদি না হ'ত নয়ন!
নয়নে নয়ন মেলে, দেয়লো প্রাণে গরল ঢেলে,
ক্ষণ পেয়ে বাণ হানে তখন, তাইতো বেঁধে অন্তরে॥
প'রে ফুলসাজ, পেয়ে লাজ, যেত ঋতুরাজ,
অঙ্গে লাবণ্য যদি না করে বিরাজ;
রয়েছে যৌবন, তাই মোহন কুঞ্জবন,
অঙ্গ ছুঁয়ে রঙ্গ ক'রে যায় মলয় পবন;
সুরভি কুসুম হেসে, সুরভি মাথায় কেশে,
প্রাণ কি শিহরে লো সই, কোকিলের কুহু স্বরে॥

পুষ্কর সরোবরে মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণের জল বিহার।—

বাহার মিশ্র—দাদ্‌রা।

চল্‌লো চল মৃণাল ভুজে কেটে জল।
হেসে হেসে জলে ভেসে, গরব না করে কমল॥

সলিলে ক'র্লে কেলী, নলিন-অধরা,
মত্ত হ'য়ে গুঞ্জে ধেয়ে আস্‌বে ভ্রমরা,
ঢাক্‌বো আঁচলে বদন, ভ্রমরা হবে বিকল ॥
রঙ্গ ক'রে অঙ্গে ঠেকে তরঙ্গ খেলে,
হিল্লোলে গা দোলে, ঢ'লে পড়িলো হেলে,
থাকিস্‌ সাবধানে, উথ্‌লে জল যায় কাণে কাণে,
ডুব দিলে সই থই পাবিনে, উপর উপর ভেসে চল্‌ ॥

মেনকা-প্রেমোন্মত্ত বিশ্বামিত্র, ব্রহ্মণ্যদেবের পরিচয় জিজ্ঞাসায় ব্রহ্মণ্যদেব।—

পূরবী মিশ্র—একতালা।

আপনাকে চেন আগে, চিন্‌বে আমায় তার পরে।
দেখ্‌ছ কি এদিক ওদিক, দেখ কে আছে ঘরে ॥
গরবে চোখ ঢেকেছ, মুখে তাই পাঁক মেখেছ,
দোর খুলে চোর ঘরে ডেকেছ ;
মনের ভুলে মূল খোয়ালে, কাঁচ নিলে সোনার দরে ॥
মনকে ঠেরো না আঁখি, বুঝ্‌লে কি আঁখির ফাঁকী ?
মিলে আঁখি, ভাব দেখি, আছে কি বাকী !
অকূলে আর ভেসো না, ওঠ কূলে জোর ক'রে ॥

ইন্দ্রাদেশে তপোভঙ্গার্থে ধ্যানমগ্ন বিশ্বামিত্র-সম্মুখে কুঞ্জবন সৃষ্টি করিয়া রম্ভা।—

মালকোষ—ঠুংরী।

পিক কেন পঞ্চম তান তোলে।
ধীরে সমীরে কলিকা দোলে ॥

কেন গুঞ্জে অলি, চলি কুঞ্জবনে,
সুরভি তরঙ্গিত কেন কাননে ;
কেন কাতরস্বরে, সারী ডাকিছে শুকে,
কপোত পিয়ে সুধা কপোতী-মুখে,
বিহগ বিহগী সনে গাহিছে সুখে ;
সাজিয়ে লতিকা, তরু বেড়েছে ভুজে,
ঋতুরাজ আসি কেন মদনে পূজে,
বুঝি সুষমাদলে—
কামিনী কোমল প্রাণ মজাবে ছলে ॥

সদানন্দের প্রতি ব্রহ্মণ্যদেব।—

সিন্ধু—একতালা।

বাজে না বেদনা প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথা দিতে।
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই, ফেরে যে জন পরের হিতে ॥
দু'দিনের দুনিয়াদারি, কদর তারই, হিতবাণী বোঝে না চিতে,
দীন দেখে যার মন কাঁদে না, জানে না দিন কিনে নিতে,
যে যতন করে—শরণ নিলে,—সেই তো আমার প্রাণের মিতে।

শাপমুক্তা রম্ভাকে মধ্যবর্ত্তিনী করিয়া অপ্সরাগণ।—

হাম্বীর মিশ্র—দাদ্‌রা।

সইলো, হানিস্‌নে নয়ন-বাণ।
সাম্‌লে থাকিস, কেশের ফাঁসে বাঁধিস্ না কার প্রাণ ॥
তোলো তান শিখ্‌বে পাখী, লতার সনে শুন্‌বে শাখী,
কলিকা শিখ্‌বে হাসি, কর্ লো হেসে গান ॥



"তপোবন" নাটকে সদানন্দ ও ব্রহ্মণ্যদেবের ভূমিকায় সুনিপুণ অভিনেতা
শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল ও সু-অভিনেত্রী শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী
(সদানন্দের কর্ণে ব্রহ্মণ্যদেবের গায়ত্রী মন্ত্র প্রদান।)

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ পাল (হাঁদু বাবু) হাস্যরসাভিনয়ে নাট্যামোদীগণের নিকট বিশেষরূপ পরিচিত। গিরিশচন্দ্রের বলিদান নাটকে রমানাথ, সিরাজদ্দৌলায় সওকৎজঙ্গ ও মুঁসালা, মীরকাসিমে সাম্‌সের ও কুলারুটন, ছত্রপতি শিবাজীতে গঙ্গাজী এবং তপোবলে সদানন্দের ভূমিকা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ইহাঁর সংসারে হারু মাষ্টার, শিরীফরহাদে ফরহাদ এবং চাঁদবিবিতে রঘুজীর ভূমিকাভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দেখে নাচ নবীন পাতা, মলয় সনে কইবে কথা,
অঙ্গ হেরে তরঙ্গিণী বইবে লো উজান।
নূপুরের রুণু রুণে, শিখ্‌বে ভ্রমরা শুনে,
চুমিবে গুন্‌গুনিয়ে কুসুমের বয়ান॥

অম্বরীষ রাজার যজ্ঞে শুনঃশেফের নারায়ণ-স্তবগান।—

মল্লার মিশ্র—একতালা।

নবীন নীরদ, নব নটবর, নীল নলিন-নয়ন।
মধুসূদন, মুরলীমোহন, মথিত-মান-মদন॥
নাভি নীরজ, নাগশয়নে নিদ্রিত নিরঞ্জন।
রাজীব-রাজ রাতুল চরণ 'রাধিত হৃদিরঞ্জন॥
যজ্ঞেশ্বর, যোগেশ্বর, যম-যন্ত্রণা-ভঞ্জন।
ন-নিবাস, নরকনাশ, নীরজা-নয়ন-অঞ্জন॥
নারায়ণ, নারায়ণ, নমো নম নারায়ণ!

ব্রহ্মার নিকট বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্ব বর লাভে সিদ্ধচারণগণ।—

ঝিঁঝিঁট মিশ্র—কাহার্‌বা।

শুদ্ধচিত্ত, ধরা পবিত্র, বরনর তপাচারী।
পৌরুষ যশ, পরম আদর্শ, তাপস-হর্ষকারী॥



চৈতন্যলীলায় "নিতাই" এর ভূমিকায়
সুগায়িকা শ্রীমতী বনবিহারিণী (ভুনী)।

গিরিশচন্দ্রের মায়াতরু ও মলিনমালায় ফুলধুলা ও বরুণা, ধ্রুবচরিত্রে সুনীতি, কমলে কামিনী নাটকে শ্রীমন্ত, চৈতন্যলীলায় নিতাই, প্রভাসযজ্ঞে রাধিকা, বুদ্ধদেব চরিতে গৌতমী, রূপসনাতনে অলকা প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয়ে শ্রীমতী বনবিহারিণী যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ চৈতন্যলীলা ও কমলেকামিনী নাটকে নিতাই ও শ্রীমন্তের মধুর সঙ্গীতে সে সময় সমস্ত বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিয়াছিল।

বিশ্বামিত্র জগতমিত্র, উদ্যমপ্রচারী,
উচ্চ বিভব গৌরব লাভ, বিঘ্নবাধা বারি;
ব্রহ্ম-ঋষি, মনীষী পুরুষ, যাজী, যোগধারী,
জয় জয় জয়, পরহিতব্রত, আশ্রিত-ভয়হারী॥

—:—

বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র মিলনে সমবেত-সঙ্গীত।—

কামোদ মিশ্র—একতালা।

ব্রহ্মবিদ, হিতব্রত, বর্জ্জিত-চিত-বাসনা,
চিরভূষণ মার্জ্জনা, করুণা হৃদয়-আসনা,
অজ্ঞান-তম-বারণ, পদ-রজ ভব-তারণ!
উদারচেতা, বিধাননেতা, মহাবিদ্যা অর্জ্জন,
পূর্ণকাম আত্মারাম, প্রেমে আত্মা-মজ্জন,
দুষ্কৃতি-ভীতি-ভঞ্জন, দেহি পদ-ফুল্ল-সরোজ ব্রাহ্মণ॥

গৃহলক্ষ্মী।

ফুলী।—

মল্লার মিশ্র—একতালা।

হে দীনশরণ, বন্ধনমোচন, তাপে তাপ বার' ত্রিতাপবারণ,
নিঠুর ত নও, হে করুণাময়, করুণা তোমার কলুষহরণ।
তোমারে পাশরি, ভবে ভ্রমি হরি, বদ্ধ মায়া-ঘোরে মোহে ডুবে মরি,
ঘোর পাপ-পঙ্কে কেমনে হে তরি, বিনা পাপহারী পঙ্কজ-চরণ॥
ভীষণ পাথার না করি বিচার, সুখ-সাধে দুখ-সাগরে সাঁতার,
বাসনার ছলে উন্মাদ চীৎকার, শাসন-মত্ততা-দমন কারণ॥
জনম-মরণ নিয়ত ভ্রমণ, অন্ধের নয়ন নহে নিমীলন,
নিবিড় তিমির তাহে আবরণ, কভু নাহি পশে বিবেক-কিরণ,
অন্ধ আঁখি পায়—তোমার কৃপায়, আলোক-ঝলকে আগে ব্যথা পায়,
অন্তর নির্ম্মল আলোক-প্রভায়, তাপেতে কাঞ্চন উজ্জ্বল বরণ॥

নিত্যানন্দ বিলাস।

গ্রাম্যস্ত্রীগণ।—

পিলু-পাহাড়ী—দাদ্‌রা।

চলো চলো প্রাণসজনী আয় লো ত্বরা আন্‌বো বারি।
আয় লো আয় বেলাবেলি, আস্‌বো ফিরে কুলের নারী॥
ওই দেখ রাঙা ছবি, ডুবু ডুবু হ'ল রবি,
ননদী বল্‌বে কত কেনলো স'বি;
সন্ধ্যা হ'লে ব'ল্‌বে ছলে জানিস্ তো কুটীল ভারি॥

—০—

বটবৃক্ষতলে উপবিষ্ট নিতাইকে দেখিয়া বসু।—

পিলু-মূলতান—একতালা।

জল আনা সই হ'লো ভার,
আমি যেখানে যাই চেয়ে দেখি,
মুখপানে সে চায় আমার।
বিম্ব উঠে আচম্বিতে,—
জলে ঢেউ দিতে,
উঠে প্রাণ তা'তে মেতে,
দেখি চেয়ে ঢেউয়ের গায়ে
সে আছে তাতে;
আমি বুজ্‌লে আঁখি তারে দেখি,
কেউ তো আমার নাইকো আর॥

—০—



কপালকুণ্ডলায় "মতিবিবি"র ভূমিকায় লব্ধপ্রতিষ্ঠা অভিনেত্রী সুকুমারী দত্ত

গিরিশচন্দ্রের পূর্ণচন্দ্র নাটকে পূর্ণচন্দ্র, চণ্ড নাটকে বিজুরী, এবং মলিনাবিকাশ গীতিনাট্যে বিকাশের ভূমিকাভিনয় করিয়া শ্রীমতী সুকুমারী দত্ত ওরফে গোলাপসুন্দরী বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইনি যেরূপ সুঅভিনেত্রী, সেইরূপ সুগায়িকা ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষ ও রজনী গ্রন্থের যথাক্রমে বিমলা, গিরিজায়া, মতিবিবি, সূর্য্যমুখী ও রজনী এবং পুরুবিক্রম নাটকের ঐলবালা চরিত্রের নিখুঁত ও সজীব অভিনয়ে ইনি বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাসে চিরস্মরণীয়া হইয়া থাকিবেন।

—:—

নিতাই। "দেখ, তোমাদের টানাটানি, আমি আর যাব না।" উত্তরে উদ্ধারণ দত্ত।—

ঝিঁঝিঁট—দাদ্‌রা।

আমাদেড় চিড়দিন টানাটানি।
কে জানে মন গ'লেছে, হেড়ে তোড় বদনখানি॥
কেবল নিড়েনব্বুয়েড় ধাক্কা, জান হ'য়েছে অক্কা,
মনে কড়ি সুখ পাব,—তায় পেয়েছি ফক্কা;
তুই আয়না ঘড়ে দু'দিন না হয় খাওয়াব—
তায় কি হানি॥

জাহ্নবার প্রতি সখিগণ।—

খাম্বাজমিশ্র—খেম্‌টা।

প্রাণ না বিকায় তুই সাম্‌লে থাকিস্ সই।
রসময় দাঁড়িয়ে আছে ওই॥
পরকে দিতে প্রাণ কি বল চায়,
যেন সই ডাকৃচে লো আমায়,
প্রাণ তো স'পেছে মন-কায়,
বলি বা, না বলি আমার,
আমি তো আর আমার নই॥



Mr. N. Banerjee (The well-known amateur actor.)

গিরিশচন্দ্রের মীরকাসিম নাটকে এমিয়ট, ছত্রপতি শিবাজীতে আফজল খাঁ, শাস্তি কি শান্তিতে পাগল এবং গৃহলক্ষ্মী নাটকে শৈলেন্দ্রের ভূমিকাভিনয়ে নৈপুণ্য প্রদর্শনে "থাকবাবু" নাট্যামোদী মাত্রেরই হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। নাট্য-কলানুরাগ, বিনয় ও সরলতায় ইনি গিরিশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহাস্পদ ছিলেন।

পীড়িতাবস্থায় ইহাঁর বাটীতে থাকিয়া নটচূড়ামণি হাস্য-রস-সাগর অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি মহাশয় ইহলোক ত্যাগ করেন। বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার সহিত ইনি তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

—ঃ—

গৌরাঙ্গ-কৃপায় জীবের উদ্ধার দর্শনে যমদূত।—

মিশ্র—কাহার্‌বা।

আমি চেপে ধ'র্‌বো কার ঘাড়ে,
ক্যাঁতা ক্যাঁৎ মার্‌বো লাথি
লাগ্‌বে তার হাড়ে হাড়ে।
কোন' শালা জ্বরে মরেছে,
ওলাউঠায় কেউ বা এয়েছে,
বসন্তের ছট্‌ফটানি কেউ বা জ্ব'লেছে,
জ্বালার চোটে সে তো এসেছে;
আগুনে কেউ পুড়েছে,
জলে ডুবে কেউ মরেছে,
কেউ আপনার হাতে আপনি ম'রে
ভূত হ'য়ে এসে হাঁপ ছাড়ে।

স্বর্গে বিদ্যাধরীগণ।—

সিন্ধু-খাম্বাজ—ঠুংরী।

ধরাতে বলে পাপের ভার;
যদি মন বুঝে দেখ, বল পাপ র'য়েছে কার।
হই বিদ্যাধরী, ফিরি নন্দনে,
কে আমারে চায় লো নয়নে,
মনে হয় বা, না হয় চাই তার পানে;



সুঅভিনেত্রী শ্রীমতী হরিমতী (ব্ল্যাকী)।

ইনি গিরিশচন্দ্রের সভ্যতার পাণ্ডায় কুমুদিনী, পাঁচক'নে প্রহসনে দাপর, ফণির-মণি গীতিনাট্যে বেদিনী, সৎনামে পান্না প্রভৃতির ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন।

"এনেছি ভাতার ধরা ফাঁদ" বেদিনীর গীতে শ্রীমতী হরিমতী দর্শকমণ্ডলীর নিকট বিশেষ আদৃতা হইয়াছিলেন।

—:—

আসে জটাধারী ব্রহ্মচারী
প্রাণে কি সয়, মোরা নারী,
গুমোর করে ব্রহ্মচারী জারী তার ভারী।
কাছে না এসে দেয় শাপ,
বিদ্যাধরী কি ঝক্‌মারী একি পরিতাপ,
কইতে নারি প্রেমের কথা,
পাপ কি আছে অধিক আর।

নিতাই-বিরহ-বিধুরা জাহ্নবার সখিগণ।—

ভৈরবী—ঠুংরী।

দেখ যার আছে হে নয়ন,—
প্রেমিক হৃদয়নিধি, প্রেমে করে আকর্ষণ।
ব্যাকুল কত সে আমার তরে,
ব'সে এসে হৃদয় পরে, কত আদর সে করে;
অযতন করি যত, তত সে করে যতন।

জাহ্নবা। (নিতাই উদ্দেশে) "যদি তোমায় না ভুলে থাকৃতুম, আমি মনের মতন মন পেয়ে তোমায় দিতুম।" উত্তরে—সঙ্গিনী।—

দেশমিশ্র—লোফা।

মন তো আমার নয় মনের মতন,
যে আমায় আপন ভাবে
পর তারে তো করে মন।



দুটী প্রাণ গীতিনাট্যে "মিহিদানাওয়ালী" ও "সীতাভোগওয়ালীর ভূমিকায়
সঙ্গীতনিপুণা শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী ও নৃত্যকলাকুশলা
শ্রীমতী বিনোদিনী (হাঁদী)
শ্রীমতী ভুবনেশ্বরী গিরিশচন্দ্রের ভ্রান্তিনাটকে মাধুরী ও অভিশাপে সুষমার ভূমিকা এবং
শ্রীমতী বিনোদিনী অভিশাপে তম প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

আমি পর ক'রেছি, পর ভেবেছি,
কি জানি কি নিয়ে আছি,
তার সনে নাই দেখাদেখি,
মাথামাখি একি একি,
আমি তো পর করি তায়
আপন হয় সে এ কেমন।

দেহত্যাগের পূর্ব্বে জাহ্নবা।—

গৌরী—একতালা।

আমার মন বোঝে না দেখ্‌তে আসি,
দেখে পাই প্রাণে ব্যথা,—
তোমার সনে ফুরিয়েছে কথা।
বলি বলি মনেতে করি,
তোমার ভাব দেখে হে প্রাণে শিহরি,
তোমার নাইতো সে ভাব, ভাবের অভাব,
ব্যথা তো হৃদে গাঁথা।

নিতাই-আগমনে জাহ্নবার পুনর্জ্জীবনলাভ। সমবেত গীত।—

ভৈরবী—ঠুংরী।

প্রেমের খেলা বোঝা ভার!
প্রাণে প্রাণে অন্তঃশীলে,
একটানা বয় প্রেমের ধার।
সাধ ক'রে যে খেলা দেখ্‌তে চায়,
একটানাতে অম্‌নি ভেসে যায়,—
তরঙ্গে খায় হাবুডুবু দেখ্‌তে সে কি পায়;
ত্বলে যায় ঢেউয়ে ঢেউয়ে,
হুঁস্ কি তখন থাকে তার।

বেজায় আওয়াজ।

রমণীগণ—

খাম্বাজমিশ্র—খেম্‌টা।

সই লো আজ খবর চমৎকার।
বিয়ের আগে অনুরাগে আস্‌বে লো ভাতার॥
ভাতারগিরির খাট্‌বে এপ্রেন্টিস্‌,
কাছে ব'সে হেসে কথা কবে লো ফিস্‌ ফিস্‌,
যোগাবে এসেন্স-শিশি বেলের গ'ড়ে, ম্যাঙ্গো ম্যাঙ্গো-ফিশ্‌;
কিস্‌ ক'রে হায় হাঁটু গেড়ে, ব'লবে তুমি মাই ডিয়ার।
ক'নেগিরি ঝক্‌মারি সই থাক্‌বে না লো আর॥

নাপিত ও নাপ্তিনী।—

কাফি মিশ্র—খেম্‌টা।

নাপিত। আমার রসে ভরা রসের নাপ্তিনী।
নাপ্তিনী। খেটেখুটে যোগাই আমি মিন্সে করে কাপ্তিনী॥

---

* "বেজায় আওয়াজ" প্রণেতা মাননীয় দেবেন্দ্র বাবুর পত্র।

শ্রীশ্রীদুর্গা
শরণং।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

প্রিয় অবিনাশ, তুমি গিরিশ-গীতাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করিতেছ, বোধ করি তোমার জানা নাই যে, মিনার্ভা থিয়েটারের জন্য যখন "বেজায় আওয়াজ" লিখিত হয়, পূজ্যপাদ গিরিশদাদা তাহার অধিকাংশ সঙ্গীতই রচনা করিয়া দেন। আমার ইচ্ছা, এখন সে সকল তাঁহার নিজ নামে প্রকাশিত হয়। তুমি আমার বাসনা কার্য্যে পরিণত করিলে সুখী হইব।

৮ই বৈশাখ, ১৩২০
কলিকাতা।

তোমার—
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

নাপিত। বাঃ বাঃ সাবাস্ রে ক্যাবাৎ
নাপ্তিনীর টিকীকাটা হাত,
নাপ্তিনী। আমি যাই কামিয়ে আনি
মিন্সে নেশায় কুপোকাৎ,
নাপিত। নাপ্তিনীর গুণে আমার বেজায় লোকের আম্‌দানী ॥

হোটেলওয়ালা ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী।—

ভীমপলশ্রীমিশ্র—খেম্‌টা।

আমার মটন-কারী ভোগ।
শালগেরামের প্রসাদ করা থাক্‌বে না রোগ শোক ॥
আমার ফাউলকারী খেয়ে মেরী তর্কপঞ্চানন,
হ্যাম দেখে তাঁর ঝরে নোলা চিবন কোল্ড মটন,
আমার শুদ্ধ খানা নাইকো মানা, স্মৃতির এ ব্যবস্থা যোগ ॥

ভিস্তি।—

মিশ্র—কাহার্‌বা।

গিয়া ডায়মনহার্‌বার পানী উঠানে।
হুকুম হুয়া গঙ্গাপানী ছিটানে ॥
মশক পায়া, গঙ্গাজী খুসী হুয়া,
পাক মশক ভর্‌কে মুঝে পানী দিয়া;
বোলা পাদ্‌রী ভট্‌চাজ, পানী ছিটানে আজ,
উঁচা গির্জ্জামে গোপালজী জরুর জাঙ্গে,
আগে আগে হোগা হামকো জানে ॥



প্রতিভাবান নৃত্যশিক্ষক শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু।

নৃত্যকলায় অসাধারণ নিপুণতাসহ নূতনত্ব সৃষ্টি করিয়া বঙ্গনাট্যশালায় ইনি বিশেষ প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন। নৃত্যে হৃদয়-ভাবানুযায়ী সুললিত হাবভাব-অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন ইঁহার বিশেষত্ব। শিক্ষাদানপদ্ধতি, কার্য্যকুশলতা, একাগ্রতা এবং নৃত্যচাতুর্য্যের জন্য নৃপেন্দ্রবাবু গিরিশচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের প্রায় সমস্ত নাটকাদির এবং মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত য্যায়সা-কা-ত্যায়সা, ছত্রপতি শিবাজী, শাস্তি-কি-শান্তি এবং শঙ্করাচার্য্য নাটকের ইনিই নৃত্য শিক্ষাদান করেন। কেবলমাত্র সুপ্রসিদ্ধ নর্ত্তক বলিয়া নহে, হাস্যরসাভিনয়ের জন্যও ইনি সাধারণে সুপরিচিত। গিরিশচন্দ্রের ফণীরমণিতে ফক্‌রে, দেলদারে দেলদার, পাণ্ডব-গৌরবে ঘেসেড়া, মনেরমতনে টাহার, য্যায়সা-কা-ত্যায়সায় মাণিক, শঙ্করাচার্য্যে জগন্নাথ, ছত্রপতি শিবাজীতে গঙ্গাজী প্রভৃতি ভূমিকা বিশেষ দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়াছিলেন। আলিবাবায় ইঁহার "আবদালা"র অভিনয় দেখেন নাই, বোধ হয় বঙ্গদেশে এরূপ লোক নাই।

সেলার বেশে রমণীগণ।—

খাম্বাজমিশ্র—কাহার্‌বা।

তোলো সেল্ ফুর্ ফর্ ফুর্ ফুর্ চলে গেল
হেল হেল হেল ওল্ড ইংল্যাণ্ড।
হেলে খেলে—ঢেউয়ে দুলে,
চেরিলি চেরিলি—মেরিলি মেরিলি
দুলে চলে সেলার ব্যাণ্ড॥
গুডশিপ গ্ল্যাড, অন্ মাই ল্যাড,
ম্যাড ম্যাড হু গো টু ল্যাণ্ড
কুলে বাজ, কুল জাহাজ
কাম কাম কাম কাম লেডি সেলার্স ডু কম্যাণ্ড॥

নাগরিকা।—

লুমমিশ্র—আড়খেম্‌টা।

যদি বাদসাজাদী না করে আমায়।
এই মেলে হয় বিলেত যাব, নয় যাব আমেরিকায়॥



লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতা শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ ঘোষ।

নাট্যামোদীমাত্রেই ইহাঁকে বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন। এমারেল্ড থিয়েটারে সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু কর্ত্তৃক অভিনীত প্রায় সকল নায়কের ভূমিকাই ইনি তৎপরে দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া প্রতিষ্ঠালাভ করেন। গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি শিবাজী নাটকে তানাজী, শাস্তি-কি-শান্তিতে বেণী ও ম্যাজিষ্ট্রেট, শঙ্করাচার্য্যে কাপালিক ও অমরক, অশোকে মার, তপোবনে ত্রিশঙ্কু, গৃহলক্ষ্মীতে নিতাই উকীল প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত সাজাহানে সাজাহান, কালপরিণয়ে মণীন্দ্র, রিজিয়ায় বীরেন্দ্র, রঘুবীরে দুলিয়া, দুর্গাদাসে ঔরঙ্গজেব, মেবারপতনে মহব্বৎ খাঁ প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে ইনি বঙ্গনাট্যশালায় উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন।

তুই বেটী বেজায় নেশাখোর,
নেংটা হ'য়ে বেড়াস্ খেয়ে সরম হয় না তোর,
ধরা তুই সরা দেখিস্ এতই কি গুমোর ;
খুল্‌লে বোতল আস্‌বি ছুটে
শুধ্‌বে কে বল শুঁড়ীর ধার ॥

স্কুলের ছাত্র ও ছাত্রীগণ।—

ভূপালীমিশ্র—কাহার্‌বা।

গ্যালপ্ গ্যালপ্ গ্যালপ্ চল, না হয় নাচ পল্‌কা।
লিট্‌ল্ লিট্‌ল্ ল্যাড লেসীস্, বেরিয়েছে আজ হল্‌কা ॥
একৃজামিন কাল, চালো ল্যাড লেসী চাল,
নয়তো স্যার্ দেবে গাল,
টেক কেয়ার, মাইডিয়ার, হ'য়ো নাকো হাল্‌কা ॥

কেল্লার সন্নিকটস্থ মাঠে রমণীগণ।—

বাহারমিশ্র—দাদ্‌রা।

রমণীর এমনি আঁখির জোর।
বেড়ী হাতে তেড়ে যেতে লেগে গেল ঘোর ॥
জবর নোড়া হাতার কারখানা,
রণে লো দিয়েছি হানা,
কে আছে পুরুষ, নারীর প্রতাপ মানে না,
কে এমন হয় না গোলাম
বাঁধ্‌লে মোহন বেণীর ডোর ॥

—:—

ঝক্‌মারী।

প্রস্তাবনা।—

কবির সুর—আড়খেম্‌টা।

ভিটে বেচে পথে যদি ব'স্‌তে চাও।
সকাল সকাল নেয়ে খেয়ে আদালতে ছুটে যাও ॥
ব'লে দিই তোমায়, শাম্‌লা যার মাথায়,
ধ'র্‌বে গে তার পায়, ভিটে বেচ্‌বার বাত্‌লাবেন উপায় ;
গাম্‌লা ভ'রে ছোবড়া দেবে, যত পার্‌বে তত খাও ॥
জয়েণ্ট ফ্যামিলি তোমার, ভাবনা বড় নাই বেশী আর,
পার্টিসন স্যুট লাগিয়ে দাও দেদার ;—
বউ গুলো হন্নে হ'য়ে, হাড়-মাস ফেল্‌বে খেয়ে,
বাধিয়ে দেবে ঠিক ভেয়ে ভেয়ে ;
র'য়েছে পাওনা দেনা, রাখ্‌বে জেদ—মেটাবে না,
প্রাটিসে 'অনিয়ন-স্যুজ' (পেঁয়াজ পয়জার) মরদ
হও তো কিনে নাও ॥

---

* কাশীধামে অবস্থানকালে "ঝক্‌মারী"র Plotটী গল্প করিয়া বলায়, মাননীয় গিরিশবাবু আমাকে ঐ Plot লইয়া একখানি প্রহসন লিখিতে উৎসাহিত করেন। প্রহসন রচিত হইলে তিনি আমূল সংশোধন করিয়া তাহার গানগুলি বাঁধিয়া দেন। অভিনয়ের পূর্ব্বে প্রহসনখানি তাঁহারই রচনা বলিয়া মিনার্ভার তাৎকালিক কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ কর্ত্তৃক ঘোষিত হয়। কিন্তু গিরিশচন্দ্র এরূপ প্রথার পক্ষপাতী কোনকালেই ছিলেন না, তিনি পুস্তকখানি আমার নামে উৎসর্গ করিয়া প্রকৃত কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

গ্রাম্যস্ত্রীগণ।—

পিলু মিশ্র—দাদ্‌রা।

ভালবাসি গিন্নেপনা, দেইজী সয়না সই।
কন্না ক'র্‌বো ভাতারের, তার ভাইয়ের কেউ তো নই॥
কিসের এত দায় প'ড়ে গেছে,
ভাসুর দেওর হ'লেই বা, কি মাথা কিনেছে,
ঢাক্ ঢাক্ নাই স্পষ্ট কথা কই সবার কাছে,
হাত নাড়া দে এলোচুলে কোঁদল হ'লো না মূলে,
জা আবাগী ঠসক্ ক'রে যায় হেলে দুলে,—
চোখের মাথা খাই, যদি সই মুখ বুজে তা সয়ে রই॥

মকদ্দমার সাক্ষীদাতাগণের স্ত্রীগণ।—

ঝিঁঝিঁট-খাম্বাজ—দাদ্‌রা।

জায়ে জায়ে ভা'য়ে ভা'য়ে বেধে যায় ঘরে ঘরে।
শিখেছে সাক্ষী দিতে, চলে খুব গুমোর ক'রে॥
দু'কথা ব'লবে আর মুদী, উঠ্‌নো ধার যা আছে শুধি;
ঘুমিয়ে উঠে পেটে পেড়ে, ফের দে প'রে কস্তা পেড়ে,
চ'লে যাই কল্‌সী কাঁকে হাত নেড়ে নেড়ে;
দু'খানা গয়না পরি, তোয়াক্কা আর কারে করি,
ঘর ঠাসা সামিগ্‌গীরি থাকে সব থরে থরে॥

জেলার বাসায় সাক্ষীগণ।—

লুমমিশ্র—খেম্‌টা।

আমাদের তালিম দিতে হয় না আর।
শিখেছি ব্যবসা জবর, জামাই আদর, ঘাড়ে চেপে বসি যার॥



মুর্জ্জিহান নাটকে মুর্জ্জিহান ও রেবার ভূমিকায় প্রসিদ্ধা অভিনেত্রীদ্বয় শ্রীমতী প্রকাশমণি ও শ্রীমতী হেমন্তকুমারী।

শ্রীমতী প্রকাশমণি বহু নাটকাদিতে বহু ভূমিকার অভিনয় করিয়া নাট্যামোদী-গণের বিশেষ পরিচিতা। গিরিশচন্দ্রের নন্দদুলালে কুটীলা, মীরকাসিমে হেষ্টিংস্, ছত্রপতি শিবাজীতে জিজাবাই, শাস্তি-কি-শাস্তিতে পার্ব্বতী, তপোবলে অরুন্ধতী, গৃহলক্ষ্মীতে তরঙ্গিণী প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত সাজাহানে মহামায়া, নুর্জ্জিহানে নুর্জ্জিহান, মেবারপতনে সত্যবতী, অলীকবাবুতে প্রসন্ন প্রভৃতি ভূমিকাভিনয় ইঁহার বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য।

শ্রীমতী হেমন্তকুমারীও অভিনয় নৈপুণ্যে বঙ্গরঙ্গালয়ের দর্শকগণের সুপরিচিতা। গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলায় (২য় রজনী হইতে) আলিবর্দ্দী-বেগম, বাসরে পুরোহিত-পত্নী, য্যায়সা-কা-ত্যায়সায় রতনমালা, শাস্তি কি শাস্তিতে নির্ম্মলা, শঙ্করাচার্য্যে বিশিষ্টা, অশোকে দেবী প্রভৃতি ভূমিকা অভিনয়ে ইনি বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। এতদ্ব্যতীত নুর্জ্জিহানে রেবা, মেবারপতনে কল্যাণী, সাজাহানে নাদিরা প্রভৃতির ভূমিকাভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জোটে না মুড়ি ঘরে, মোণ্ডা ফেলি থু থু ক'রে,
বসি যে বায়না ধ'রে, পেতে দেরী হয়না তার॥
ধুতি চাদর কামিজ জুতো, সেমিজ সাড়ী মিহি সুতো,
চোখ্ রাঙ্গানি দিই পেলে ছুতো;
উড়্ছে মজা আফিং গাঁজা, দুধে বাঁটা সিদ্ধি তাজা,
চালিয়ে দাও—খোলা দরজা;
কান্‌টি লিকার, ঢালো দেদার, চাট খেয়ে নাও যে সখ যার॥

সমবেত গীত।—

খট্—দাদ্‌রা।

মাম্‌লা করা ঝকমারী।
সেলাম ঠুকো, তফাৎ থেকো, দেখ্‌তে পেলে কাছারী॥

মামলায় যে মাতে, ঘুঘু ডাকে তার ছাতে,
ভিটেতে সর্ষে ব'নে খোলা নে হাতে ;
সাক্ষী আমলা, মোক্তার শামলা, তেলা হাত চাই সবারি ॥
কাছারীর মাটী হাঁ করে, চল্‌তে গেলে কাম্‌ড়ে পা ধরে,
চালচুলো সব পোরে উদরে ;
লাগ্‌লে পরে ছাড়ে নাকো, আইনের ভেল্কী ভারি ॥
হার্‌লে তো হাড়ীর বেহাল, জিত হ'লে সমান নাকাল,
ধুয়ে খাও ডিগ্রী নিয়ে, মাম্‌লাকে বলিহারী ॥



"ঐলবালা"র ভূমিকায় সুপ্রসিদ্ধা সুকুমারী দত্ত।
(বিবরণ ৪২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)



মনের মতন নাটকে "পরিয়া"র ভূমিকায় রাণীমণি।

গিরিশচন্দ্রের ভ্রান্তি নাটকে ললিতা, মনের মতনে পরিয়া, অভিশাপে বল্লরী, সৎনামে গুলসানা প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে রাণীমণি বঙ্গনাট্যশালায় প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, এই উদীয়মানা অভিনেত্রী অকালে কালগ্রাসে পতিত৷ হন।

মাধবী-কঙ্কণ।*

চারণ।—

কামোদমিশ্র—ঠুংরী।

উজ্জ্বল নীল ভূষিত ধরাধর,
গভীর গহ্বর গাওরে।
নির্ম্মল নির্ঝর, তরুরাজী তটিনী,
সঙ্গীতে স্বর মিলাওরে।
নীলাম্বর ঘন, ঘন ঘটা আবৃত,
থা-রা রা রা থা-রা রা-রা, চপলা চমকে ঘন,
তর্জ্জন গর্জ্জন স্বন স্বন পবন।
ভূচর খেচর তর তর থর থর,
কম্পিত জগজন ভীত।
গভীর গরজন, গাও পবন ঘন,
সবে মিলি গাও উধাওরে।
উচ্চ গভীর, দামামা নিনাদ,
তড় তড় তড় তড়, আসোয়ার দড়বড়,
মত্ত বীর হিয়া সংগ্রাম সাধ;
হর হর হর হর, গহন থর থর,
শৃঙ্গ গভীর বাজাওরে।
ধনহীন দীন, সহায় হীন,
দীনবেশী ও কে রাজপুতরে।

---

* ১ম ভাগ গিরিশ-গীতাবলী, ৩৯৯ পৃষ্ঠায়, আমরা দুইখানি মাত্র গান প্রকাশ করিয়াছি। বঙ্গনাট্যশালার সর্ব্বপ্রধানা অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী দাসীর নিকট প্রাচীন ন্যাসান্যাল থিয়েটারের অভিনীত স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র কর্ত্তৃক নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত "মাধবী-কঙ্কণের" খাতা পাওয়ায় অবশিষ্ট গানগুলি প্রকাশে সমর্থ হইলাম।

সাথি তরবারি, শ্মশ্রু জটাধারী,
স্থির দৃঢ়মতি অদ্ভুতরে।
জটাজূট শোভন, নীল হয় বাহন,
সংগ্রামে প্রতাপ ধায়রে।
বালার্ক দাপ, রাণা প্রতাপ,
হল্‌দিঘাট রণে ধায়রে।
নির্ঝর ঝর ঝর, রুধির তর তর,
প্রবাহ বহিছে গায় রে।
সাথি তরবারি, শ্মশ্রুজটাধারী,
একাকী দুর্গমে যায়রে।
দাবানল বল, সাগর উথল,
টল টল যবন আসনরে।
দমি ঘন গরজন, হুঙ্কার ঘন ঘন,
চাকি চমক চক্‌, কৃপাণ লক্‌ ঝক,
ত্রিপুণ্ড্র ধ্বক্‌ ধ্বক্‌;
মেদিনী কম্পন, ঝন রণ ঝন রণ,
সন্‌ সন্‌ সন্‌ সন্‌ উল্কা গমন;
যবন দমন, পুন রণ পুন রণ,
রাজপুত শাসন গাওরে।
গভীর শৃঙ্গ বাজাওরে।
অভীত রাজপুত,— কীর্ত্তি কলাপ, বীর প্রতাপ,
ভূধর শিখর গাওরে,
কল্লোলিনী স্রোত গাওরে।
স্বভাবে সবে মিলি গাওরে।
রাজপুত হিয়া মাতাওরে।

সর্ব্বপ্রথম পদব্রজে ৺তারকনাথ দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় গাড়ীতে এই গীতটী প্রথম রচিত হয়।—

ভৈরব—দাদরা।

ওরে হ'রে সন্ন্যাসী!

মিটুবে প্রেমের ক্ষুধা, সুধা পাবিরে রাশি রাশি।
দেখরে আমি প্রেমের তরে, জটা ঘটা শিরোপরে,
জাহ্নবী শিরে বিহরে, প্রেম অভিলাষী।
যুগে যুগে ক'রে ধ্যান, হয়নি প্রেমের তত্ত্ব জ্ঞান,
ভেবে পরম শক্তি, চাইনি মুক্তি, আজও রে শ্মশানবাসী।
ক্ষীরোদ সাগর মন্থন ক'রে, সুরাসুর সুধা হরে,
বিদিত আছে চরাচরে, আমি গরল-প্রয়াসী।
নিয়ে বাঘের ছাল আর ধুতুরা ফুল, দেখ্‌বো প্রেমের পাই কি কুল,
(ওরে) নকুলে কি আছেরে কুল, প্রেম-নীরে সদাই ভাসি।
ভূত নাচে সব ফেরে সঙ্গে, মত্ত সদা ভূতের রঙ্গে,
হবি অভিভূত ভূতের ভঙ্গে, মহাকাল, আমি নাশি।
প্রাণ তো কেবল চায়রে ভোগ, হয়রে তার যোগাযোগ,
সুখ আশে কর্ম্মভোগ, আমি সুখে উদাসী।
সুখ পাবিনে সুখের তরে, মিছে ঘুরিস ভ্রান্ত নরে,
দুঃখ ধ'রে থাক্‌লে পরে, সুখ তোমার হবে দাসী।
(ওরে) দেখ্‌রে চেয়ে দারাসুত, তোর মত সব অভিভূত,
কেন মনকে দিয়ে থাতামুত, আপন গলায় দাও ফাঁসী।

জেলেখাঁ।–

ভৈরবী—একতালা।

রেখ পদে অবলায়।
প্রণয়-প্রয়াসী দাসী প্রেম-বারি চায়॥
প্রবাসে বান্ধবহীনা, নাহি জানি তোমা বিনা,
দুখ-সুখ-সঙ্গিণী, অধিনী প্রেমাধিনী,
ছিন্ন লতিকা না ধুলায় লুটায়॥

বিবিধ গীত।

কলিকাতায় প্রথম প্লেগ প্রকাশ পাইলে সহরে গুজব উঠে, যে বাড়ীতে প্লেগ হইবে, পুরুষই হোক বা স্ত্রীলোকই হোক, সরকার হইতে তৎক্ষণাৎ তাহাকে প্লেগ হস্‌পিটালে লইয়া যাইবে। ভয়-বিহ্বল জনসাধারণ সহর ছাড়িয়া পলাইতে আরম্ভ করে। কলিকাতায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া যায়। সে সময়ে বঙ্গের সদাশয় ছোটলাট সার্ জন উডবর্ণ মহোদয় সহরের সর্ব্বত্র ভ্রমণ পূর্ব্বক প্রজাবৃন্দকে এ মিথ্যা গুজব বুঝাইয়া দিয়া রাজধানী ভয়শূন্য করেন। চোরবাগানের রায় অমৃত নাথ মিত্র বাহাদুরের পুত্রের বিবাহোৎসবে ছোটলাট বাহাদুর শুভাগমন করেন। তদুপলক্ষে ক্লাসিক থিয়েটারও আহুত হয়। নিম্নলিখিত ইংরাজী গীত দুইখানি ছোটলাট সম্মুখে গীত হয়।—১ম গীতটি অমরবাবুর পূর্ব্বরচিত "পূজা ধর বঙ্গেশ্বর বঙ্গের ভূষণ" গীতের অনুবাদ ও দ্বিতীয় গীতটী গিরিশ বাবুর মৌলিক রচনা।—

I.

On Bengal's head, you brightest crown,
Accept our humble lay !
To light our heart, O deign to dart,
A glance of hopeful ray.
Wide all over,
Your mercy hover,
At your feet, our grateful hearts we lay
On our lotus breast,
For a while you rest,
Being thus enshrined, adore we may



হীরালাল। সরোজিনী। নগেন্দ্র। চারুশীলা। অহীন্দ্র।

With Justice Mercy is combin'd—
The noble pair here sits enshrined,
To shed on us a cheering ray,
Long live th' Stanleys the foot-light's pray.
The zealots may our work despise,
Our patrons all above them rise.
Their presence makes our hearts so gay—
Honor's theif due, let's honor pay.

এক সময় জাপানী গান বাঁধিবার আবশ্যক হওয়ায়, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা হইতে জাপানি শব্দ ও তদর্থ সংগ্রহ করিয়া নিম্নলিখিত গীতটি রচনা করেন।—

ডায়া-নাই-পন ১ কিমি ২ নাই হন ৩।
ডণ্টাকু ৪ রিক্স ৫ নরমি নো ৬
টোবাকো ৭ কস্থটারা ৮ সিনটো ৯
মিকাডো ১০ মন্চ ১১ মন্চ ১২ পন ১৩॥
গো আই ১৪ স্থাগআই ১৫ টে আই ১৬ ড্যামীও, ১৭
সেনসর সি ১৮ সেক ১৯ হায়াগো ২০
হাটা মটো ২১ মচ্ ২২ ড্যায়েকন ২৩॥

চিহ্নিত মাত্রার অর্থ :—

১। Great Japan. ২। Lord. ৩। Sun's origin. ৪। Sunday. ৫। Carriage. ৬। Palankin. ৭। Tobacco. ৮। Cake. ৯। ways of gods. ১০। Emperor. ১১।১২। Chew. ১৩। bread. ১৪।১৫। A kind of bird. ১৬। fish, ১৭। Noble. ১৮। Senate. ১৯। Country wine. ২০। প্রদেশের নাম ২১। Petty nobles ২২। Chew ২৩। Radish (মুলা)।

সমস্ত গানটির বঙ্গানুবাদ এই :—

বিস্তার জাপান দেশে সূর্য্যের জনম,
শকট-শিবিকা পরে, দেবকার্য্য অনুসারে,
রবিবারে পিষ্টকাদি তামাকু পার্ব্বন।
পক্ষী, মৎস্য, রুটি আর, ভক্ষ্য বস্তু বাদ্‌সার,
সুরাপান করে মিলি উচ্চ ব্যক্তিগণ,
লালমূলা করে যত মোড়লে চর্ব্বন।

শুক্রবার, ৯ই এপ্রিল, ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে মহারাজা দ্বারভাঙ্গার সভাপতিত্বে কলিকাতা টাউনহলে প্রথম ধর্ম্মসমন্বয়ের এক বিরাট সভা হয়। ভারতের নানা স্থান হইতে নানা ধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায়ের নেতারা আসিয়া বক্তৃতা করেন। নাট্যাচার্য্য কর্ত্তৃক রচিত নিম্নলিখিত মিলন-সঙ্গীতটী সুগায়ক শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক প্রথমে গীত হয়।

সিন্ধুড়া—ধামার।

সিন্ধু শৈল গ্রহ জ্যোতি সাকার বা নিরাকারে।
সমভাবে বিভু হেরে ভাবুক হৃদয়াগারে॥
অজ্ঞানতা অভিমানে, বদ্ধ করে নামে-স্থানে,
দ্বেষাদ্বেষ ভেদ জ্ঞানে, তর্কযুক্তি অহঙ্কারে॥
যথায় বিরাজে শান্তি, দ্বন্দ্ব আসি করে ভ্রান্তি,
সাধু হেরি প্রেমকান্তি, ভাসে প্রেম-পারাবারে॥
মিলে যথা সাধুবর্গ, ধরায় তথায় স্বর্গ,
আজি এ মিলনোৎসর্গ, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব হরিবারে॥

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের মহাভক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী মুমূর্ষু অবস্থায় "পোহাল দুখ রজনী!" এই প্রথম ছত্রটী বাঁধিয়া ভক্তবীর গিরিশচন্দ্রকে একটী সম্পূর্ণ গীত রচনা করিতে বলেন। তাঁহার আদেশানুসারে নিম্নলিখিত গীত রচিত হইয়া শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী মিত্র কর্ত্তৃক তাঁহাকে সুর সংযোগে শুনান হয়।

ভৈরবী—একতালা।

"পোহাল দুখ রজনী!"

গেছে আমি আমি ঘোর কুস্বপন,
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ,
হের জ্ঞান-অরুণ বদনে বিকাশে
হাসে জননী।
বরাভয়করা দিতেছে অভয়,
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়,
বাজাও দুন্দুভি শমন বিজয়
যার নামে পূর্ণ অবনী।
কহিছে জননী কেঁদ' না,
রামকৃষ্ণ পদ দেখ' না,
নাহিক ভাবনা, রবে না যাতনা,
হের মম পাশে,
করুণায় দু'টী আঁখি ভাসে,
ভুবন-তারণ গুণমণি!

কাশিমবাজারাধিপতি মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহোদয়ের কন্যার বিবাহ উপলক্ষে (১৮ই ফাল্গুন, ১৩০৫) নবদম্পতির উদ্দেশে মঙ্গলাচরণ।—

সাহানা—ধামার।

তারানাথ তারাদলে আনন্দে মগন।
দিনদেব পুলকিত নেহারি শুভ মিলন॥
আমোদিনী বসুমতী, আমোদিত ঋতুপতি,
আমোদিত নরপতি, তনয়া করি অর্পণ॥
চারু নয়নে নয়ন, দেবদেবী ফুল্লমন,
ফুল্লমন জগজ্জন, জয়ধ্বনি ঘন ঘন॥



চারুশীলা। সরোজিনী।

সিন্দুর সীমন্ত পরে, বিহর আনন্দ ভরে,
চির রবি-শশী-করে বিকাশ সতীভূষণ ॥

সুনিপুণা অভিনেত্রী শ্রীমতী **সরোজিনী** গিরিশচন্দ্রের নাটকাদিতে অভিনয় ব্যতীত (১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) চন্দ্রগুপ্তে হেলেন, সাজাহানে জহরৎউন্নিসা, দরিয়ায় দরিয়া, ভীষ্মে অম্বা ও শিখণ্ডী প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন।

নৃত্যকলাকুশলা সুঅভিনেত্রী শ্রীমতী **চারুশীলা** নৃত্যবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিনী বলিয়া নাট্যামোদীগণের নিকট বিলক্ষণ সুপরিচিতা। বালিকাকালে গিরিশচন্দ্রের মণিহরণ গীতিনাট্যে কুমারের ভূমিকাভিনয় ইঁহার প্রথম। পরে শঙ্করাচার্য্যে উভয়ভারতী ও কামকলা, অশোকে চিত্তহরা, তপোবলে রম্ভা, গৃহলক্ষ্মীতে কুমুদিনী প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে ইনি সুঅভিনেত্রী বলিয়া সাধারণের নিকট সমাদৃতা হইয়াছেন। ইহা ব্যতীত ইঁহার দরিয়ায় ফিরোজা, তুফান্নিতে পণ্টু প্রভৃতি ভূমিকাভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে, বাগবাজারে, উষা-অনিরুদ্ধ যাত্রার জন্য রচিত নিম্নলিখিত গিরিশ বাবুর দুইখানি গীত সুহৃদ্বর সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্তের চেষ্টায় প্রাপ্ত হইয়াছি।

(১) স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রোত্থিতা উষা।—

বেহাগ—আড়াঠেকা।

যামিনীতে একাকিনী ঘুম-ঘোরে অচেতন।
হেরিনু স্বপনে সখি, কামিনী মনোরঞ্জন ॥
ধীরে ধীরে গুণমণি, রমণী হৃদয়-মণি,
আসিয়ে প্রাণ সজনি, চুরী করি গেছে মন ॥
অলসে ঘুমের ঘোরে, ধরিতে নারিনু চোরে,
পাগলিনী ক'রে মোরে পলা'য়াছে প্রাণধন ॥



নৃত্যকলাকুশলা সুনিপুণা অভিনেত্রী শ্রীমতী নীরদাসুন্দরী।

নৃত্যনৈপুণ্যের সহিত অভিনয় শক্তির বিকাশে ইনি নাট্যামোদীগণের নিকট বিশেষরূপ পরিচিতা। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত নির্ম্মলা নাটকে "বাঁশরীর" ভূমিকাভিনয়ে ইঁহার প্রথম গুণবিকাশ। গিরিশচন্দ্রের শঙ্করাচার্য্য নাটকে সরমা, অশোকে কাঞ্চনমালা, তপোবলে ব্রহ্মণ্যদেব, ঝক্‌মারীতে দাপি, গৃহলক্ষ্মীতে ফুলী প্রভৃতি ভূমিকা ইনি সুখ্যাতির

সহিত অভিনয় করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত দরিয়ায় আমিনা, পাষাণে প্রেমে বিজলী, চন্দ্রগুপ্তে আত্রেয়ী প্রভৃতি ভূমিকাভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

(২) অনিরুদ্ধের কারাবদ্ধ সংবাদ পাইয়া শিবপূজারতা উষা।—

টোড়ী—মধ্যমান।

পূজিতে মহেশে হেরি প্রাণধনে।
শিব-শিরে দিতে বারি বারি বহে দু'নয়নে॥
ত্রিপুরারি করি ধ্যান, হৃদে জাগে সে বয়ান,
ব্যাকুল পাগল প্রাণ, রাখিতে নারি যতনে॥
কাতরে করুণা কর, হে শঙ্কর পূজা ধর,
আশুতোষ দুখ হর, কৃপাকণা বিতরণে॥

—*—

খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

মরি কি শোভা হইল হের কাননে।
এল বসন্ত সামন্ত সহ ধরা শাসনে।
লয়ে ফল ফুল তরুমূল ভেটিবারে রাজনে।
মলয়ানিল নিল বাস হ'রে,
সরমে নলিনীদল শিহরেরে
কাতরে ভ্রমরা গুঞ্জরেরে—
সাজে পিকবর-সহচর সহচর মিলনে।

—*—



সুগায়িকা শ্রীমতী রাণীসুন্দরী।

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিভাণ্ডারের সাহায্যকল্পে মঙ্গলবার, ১১ইভাদ্র, ১৩১৯ সাল, কলিকাতার সমস্ত রঙ্গালয়গুলির সম্মিলনে কোহিনুর থিয়েটারে বলিদান ও পাণ্ডব-গৌরব নাটকদ্বয় অভিনীত হয়। শ্রীমতী রাণীসুন্দরী পরম আনন্দের সহিত বলিদান নাটকে "রাজলক্ষ্মী"র ভূমিকাভিনয় করিয়া নাট্যসম্রাটের প্রতি আন্তরিক ভক্তি ও স্বীয় অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

—০※০—

ইমন—একতালা

জয় পীতাম্বর শ্যাম নটবর মনোহর গিরিধর।
বনমালী বিনোদবিহারী, বিভু বঙ্কিম বিপিনচারী,
ব্রজ-জীবন—শ্রীরাধারঞ্জন,
মোহন মুরলী শোভিত অধর।
গোপীজন মনোমোহন,
নব নীরদ মনমথন,
নীল রতন কমল লোচন,
দীনজন গতি ভব-ভয়-হর॥

২য় সংস্করণ গিরিশ-গীতাবলী ৪১৪ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত "(মদিরা) তোমায় সঁপেছি প্রাণমন" শীর্ষক "সধবার একাদশীর" অসম্পূর্ণ গীতটী সম্পূর্ণাকারে নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

নকুলেশ্বর।—

সুরট—একতালা।

(মদিরা) তোমায় সঁপেছি প্রাণ-মন।
মাতাল মোহিনী, অশেষ রঙ্গিণী,
তরঙ্গিণী বিবিধ বরণ॥
হ'লে প্রবীণা, হও নবীনা,
তোমার ততই বাড়েলো যৌবন॥



স্বপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী—শ্রীমতী স্বশীলাবালা।

কি সঙ্গীতে, কি অভিনয়ে এরূপ অসামান্য প্রতিভা লইয়া অতি অল্প অভিনেত্রীই বঙ্গরঙ্গালয়ে আবির্ভূতা হইয়াছেন। অতি সহজে শিক্ষাগ্রহণ করিবার স্বভাবজ শক্তি থাকায় ইনি শিক্ষকগণের নিকট বিশেষ আদরনীয়া। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্র কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারামে জয়ন্তীর ভূমিকায় "উদার অম্বর শূন্য সাগর" সুমধুর বেদান্ত সঙ্গীতে প্রথমে ইনি সাধারণের প্রীতিদৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরে গিরিশচন্দ্রের মণিহরণে শ্রীকৃষ্ণ, নন্দদুলালে বিষ্ণুপ্রাণা ও রাধিকা, বলিদানে জোবী, সিরাজদ্দৌলায় লুৎফউন্নিসা, বাসরে বিম্বাবতী, মীরকাসিমে বেগম, য্যায়সা-কা-ত্যায়সায় গরব, ছত্রপতি শিবাজীতে পুতলাবাই, শাস্তি কি শান্তিতে হরমণি, অশোকে কুনাল প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে সুপ্রসিদ্ধা হইয়া উঠেন। এতদ্ব্যতীত রাণাপ্রতাপে মেহের-উন্নিসা, দুর্গাদাসে রাজিয়া, মেবারপতনে মানসী, সাজাহানে পিয়ারা, বাজীরাওএ মস্তানি, খাসদখলে গিরিবালা প্রভৃতির ভূমিকাভিনয় ইহাঁর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। জয়ন্তী, জোবী, রাজিয়া ও গিরিবালার গীতে ইনি বঙ্গদেশ মুগ্ধ করিয়াছেন।

———

মরি কি মাধুরী, জাননা চাতুরী,
সম সবে কর' বিনোদন ॥

———

বাগবাজার, "অভিমন্যুবধ" যাত্রার জন্য নিম্নলিখিত দুইখানি গীত রচিত হইয়াছিল।

(১) উত্তরা।—

কাফি সিন্ধু—একতালা।

মন বুঝাইতে নারি।
সে বিধুবদন জাগিছে হৃদয়ে, ছার সংসার, হেরিগো আঁধার
জনমাঝে বনচারী ॥
সাধে বাদ একিলো বিষাদ, হারা নিধি, বাদী বিধি, হইল প্রমাদ,
কেমনে এ জ্বালা নিবারি ॥
প্রাণনাথ ধরাসনে, প্রাণসখি পড়ে মনে,
সে মনোমোহনে, বল ভুলিব কেমনে,
অকুল জলে ফেলে, প্রাণপতি গেছে চলে,
কিসে প্রাণ ধরে নারী ॥

———

(২) সুভদ্রার প্রতি সখী।—

ভৈরবী—কাওয়ালী।

পোড়া বিধি বাদী, সখি, কি হবে কাঁদিয়ে।
নয়ন-নীরদ-ধারা ফেল'গো মুছিয়ে॥
ছার পিয়াসা ফুরাইল আশা,
সোণার নলিনী মরি বিবশা—
রজনী হেরিয়ে, শোকে দহে হিয়ে॥
কপাল লিখন, কে করে মোচন,
কি ব'লে বুঝাব, সখি, বুঝগো আপনি ভাবিয়ে
শোক পাশরিয়ে॥

—*—

ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের সহসা মৃত্যু সংবাদে ১৯১০ খৃঃ ৮ই মে, মিনার্ভা থিয়েটারের নটনটীগণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত শোক-সঙ্গীতটী গীত হয়।—

পূরবী—ত্রিতালী।

অকস্মাৎ বজ্রাঘাত তড়িৎ ছুটিল;
শোকবার্ত্তা সসাগরা ধরায় রটিল।
নিবিড় আঁধার ধরা, আঁধার হৃদয় ভরা,
স্থলে জলে হাহারব গগনে উঠিল।
নাই নাই প্রাণে রব, নাই নাই শূন্য সব,
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই, তমসা যামিনী তাই,
সপ্তম এডওয়ার্ড নাই, হৃদয়ে ফুটিল,
নাই নাই কঠিন কামান প্রকটিল।

—*—

ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অভিষেক-উৎসবে ১৩১৮ সাল, ৭ই আষাঢ়, মিনার্ভা থিয়েটারে নটনটীগণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত সঙ্গীতটি গীত হয়।

ইমন মিশ্র—একতালা।

রবি-শশী-তারা মিলিয়া গগনে
তব অভিষেক নেহারে,
নিজ নিজ সাজে ষড়্ঋতু রাজে
সুবিশাল অধিকারে।
সাগরে ভূধরে পবনে অম্বরে,
জয়নাদ উঠে লহরে লহরে,
কামান হুঙ্কারে দশদিশি ভরে
শুভদিন আজি প্রচারে।
পুলকিত চিত আশা বিকশিত,
পরম শান্তি ভুবনে রাজিত,
রাজ-রাজেশ্বর জগত পূজিত,
করুণা, ন্যায়, প্রেমে বিজড়িত,
জন-বিমোহন আধারে।
বিধি চিরন্তন নট-নটীগণ,
চির অধিকারী করিতে বন্দন,
দীন হীন মনে সদা আকিঞ্চন,
বিরাট সম্রাট চরণ পূজন,
মিলি অকিঞ্চন করিছে অর্পণ
হৃদি-ফুল-মধু ভকতি-ধারে।
জয় জয় জয় জর্জ্জ পঞ্চম,
শুদ্ধ আত্মা নরেশ উত্তম,
তোল এক তানে, তোলো এক প্রাণে—
জয় রব বারে বারে।

—*—

শ্যামা সঙ্গীত।—

সুঘরাই কানাড়া—চৌতাল।

নহে নীলবসনা, হেমবরণা কমলবাসিনী।
নিবিড় জলদ ঘোরা, নরহারা দিকবাসিনী অট্টহাসিনী॥
হুহুঙ্কার ঘন গভীর, তর তর তর প্রবল রুধির,
ধরাধর শিখর অধীর, বিষমোজ্জ্বল জ্বালানিকর অরাতি ত্রাসিণী॥
অস্থিদাম সিঞ্জিণী-ধ্বনি, ধিয়া তাধিয়া রণরঙ্গিণী,—
ব্রহ্মডিম্ব ভঙ্গিণী, কাল সঙ্গিণী,
প্রলয় ধূম আবরিত দিশা, উদয় করাল তমসা নিশা,
মাভৈঃ মাভৈঃ ভীম ভাষিণী ভকত-মন-বিভাষিণী॥

শিবসঙ্গীত।—

ঝিঁঝিঁট—ঠুংরী।

শিব শঙ্কর শুভকারী।
আশুতোষ ভোলা ভব-ভীত-ভয়হারী॥
নর্ত্তন ঘন—হরিগুণগান, প্রেমবারি গঙ্গা উজান,
বৈষ্ণব বিভু কৃপানিদান পরম প্রেমভিখারী॥

শিবসঙ্গীত।—

সারঙ্গ—ধামার।

ভূতবিভঞ্জন পিণাকধারী।
উর্দ্ধ তুণ্ডে ঘন 'নাশ' 'নাশ' রব,
বিপুল উৎসব বিনাশকারী॥
ব্রহ্মডিম্ব টুটে শূল চমক ঘটা,
ধ্বক্ ধ্বক্ ধ্বক্ ভালে অনল ছটা,
তপন জ্বালা কোটী ঠিকরে চন্দ্র ফোঁটা,

জটাজাল দল, করাল দল দল,
বিষাণ হুঙ্কার প্রলয়বিহারী ॥

অন্তর্দ্ধানকালীন লক্ষ্মীদেবীর সহানুভূতি।—

গৌরী—একতালা।

নিয়তি নে যায় টেনে, কি করিগো রইতে নারি।
চঞ্চলা, নইলে কি হায় তোমায় ছেড়ে যেতে পারি ॥
কাতরা তোরই তরে, নয়ন-কমল দ্যাখ্‌না ঝরে,
চলে যেতে মন কি স'রে, ক'র্‌বো কি বল আমি নারী ॥
জান'তো তারই দাসী, তারই কথায় অতলবাসী,
নিয়তি নয় তো দোষী, নিয়তি অধীনা তারি ॥

বিল্বমঙ্গল নাটকের "কি ছার আর কেন মায়া" গানের সুরে গেয়।—

হরকি নাম হরদম লে না,
দোসর বান্দা কেঁও উঠা না,
দুনিয়াদারি বহুত কিয়া ভাই, ফয়দা কেয়া কুছ্‌ পায়া,
রোয়ে রোয়ে দিন গুজারা, তব্‌ না ছুটে মায়া ;
কায়া প্রাণে জুদা যব্‌ তব্‌ আপনা কেস্‌কো জান',
মালখাজানা লেড়কা জায়া পেয়ারা কাহে মান' ;
কেৎনা রোজ ইয়ে চল্‌না বল্‌না ইয়াদ রাখ্‌না ধীর,
কেয়া জানে কব্‌ গির্‌ পড়েগা কমলপাতেকা নীর।

"রুক্মিণীহরণ" লিখিবার মানসে প্রথমেই এই গীতখানি রচিত হয়।

কীর্ত্তন—লোফা।

বনফুল হার, কার তরে আর গাঁথ্‌বো সজনী,
আমার বনমালা বনমালী পর্‌বে লো গলে।



পাণ্ডব-গৌরব নাটকে "কঞ্চুকী" ও "সুভদ্রা"র ভূমিকাভিনয়ে
স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক এবং শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

খ্যাতনামা গায়ক ও অভিনেতা স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক।

পার্কার সাহেবের অফিসে কার্য্যকালীন গিরিশচন্দ্র উক্ত অফিস হইতে পাঠক মহাশয়কে আনিয়া গ্রেট ন্যাসান্যাল থিয়েটারে নিযুক্ত করেন। কণ্ঠস্বরের স্বাভাবিক উচ্চতা এবং পরিসরতা (volume) গুণে সমবেত গীত (chorus) পরিচালনায় পাঠকমহাশয়ের অসাধারণ দক্ষতা ছিল। বঙ্গরঙ্গালয়ে এ পর্য্যন্ত তাঁহার অভাব পূরণ হইল না। তিনি একক যে সকল গান (solo) গাহিতেন, তাহাও চিত্তাকর্ষক হইত। গিরিশচন্দ্রের রাবণবধ নাটকে সর্ব্বপ্রথম হনুমানের ভূমিকাভিনয় করিয়া ইনি দর্শকগণের নিকট নিপুণ অভিনেতা বলিয়া পরিচিত হন। বহুসংখ্যক নাটকাদিতে বহুবিধ ভূমিকার ইনি অভিনয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে নলদময়ন্তী নাটকে কলি, বিল্বমঙ্গলে ভিক্ষুক, মনেরমতনে ফকির, সীতারামে চন্দ্রচূড় এবং কপালকুণ্ডলায় কাপালিকের ভূমিকাভিনয় ইহাঁর বিশেষরূপ উল্লেখযোগ্য। পাঠকমহাশয় সুকবি ছিলেন ; ইহাঁর প্রণীত "লীলা" নামক গীতিনাট্য সিটি থিয়েটারে অভিনীত হয়। সখের যাত্রায় ইহাঁর বড় সখ ছিল। গিরিশচন্দ্রের দক্ষযজ্ঞ ও সীতাহরণ নাটকে যাত্রা উপযোগী গান বাঁধিয়া বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ভবনে বহুবার ইনি সুযশের সহিত মহাসমারোহে যাত্রা করিয়াছেন।

—ঃ*ঃ—

সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

কি নৃত্যে, কি গীতে, কি অভিনয়ে এরূপ সর্ব্বতোমুখী শক্তিসম্পন্না অভিনেত্রী বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চে বিরল। ইহাঁর হাবভাবকুশল নৃত্য অতুলনীয়। নৃত্যশিক্ষাদানেও ইহাঁর নৈপুণ্য যথেষ্ট। ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত গিরিশচন্দ্রের অভিশাপ গীতিনাট্যে ও ভ্রান্তি নাটকে ইনি নৃত্যশিক্ষা দান করিয়াছিলেন। অভিশাপ গীতিনাট্যে নৃত্যসংযোজনে ইনি সুবর্ণপদক প্রাপ্ত হন। আলিবাবা ও হিরণ্ময়ী গীতিনাট্যে মর্জ্জিনা ও গোয়ালিনীর নৃত্যগীতে এপর্য্যন্ত কোনও অভিনেত্রী ইহাঁর সমকক্ষা হইতে পারেন নাই। মিনার্ভা থিয়েটারে সর্ব্বপ্রথম অভিনীত ম্যাকবেথ নাটকে "ফ্লিয়ান্সে"র ভূমিকা লইয়া ইনি প্রথম রঙ্গালয়ে অবতীর্ণা হন। পরে গিরিশচন্দ্রের মুকুলমুঞ্জরায় মুঞ্জরা, জনায় মদনমঞ্জরী, ফণিরমণিতে ধাঙড়কন্যা, করমেতিবাইএ শ্রীকৃষ্ণ, দেলদারে পিয়াসা, পাণ্ডব-গৌরবে উর্ব্বশী, মনেরমতনে দেলেরা, অভিশাপে শ্রীমতী, ভ্রান্তিতে গঙ্গাবাই, সৎনামে বৈষ্ণবী, ছত্রপতি শিবাজীতে সইবাই প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ভ্রমরে ভ্রমর, মজায় কুন্দকুমারী, পৃথ্বীরাজে সংযুক্তা, কপালকুণ্ডলায় কপাল-কুণ্ডলা, রাণীভবানীতে রাণীভবানী প্রভৃতি ভূমিকায় ইনি আশ্চর্য্যরূপ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন।

পায় পায় কাছে এসে মুচ্‌কি হেসে গুণমণি
"দাও মালা দাও মালা" ব'লে—
সই, আড় নয়নে চাইবে ছলে॥
লোকলাজ ক'র্‌বো কিসে, যখন তখন কাছে আসে,
কথা না কইলে হেসে, নয়ন-জলে যায় সে ভেসে,
বোঝালে সে বোঝে না, কই সই মানা মানে না,
এ কি হয় কত লো সয় রমণী,
সে এলে কি ব'লে বল্‌, ফেলে তারে যাব চলে॥

নিম্নলিখিত গীতটীর একটী লাইন পাওয়া যায় নাই।—

বেহাগ—একতালা।

সাধ ক'রে সাজায়ে বাসর বসেছে রাই রাজবালা।
আশে ভাসে উন্মাদিনী, কুঞ্জবনে আস্‌বে কালা॥
পবনে শিহরে কায়, পথপানে ঘন চায়
* * * * *
সখী মেলি বৃন্ত ফেলি গাঁথে মালা॥

বাগবাজারে শর্ম্মিষ্ঠা যাত্রার জন্য রচিত। শর্ম্মিষ্ঠার প্রতি সখী।—

খাম্বাজ—ত্রিতালী।

কেমন ক'রে বল' যাই সজনি।
একাকিনী বিরহিনী হইয়াছ পাগলিনী॥
ধৈর্য্য ধর ধনি, ভেবনা অন্তরে,
আসিবেন প্রাণনাথ তুষিবেন সাদরে,
নাশিবে বিরহ-মসী পোহাবে দুখ-রজনী॥

২য় সংস্করণ গিরিশ-গীতাবলীর ৪৩৬ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত বিবেকানন্দ স্বামীর অসম্পূর্ণ গীতটী শ্রদ্ধাস্পদ ব্রহ্মচারী শ্রীযুক্ত গণেন্দ্রনাথের নিকট আমরা সম্পূর্ণ আকারে পাইয়াছি। নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

সাহানা—ধামার।

ভুবন ভ্রমণ কর যোগীবর যার ধ্যানে।
তাহারি সন্তানগণ চেয়ে আছে পথ পানে॥
উচ্চব্রতে আত্মহারা, ভ্রমি সসাগরা ধরা,
মোহিলে মানব-চিত, প্রভুর গৌরব-গানে।
নানা দেশে নানা ভাষে জয়ধ্বনি এক তানে॥
রামকৃষ্ণ হৃদে ধর, হৃদয় আকৃষ্ট কর,
ইষ্টপূজা পূর্ণ তব, পুলক আলোক দানে।
জন-মন পুলকিত, মোহ-নিশা অবসানে॥

নিম্নলিখিত গীত তিন খানি গিরিশচন্দ্র কোন সময়ে স্বেচ্ছাপ্রেরিত হইয়া রচনা করিয়াছিলেন। শেষ গীতটী অসম্পূর্ণ!

(১)

সামন্ত-সারঙ্গ—ত্রিতালী।

নিবিড় ঘোরা রূপা সজনি, সঙ্গিনী রজনী।
নিবিড় ছাদনে ছাদলো অবনী॥
প্রলয় মেঘমাল, বিকট করাল,
করাল কাল, খেল উথাল,
সংহার ফুৎকার, ঘন ঘোর হুঙ্কার,
নিভাও তারকা চন্দ্রমা দিনমণি॥



দুর্গেশনন্দিনীতে "আয়েষা"র ভূমিকায়
সুপ্রতিষ্ঠিতা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী।

এমারেল্ড থিয়েটার হইতে ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের চিত্র সমক্ষে প্রণাম করিয়া দেখেন, একটী ক্ষুদ্র বালিকা তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া বিস্মিত-নেত্রে তাঁহাকে দেখিতেছে। তিনি বলিলেন, "তুই কেরে?" নির্ভীকচিত্তে বালিকা উত্তর করিল, "আমি তারা।" "তুই বুঝি গোপাল সাজিস" বলিয়া গিরিশচন্দ্র আনন্দে তাহার মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা অমৃতলাল মিত্র মহাশয়কে বলিলেন, "অমৃত, এই বালিকাকে যত্ন করিস্, ইহার কিছু হবে।" শুভ মুহূর্ত্তে আচার্য্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী তারাসুন্দরীর অভিনয়-প্রতিভায় বঙ্গদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা আজ মুগ্ধ! বালিকা বয়সে প্রথমে নসীরামে ভীলবালক, পরে গোপাল, যাদব, হেমাঙ্গিণী, মুকুলজী প্রভৃতি বালক-বালিকার ভূমিকা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিয়া ইঁহাকে থিয়েটারের মামুলীপ্রথামত প্রথমে সখী সাজিতে হয় নাই। চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী ভূমিকার অতুলনীয় অভিনয়-নৈপুণ্যে ইঁহার প্রতিভা-রশ্মি চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। গিরিশ-চন্দ্রের নসীরাম নাটকে ভীলবালক, প্রফুল্লে যাদব, হারানিধিতে হেমাঙ্গিনী, চণ্ডে মুকুলজী, মায়াবসানে অন্নপূর্ণা, মনেরমতনে গোলেন্দাম, হর-গৌরীতে গৌরী, বলিদানে সরস্বতী, সিরাজদ্দৌলায় জহরা, ছত্রপতিশিবাজীতে লক্ষ্মীবাই, অশোকে পদ্মাবতী, তপোবলে সুনেত্রা, গৃহলক্ষ্মীতে বিরজা প্রভৃতি ভূমিকাভিনয়ে শ্রীমতী তারাসুন্দরী অদ্ভুত কলাবিদ্যার পরিচয় দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা, কপালকুণ্ডলায় মতিবিবি, রিজিয়ায় রিজিয়া, হরিশ্চন্দ্রে শৈব্যা, চাঁদবিবি নাটকে চাঁদবিবি প্রভৃতি ভূমিকার স্বভাব-সুন্দর অভিনয় বঙ্গরঙ্গালয়ে ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

---

(২)

যোগিয়া—ত্রিতালী।

অভিমানে সৃজন ভুবন অভিমানের এ মেলা।
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা॥
অহংকার এ ভব-পাথার, এমন শক্তি আছে কার,
জ্ঞান-তরণী বিনা পাথার হ'তে পারে পার,
মোহময় এ ঘোর আঁধার, আঁধারে সাঁতার,
তরঙ্গে ওঠা নাবা করে বার বার,

সরল মনে শরণ নিলে তবে সে জন পায় ভেলা।
নইলে নাচে ছু'বেলা মহামায়া যে করে হেলা॥

---

(৩)

পিলু—খেম্‌টা।

তুই চিনেছিস রাঙ্গা জবা
শ্যামা মায়ের চরণ রাঙ্গা।
রাঙ্গা ভেবে রং ধ'রেছে
পেয়েছিস তাই বরণ রাঙ্গা॥
(অসমাপ্ত)

ন্যাসান্যাল থিয়েটারে অভিনীত "Haunch Back." প্রহসনের নিম্নলিখিত অসম্পূর্ণ গীতটী পাইয়াছি।—

ঝিঁঝিঁট মিশ্র—খেম্‌টা।

চারো তরফসে টুঁরা হ্যায় তেরি মোকান।
যেন্না হাস্‌কে বলো ও মেরী জান॥
ই পারে গঙ্গা উ পারে যমুনা,
(অসমাপ্ত)

সংয়ের গান।

উল্কিওয়ালীর গান।—

পিলু পাহাড়ী—খেম্‌টা।

আয়লো আয় বুকের মাঝে উল্কি দেগে নে।
ভেল্‌কি ক'রে পয়সাওয়ালা নাগর কিনে নে॥
উল্কিপরা নাগর ধরা সখের নূতন ফাঁদ,
উল্কি দেখে ভেল্‌কি খাবে পয়সাওয়ালা চাঁদ;
তোর সাধের বেণী, ওলো শোন্ বিনোদিনি,
যদি বেণীর গুমোর করিস তবে খাবি আমানি।
উল্কিতে ভেল্‌কি খেয়ে, মুখপানে তোর থাক্‌বে চেয়ে,
হতচ্ছাড়া নাগর তোমার হবে না আর ভ্যান্‌ভেনে॥

সাপুড়িয়াগণ।—

পাহাড়ী—কাহার্‌বা।

কেন আইল নিদির ঘোর রে—আইল নিদির ঘোর।
কালনাগিনী কেটে গেল সোনার লকিন্দররে, সোনার লকিন্দর
চ্যাংমুড়ি কানি, ক'রেছে বেইমানি,
মিছে হ'লো সাতালিতে লোহারি বাসররে, লোহারি বাসর।
হাতে আছে জাঁতিখানি, ল্যাজ ছেটে নাও বেউলো রাণী,
ল্যাজটী নিয়ে আঁচলকোণে গেরো দাও জবররে—
গেরো দাও জবর॥
কেউটো গোখ্‌রো জোড়া জোড়া, উদয় কাল শঙ্খিনী বোড়া,
আচ্ছা তোমার ধূলোপড়া ভেঙ্গেছে গুমররে, ভেঙ্গেছে গুমর।



প্রতিভাশালিনী অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনোদিনী।

অভিনয়-নৈপুণ্যে যিনি মহাপুরুষের কৃপালাভ করিয়া ধন্যা হইয়াছেন, তাঁহার গুণোপযোগী প্রশংসার ভাষা নাই। চৈতন্যলীলায় ইহাঁর চৈতন্যের ভূমিকাভিনয় দর্শনে সমস্ত বঙ্গদেশ ভক্তিরসে আপ্লুত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ইহাঁর চৈতন্যের

অভিনয় দর্শনার্থে প্রথম নাট্যশালায় পদধূলি প্রদান করেন। অভিনয় দর্শনে ভাবাবিষ্ট হইয়া "তোমার চৈতন্য হোক" বলিয়া শ্রীমতী বিনোদিনীকে আশীর্ব্বাদ করেন। রঙ্গালয়ে এরূপ সৌভাগ্য আর কাহারও হয় নাই। গিরিশচন্দ্রের মায়াতরু ও মোহিনীপ্রতিমা গীতিনাট্যে ফুলহাসি ও সাহানা, আনন্দরহো নাটকে লহনা, রাবনবধ ও সীতাহরণে সীতা, রামের বনবাসে কৈকেয়ী, দক্ষযজ্ঞে সতী, ধ্রুবচরিত্রে সুরুচি, নলদময়ন্তীতে দময়ন্তী, চৈতন্যলীলা ও নিমাই-সন্ন্যাসে চৈতন্য, বুদ্ধদেবে গোপা, বিল্বমঙ্গলে চিন্তামণি প্রভৃতি বহু নাটকে বহু ভূমিকা অভিনয় করিয়া একসময়ে শ্রীমতী বিনোদিনী বঙ্গনাট্যশালায় যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সধবার একাদশীতে কাঞ্চন, দুর্গেশনন্দিনীতে তিলোত্তমা ও আয়েষা, মৃণালিনীতে মনোরমা, কপালকুণ্ডলায় কপালকুণ্ডলা, বিষবৃক্ষে কুন্দ, বিবাহবিভ্রাটে বিলাসিনী কারফরমা প্রভৃতি ভূমিকাভিনয় করিয়া ইনি চির-যশস্বিনী হইয়াছেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, কল্পনা-চিত্রিত চরিত্রাভিনয়ে ইনি অদ্বিতীয়া ছিলেন। ভূমিকা-উপযোগী কেশবিন্যাস, পোষাক ও রং করিবার (make up) শক্তি ইঁহার অতুলনীয় ছিল, এখনও পর্য্যন্ত অভিনেত্রীরা তাঁহার অনুকরণে সাজিয়া থাকেন। ইনি সুলেখিকা। বাসনা ও কনকনলিনী নামে দুইখানি কাব্যগ্রন্থ এবং "বিনোদিনীর কথা" নামে আত্মজীবনী পুস্তক ইনি রচনা করিয়াছেন। প্রবীনা অভিনেত্রী শ্রীমতী জগত্তারিণী ব্যতীত আর কোনও অভিনেত্রী গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কিনা, আমাদের জানা নাই। যাহাই হউক বঙ্গনাট্যশালার অভিনেত্রীবৃন্দের ইহা যে গৌরবের বিষয় তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

মিশিওয়ালী ও সরপুরিয়াওয়ালী।—

কালাংড়া—দাদ্‌রা।

সর। উপর নীচে দুদমারা সর, মশলা ঠাসা মাঝখানে।
মিশি। রংদারি মিশিওয়ালী, আ গিয়া কুছ কামানে॥
সর। চাই সরপুরিয়া,
মিশি। মিশি লেবে গো—
সর। কামড় দিলে পুরিয়াতে আমার,
ভালবাসা বশে থাকে তার,
মিশি। মোর মিশি দিলে দাঁতে গোলাম হয় ভাতার॥

সর। পুরিয়া খেয়ে ভালবেসে পুরিয়া মুখে দেয়,
মিশি। দাঁতে মিশি মধুর হাসি, ভাতার কোলে নেয়,
সর। খেলে এ পুরিয়া খাসা, জন্মে য'বে নোলার আশা,
চেটে ঠোঁট ভালবাসা কসে লাল গড়ায়;
মিশি। মিশিতে মন মজাবে, এক পা স'রে কে আর যাবে,
হাঁসি ক'রে হান্‌লে নয়ন, ঘুর্‌বে পায় পায়;
সর। সখের এ সরপুরিয়া,
মিশি। মিশিতে মন দরিয়া,
উভয়ে। ক'র্‌বে আদর সখের চিজের কদর যে জানে॥
সর। চাই সরপুরিয়া,
মিশি। মিশি লেবে গো—

ভিস্তী।—

পাহাড়ী মিশ্র—কাহার্‌বা।

মিঠা পানি ছিটান।
বাগ বাগিচে সরকবিচে দিতে হয় যোগান।
কলের বিচে সাপের ছানি, ক'র্‌তে থাকে ফোঁস্‌ফোঁসানি,
মশক খুলে দিতে পানি, কাঁপ্‌তি থায়ে জান॥
ভর্ত্তি গাঙ্গে ঢল নেমেছে, হাঁপান দেখে বড় দি খিঁচে,
বানের জলে আইচে কুমীর, দিইচে গা ভাসান,
মশক খুলি ভর্ত্তি গেলে রাং ধরি দেয় টান;
রেতে দিনে সাঁজ সকালে যোগান দিই সমান।
ছাড়্‌তি হ'লো কাম, ঘুর্‌ণিতে না আসান পেলে
বাঁচে কি পরাণ॥

যাত্রার সং। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সখিগণ।—

পাহাড়ী মিশ্র—খেম্‌টা।

শ্যাম শ্যাম ভোর করি কি কুঞ্জে অ্যালে।
সারারাত দাঁতখিঁচুনী সখিগুলার মাথা খ্যালে॥
রাই আমার গালে মুণ্ডে হাত চাপড়ে,
দাঁতে টেনে কাপড় ফাড়ে,
কালো সখী দেখ্‌তে নারে,—
কালো ভোম্‌রা ধ'রে চ'ট্‌কে মারে,
কোয়েলার সাধ্যি কি আর, ডাক দেবে সে তমাল-ডালে॥

নজুম ও নজুমিন (Fortune-teller & his wife)।—

ভৈরবী—খেম্‌টা।

পুরুষ। মালুম হ্যায় আস্‌মান জমীন্‌কা খবর।
স্ত্রী। যো হুয়া যো হোগা সব নজর উপর॥
পুরুষ। সুরজ চন্দ্রমা সে তারা ঘুমে,
সব খাড়া সাম্‌নে ;
স্ত্রী। জমীন্‌কা পেটমে যো চিজ্‌ হ্যায়,
সমন্দর যো চিজ্‌ ছেপায়,
উভয়ে। সবকো পাত্তা বাতায়,
আক্কেলমান্দীমে হুনো জবর॥
পুরুষ। এ হাম্‌সে বেহেতর।
স্ত্রী। এ হাম্‌সে বেহেতর॥

মালি ও মালিনী।—

ইমন মিশ্র—দাদ্‌রা।

উভয়ে। পিয়োর পেয়ার নিরাকারের মালী-মালিনী।
পুরুষ। যেমন তেমন সকৃস আমি নই,
স্ত্রী। যিসি তিসি নই ধনী,
উভয়ে। নিরাকারের ফুল যোগান দি, হিন্দুয়ানী মানি নি॥
পুরুষ। গো টু হেল অপরাজিতা, জবা, করবী,
স্ত্রী। ড্যাম্ ড্যাম্ যাঁতি, যুঁতি, মাধব-মাধবী,
হরদং রাইট রেভারেণ্ড ভাই,
তার মারসেলনিল চাই,
পূজোর ঘরে নিরিবিলি আমি তাই যোগাই;
পুরুষ। কচু ঘেঁচু ক্যাক্‌টারস্ ফারন্ যেথায় যা আছে,
একচেটে মাল দাদন দেওয়া সব আমার কাছে;
নিরাকার উপাসনায় স্যাল্‌ভেসন কুটীরে চাই;
উভয়ে। উপাসনার সাজাতে বাওয়ার,
দোতালা কুটীরে আনি সিজন ফ্লাওয়ার,
পৌত্তলিকের ধার তো ধারি নি,
অসভ্য ফুল আর তো তুলি নি॥

—

বরের হকার।—

লুম—খেম্‌টা।

চাই বর—
বর-বাজারে আজ্‌কের এই ভাও।
রেস্ত থাকে এগিয়ে এস, নইলে চ'লে যাও॥

চাই বর।

খোলার চালে রাঁড়ীর ছেলে এণ্ট্রেন্সে ফেল,
অতি কম নিদেন জেন, পাঁচহাজারি খেল,
পাশকরা চাও, দালাল লাগাও,
ভিটে বেচে পাও বা না পাও ॥
চাই বর।

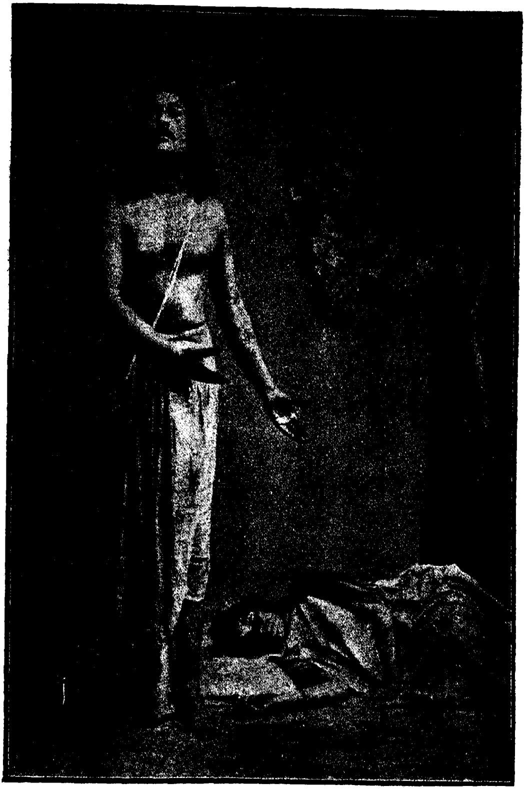
ছুটো পাশের কথায় নাইকো কাজ,
শুন্‌লে পরে মাথায় পড়্‌বে বাজ,
যার যুগ্যি মেয়ে আছে ঘরে,
ভরি তিনেক আফিম্ খাওয়াও ॥
চাই বর।

উতর উতর বাড়্‌তে চ'ল্‌লো দর,
আগে থেকে উপায় কর, ইজ্জোতে যার ডর,
হ'লে মেয়ে, আগে গিয়ে, নুণ টিপে তার মুখে দাও ॥
চাই বর।

বাঙ্গাল ভট্টাচার্য্য ও উড়েনী।—

মিশ্র—একতালা।

উড়েনী। ভটচরজী, তু নাগি মু জাতি গেলা।
বাঙ্গাল। থুবং যতনং কৈরাং ভক্ষণঞ্চ চঁপাকলা ॥
উড়েনী। তোমার মাথায় চৈতণ ফক্কা,
দেল ছাতিরে বড় ধক্কা,
বাঙ্গাল। মম প্রাণং হৈলং অক্কা ;
উড়েনী। ঠাকুর কঁড় করিলা, মু ত অবড়া বলা ॥



"নল-দময়ন্তী" নাটকে নল ও দময়ন্তীর ভূমিকায়
স্বনামধন্য নট-কবি শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত
এবং সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারী।

বিলিয়ার্ড-ক্রীড়ারতা বঙ্গরমণীগণ।—

In the play-ground, in the play-ground.
Queer ladies we are all.
Face to face, in Billiard race,
A side long glance shall win the ball.
Twit twit, they call us sweet
We mould our men as we mould a doll,
They say they love and soundly sleep
Men may snarl, you care not girl,
Love hapless if you love
Care not you stand or fall.

উক্ত গীতটী পরে নিম্নলিখিতরূপ বাঙ্গালায় রচিত হইয়াছিল।—

পুরুষ নিয়ে খেল্‌বো লো ফুটবল,
ফুলের মতন we are all,
বাণ হেনে আড় নয়নে ঘুরিয়ে বদন করি ছল।
Twit, twit, twit, পুরুষে বলে আমরা sweet,
মনের মতন ভাঙ্গি গড়ি, পুরুষ—লেডির মোমের doll.
হেসে হেসে বলে তারা—ভালবাসে,
তাতে কি যায় আসে,—
হুঁসিয়ার, সাম্‌লে থাকিস, যেন ভালবেসে হয় না fall.
পুরুষে করে কত কাণ,
বাঁধ্‌তে চায় হাওয়ার মত প্রাণ,
তরল নারী সরল ভেবে কাপড় দিয়ে বাঁধে জল।

গিরিশ-গীতাবলী সমাপ্ত।

গিরিশচন্দ্র।

দ্বিতীয় খণ্ড।

গিরিশচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

(শেষার্দ্ধ) *

আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, "সিরাজদ্দৌলা" ও "মীরকাসিম" নাটক দুইখানি গিরিশচন্দ্রের শেষ বয়সের দুইটী অত্যুজ্জ্বল অমূল্য রত্ন। নবাব সিরাজদ্দৌলা ও নবাব মীরকাসিমের পতন এবং বঙ্গে ইংরাজ-রাজশ্রীর প্রথম অভ্যুদয়ের ইতিহাস উক্ত নাটক দুইখানিতে যেরূপ পরিস্ফুট, ইহাদের নাট্য-সৌন্দর্য্যও সেইরূপ পরিপুষ্ট। কি অতুলনীয় দক্ষতার সহিত হতভাগ্য সিরাজ ও মীরকাসিমের শোচনীয় পরিণাম চিত্রিত হইয়াছে। উভয় নাটকেরই উচ্চ প্রশংসা-ধ্বনিতে সমস্ত বঙ্গদেশ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিলামে ৬০ হাজার টাকায় উক্ত থিয়েটার খরিদ করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা-অভিনয়ে ঐ বিপুল অর্থরাশির শীঘ্রই পূরণ হইয়া যায়। মীরকাসিম নাটক একাদিক্রমে সাত মাস কাল ধরিয়া প্রত্যেক শনিবারে অভিনীত হইয়াছিল, অথচ উহা কাহারও নিকট আদৌ পুরাতন হয় নাই। এমন কি, শেষ অভিনয় রজনী পর্য্যন্ত স্থানাভাবে বহুসংখ্যক দর্শক ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বঙ্গনাট্যশালায় এরূপ উচ্চ গৌরবে এ পর্য্যন্ত আর কোনও নাটক অভিনীত হয় নাই। নাট্যশালার ইতিহাসে এ কথা স্বর্ণ-অক্ষরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবার যোগ্য। এই বৎসরে মিনার্ভা থিয়েটারের আয় প্রায় লক্ষাধিক টাকা হইয়াছিল।

---

* প্রথমার্দ্ধ—"গিরিশ-গীতাবলী"র শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছে। গিরিশ-গীতাবলী পরিবর্দ্ধিত ২য় সংস্করণ ছয় শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ১৲ এক টাকা।

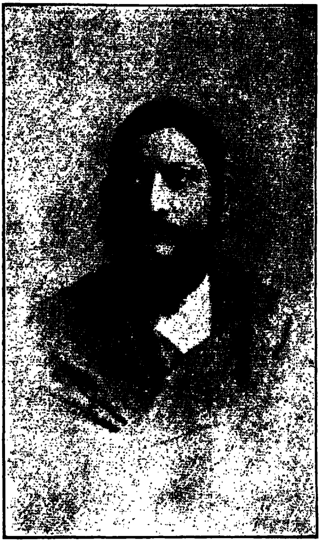
প্রাপ্তিস্থান—বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী, ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অভিনেত্রী-সংসর্গে বঙ্গনাট্যশালা দূষিত বলিয়া যে সম্প্রদায়-বিশেষ থিয়েটারের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই এই দুই নাটকের অভিনয় দেখিবার জন্য থিয়েটারে পদার্পণ করেন।

এই সময়ে একদিকে গিরিশচন্দ্রের অভিনব নাটক-রচনা ও অভিনয়-যশঃপ্রভা ক্রমশঃ যেমন উজ্জ্বলতর হইয়া সমগ্র বঙ্গদেশকে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতেছিল, তেমনি অপর দিক হইতে অত্যধিক শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে দুরন্ত হাঁপের পীড়া করাল রূপ ধারণ করিয়া কবি-হৃদয়ের স্বর্ণমন্দিরে ধীরে ধীরে প্রবেশলাভ করিতেছিল।

"বলিদান" নাটক রচনার পর গিরিশচন্দ্র "রাণাপ্রতাপ" নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। প্রায় দুই অঙ্ক শেষও করেন।* কিন্তু এই সময়ে ষ্টার থিয়েটারে রাণা প্রতাপের রিহারস্তাল হইতেছে শুনিয়া, তিনি উক্ত নাটক রচনায় বিরত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্য" সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশ-চন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উৎসাহে "সিরাজদ্দৌলা" নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে সিরাজদ্দৌলা সংক্রান্ত যাবতীয় গ্রন্থ আনাইয়া প্রায় মাসাবধি দিবারাত্র অধ্যয়ন করেন, তৎপরে একমাস কাল সিরাজদ্দৌলা রচনায় অতিবাহিত হয়। প্রথম অঙ্ক রচনায় প্রায় পনের দিন লাগে। সিরাজদ্দৌলার বাল্যজীবন হইতে আরম্ভ করিয়া নাটক লিখিতে গেলে দুইখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক লেখা প্রয়োজন। কিন্তু বঙ্গনাট্যশালার দর্শকগণের ধৈর্য্যচ্যুতির আশঙ্কায় তিনি একখানি নাটকেই সিরাজ-চরিত্র অঙ্কিত করিবার মানস করেন। তিন চারিবার প্রথমাঙ্কের ন্যূনাধিক অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত নূতন করিয়া লিখিয়া তাহা নির্ম্মম-রূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক পক্ষব্যাপী পরিশ্রমে প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত করেন। কিরূপ সুকৌশলে গিরিশচন্দ্র সিরাজের জীবনাধ্যায়ের প্রায় অর্দ্ধেক

* এই দুই অঙ্ক পঞ্চম বর্ষের "অর্চ্চনা" মাসিক পত্রিকায় পরে প্রকাশিত হয়।



যৌবনে গিরিশচন্দ্র।

ঘটনা ১ম অঙ্কের মধ্যে সহজে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহা যাঁহারা সিরাজদ্দৌলার অভিনয় দেখিয়াছেন বা নাটক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের অবিদিত নাই।

সিরাজদ্দৌলা রচনাকালের কয়েকমাস পূর্ব্বে গিরিশবাবুর নূতন নাটক "বলিদান" অভিনীত হয়। বলিদানে "করুণাময়ের" ভূমিকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিরাজদ্দৌলা লিখিবার সময়ে থিয়েটারে কোনও বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য থাকিলে, তাহার সুব্যবস্থা করিয়া সত্বর বাটী চলিয়া আসিতেন। এক একদিন "করুণাময়ের"

ভূমিকাভিনয়পূর্ব্বক থিয়েটার হইতে বাটী আসিয়া সিরাজ-সংক্রান্ত গ্রন্থ-পাঠে রাত্রি প্রভাত হইয়া যাইত; তাঁহার হুঁস থাকিত না। নাট্যাচার্য্যের চরিত্রের এই বিশেষত্ব ছিল, যখন যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা শেষ না হইলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না। সিরাজ-রচনার সময় বলিদান নাটক ছাপা হইতেছিল, আমার প্রেস হইতে ফিরিয়া আসিতে মাঝে মাঝে সন্ধ্যা অতীত হইয়া যাইত। তিনি মহা-বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "পুস্তক ছাপিতে বিলম্ব হইলে আমি কিছুই ক্ষতি বিবেচনা করিব না, ছাপা এখন বন্ধ থাক, তুমি সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আগে সিরাজদ্দৌলা লেখা শেষ করো। যতদিন না পুস্তক শেষ হইতেছে, আমি স্থির হইতে পারিতেছি না; আমার ঘাড়ে ভুত চাপিয়া রহিয়াছে।" এই স্থানে বলা আবশ্যক, গিরিশচন্দ্র স্বহস্তে পুস্তক লিখিতে পারিতেন না, তিনি বলিয়া যাইতেন, অপরে লিখিত। তাঁহার জীবনের শেষ পনের বৎসর আমি তাঁহার সংস্রবে আসিয়া প্রায় নিত্য সহচররূপে অতিবাহিত করিয়াছি। এই পনের বৎসরের মধ্যে যাহা কিছু তিনি রচনা করিয়াছেন, আমাকেই তাহা লিখিতে হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে দেশপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ 'মহিলা'কাব্য-প্রণেতা কবি সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের ভ্রাতা স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, নাট্যাচার্য্যের পরমাত্মীয় ও পরম স্নেহাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়গণ তাঁহার পুস্তক-লিখন-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। অমৃতবাবুর মুখে শুনিয়াছি, ন্যাসান্যাল ও ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত নাটকাবলী রচনাকালে গিরিশচন্দ্র কখনও বসিয়া, কখনও বেড়াইতে বেড়াইতে এত দ্রুত বলিয়া যাইতেন যে কলমে কালি তুলিয়া লইবার অবকাশ হইত না, এ নিমিত্ত তিন চারিটী পেন্সিল কাটিয়া লইয়া তাঁহার সহিত লিখিতে হইত। গিরিশচন্দ্র ভাবে বিভোর হইয়া বলিয়া যাইতেন, লেখার দিকে একেবারেই লক্ষ্য থাকিত না।

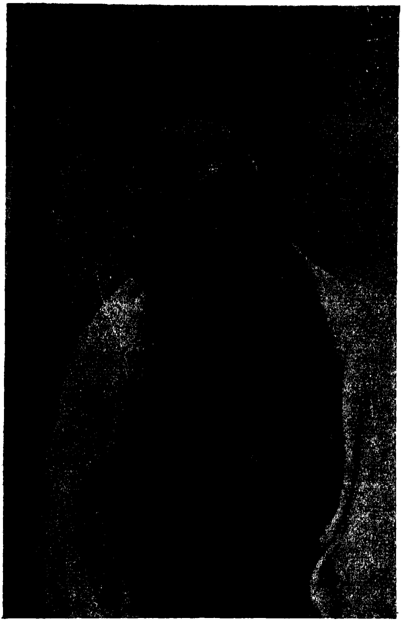


স্বরূপ মূর্ত্তি (En Esse)

১৩১৬ সালে কাশীধামে অবস্থান কালে প্রীতি ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক গিরিশচন্দ্রের এই **স্বরূপ মূর্ত্তি** ও ১০৯ পৃষ্ঠা হইতে পর পর প্রকাশিত বিবিধ রসের অষ্ট প্রকার ফটো তুলিয়া লন। পঞ্চানন বাবুর নিকট ফটো লইয়া আমরা এই নয় খানি প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশে সমর্থ হইয়াছি।

প্রথম প্রথম আমি তাঁহার সহিত লিখিবার সময় অনুসরণ করিতে না পারিয়া 'কি' বলিয়া পুনরুল্লেখ করিতে অনুরোধ করিতাম ; গিরিশচন্দ্র ভাবভঙ্গে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কি ক্ষতি করিলে জানো ?—যাহা বলিয়াছি, তাহাতো মনেই নাই, আর যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, তাহাও গোলমাল হইয়া গেল। যে স্থান লিখিতে না পারিবে, দুইটা তারা (star) চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া তাহার পর লিখিয়া যাইবে, পরে আমি সেই পরিত্যক্ত অংশ পূরণ করিয়া দিব। যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিকটী আর তেমন·বাহির না হইলেও, একটা লাভ এই হইবে, যাহা বলিতে যাইতেছিলাম, সেটা ঠিক থাকিবে।"

সিরাজদ্দৌলা নাটক (১৩১২সাল) রচনার পর হইতে প্রতি বৎসরই হেমন্তের প্রারম্ভে তিনি দুরন্ত হাঁপানী ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেন। শীতকালে পীড়া অত্যন্ত প্রবল ও কষ্টদায়ক হইত, বসন্তাগমে আবার ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইতেন। তাঁহার শরীর দিন দিন ভাঙ্গিয়া পাড়তে লাগিল, কিন্তু তাঁহার প্রতিভা, তাঁহার মনীষা, তাঁহাকে কখনও পরিত্যাগ করে নাই। ১৩১৩ সালের প্রারম্ভে মীর-কাসিম নাটক রচিত হইয়া, উক্ত সনের ২রা আষাঢ় তারিখে মিনার্ভায় অভিনীত হয়। হেমন্তাগমে গিরিশচন্দ্র পুনরায় রোগাক্রান্ত হন। শীত-কালে দারুণ যন্ত্রণায় যখন তিনি গৃহে আবদ্ধ, সেই সময় বড়দিনের কিয়ৎ-দিবস পূর্ব্বে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষগণ একদিন তাঁহাকে দেখিতে আসিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, সব থিয়েটারে নূতন বই হইতেছে, আপনি পীড়িত, আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না।" সেই রুগ্ন অবস্থায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "ভাবিবেন না, যাহা হোক কিছু একটা করিয়া দিব।" সেইদিনই তিনি সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী নাট্যকার মলিয়ারের গ্রন্থাবলী পড়িতে আরম্ভ করিলেন এবং কয়েক দিবসের মধ্যেই মলিয়ারের "L' Amour Medecin" অবলম্বনে "য্যায়সা-কা-ত্যায়সা"



গভীর চিন্তা (**Deep cogitation**)

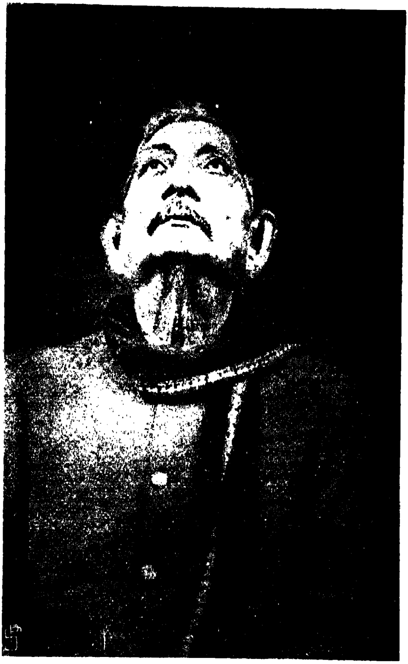
প্রহসন রচনা করিয়া বড়দিনের নূতন প্রহসনের অভাব পূর্ণ করিলেন। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া তৎপরে সুপ্রসিদ্ধ গীতিনাট্যকার স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্র মহাশয় মলিয়ারের গ্রন্থাবলম্বনে অনেকগুলি গীতিনাট্য ও প্রহসন রচনা করেন এবং তাহা সুখ্যাতির সহিত মিনার্ভায় অভিনীত হয়। *

* গিরিশ বাবু অতুলকৃষ্ণের সুমিষ্ট গীত রচনার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। অতুল-

রোগমুক্ত হইয়া সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্র-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকটী সুহৃদের উৎসাহে তিনি "মহম্মদ সা" (অর্থাৎ নাদির সার ভারত আক্রমণ) নাটক লিখিতে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু "সিরাজদ্দৌলা"র সহিত কল্পিত নাটকের ঘটনা ও চরিত্রগত বিস্তর সৌসাদৃশ্য দেখিয়া প্রথম দুই অঙ্ক রচনার পরই, পরিত্যাগ করিয়া "ছত্রপতি শিবাজী" নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। ১৩১৪ সালের প্রারম্ভেই উক্ত নাটক রচিত হইয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে মিনার্ভা থিয়েটারে তাহার শিক্ষা-কার্য্য আরম্ভ হয়।

বঙ্গনাট্যশালার ইতিহাসে ১৩১৪ সাল একটী স্মরণীয় বৎসর। বঙ্গ-রঙ্গালয়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্নগুলির একত্র সমাবেশে উন্নতির সর্ব্বোচ্চশেখরে উত্থিত হইয়া, ধারাবাহিক বিপদ সংঘটনে এক বৎসরের মধ্যে এরূপ শোচনীয় পতন বঙ্গের কোনও রঙ্গালয়ের ইতিহাসে ঘটে নাই। এই বৎসরের প্রারম্ভে বৈশাখমাসে নদীয়া কুড়ুলগাছির বিদ্যোৎসাহী জমীদার,

কৃষ্ণের সরলতা এবং অকপট শ্রদ্ধাভক্তিতে গিরিশ বাবু তাঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনীত অতুল বাবুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গীতিনাট্য "নন্দবিদায়" তিনি আদ্যোপান্ত সংশোধিত করিয়া শিক্ষাদানে গঠিত করেন। "আর তো ব্রজে যাব না ভাই, যেতে প্রাণ নাহি চায়" শীর্ষক গীতখানির অধিকাংশ গিরিশ বাবু স্বয়ং বাঁধিয়া দিয়া অতুলকৃষ্ণকে সময়োপযোগী রস-সৃষ্টির কৌশল দেখাইয়া দেন। মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত অতুলবাবুর "সাহাজাদী" নামক গীতিনাট্য খানির শেষভাগে নাট্যাংশ প্রবল হওয়ায়,তিনি উক্ত গ্রন্থের শেষাঙ্ক রচনা করিয়া দিয়া অতুলবাবুর ভাবনা দূর করেন। "শঙ্করা-চার্য্য" নাটক রচনাকালে আমার ভ্রাতার কঠিন পীড়া বশতঃ হঠাৎ আমাকে বাটী যাইতে হয়। উদারহৃদয় অতুল বাবু আমার কার্য্যের ভার লইয়া "শঙ্করাচার্য্যের" তৃতীয় অঙ্ক গিরিশ বাবুর সহিত লিখিয়া আমাকে সে সময়ে বড়ই অনুগৃহীত করিয়াছিলেন। ১৩১৯ সাল, ২১শে আশ্বিন, সোমবার অতুল বাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার অভাবে বঙ্গ-রঙ্গালয়ের একটা দিক অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছে। এরূপ গীতি-নাট্যকার আবার কবে বঙ্গের নাট্যগগনে উদিত হইবে, তাহা নটনাথই জানেন!



ধ্যান (Meditation)

হাইকোর্টের উকিল, পণ্ডিতপ্রবর প্রসন্নকুমার রায় এম, এ, বি, এল, মহোদয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু শরৎকুমার রায় বি, এ, একলক্ষ আট হাজার টাকায় প্রকাশ্য নিলামে স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের এমারেল্ড থিয়েটার ক্রয় করেন। ইতিপূর্ব্বে এই থিয়েটার-বাটী ভাড়া লইয়া ক্লাসিক থিয়েটার সম্প্রদায় অভিনয় করিতেন। শরৎবাবু থিয়েটার কিনিয়া কার্য্য

সুশৃঙ্খলার নিমিত্ত একজন উপযুক্ত অধ্যক্ষের বিশেষরূপ অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার পিতা প্রসন্নবাবু বহুদর্শী ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি শরৎবাবুর নিকট গিরিশবাবুর নাম উল্লেখ করিয়া বলেন, "যদি আদর্শ নাট্যশালা স্থাপন করিতে চাও, তাহা হইলে তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে কার্য্যভার অর্পণ করো"। উদ্যোগশীল শরৎবাবু দশ হাজার টাকা বোনাস ও চারিশত টাকা মাসিক বেতন দিয়া গিরিশবাবুকে অধ্যক্ষপদে নিযুক্ত করিলেন। নবপ্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের নাম হইল—কোহিনুর থিয়েটার। আষাঢ় মাসের শেষে গিরিশবাবু কার্য্যভার গ্রহণ করেন। তিনি যখন যোগদান করিলেন, তখন বাটীর সংস্কারকার্য্যও শেষ হয় নাই, দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, সাজসরঞ্জাম প্রভৃতি সকলই অভাব। খ্যাতনামা নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় 'চাঁদবিবি' নাটক লিখিতেছেন, তাহারও প্রায় এক অঙ্ক বাকী। গিরিশচন্দ্রের বিপুল উদ্যমে ও পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্য্যবেক্ষণে অনিয়ম-প্রক্ষিপ্ত সকল কার্য্য সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উঠিল। চাঁদবিবির ৫ম অঙ্কের ১ম গর্ভাঙ্কের পর হইতে তিনি স্বয়ং লিখিয়া অভিনয়োপযোগী করিয়া ও দিবারাত্র রিহারস্যাল দিয়া সম্প্রদায়কে সুশিক্ষিত করিলেন। বঙ্গনাট্যশালার আদি ষ্টেজ-ম্যানেজার স্বনামখ্যাত বাবু ধর্ম্মদাস সুর, গিরিশবাবুর উপদেশে ও সাহায্যে দ্বিগুণ উৎসাহে বাটীর সংস্কারকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন,—সকলদিকেরই সুব্যবস্থা হইল। সম্প্রদায়স্থ সকলেই গিরিশ বাবুর উৎসাহে উৎসাহান্বিত। যে কোন উপায়ে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া শ্রাবণ মাসের মধ্যেই থিয়েটার খুলিতে হইবে, কারণ—কোনও শুভকার্য্যানুষ্ঠান ভাদ্রমাসে হিন্দুর পক্ষে নিষিদ্ধ। আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইলে সত্ত্বাধিকারীকে বিপুল ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়। কিন্তু কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্রের নিকট কোন কার্য্যই অসাধ্য নহে, আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া পলিতকেশ বৃদ্ধ, যুবকের ন্যায় অহোরাত্র পরিশ্রম করিতেছেন।

দেখিয়া সকলেই পরমোৎসাহে স্ব স্ব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। ২৬শে শ্রাবণ, রবিবার, কোহিনুর থিয়েটার মহাসমারোহে খোলা হইল। ক্ষীরোদ বাবুর "চাঁদবিবি" এই রাত্রে প্রথম অভিনীত হয়। সুবিখ্যাত প্রফেসার শ্রীযুক্ত দক্ষিণাচরণ সেন মহাশয় গিরিশচন্দ্রের উৎসাহে, তাঁহার সম্প্রদায় লইয়া চাঁদবিবি নাটকের গীতগুলি সুদক্ষতার সহিত ঐক্যতানবাদনের সহিত গঠিত করিয়া বঙ্গনাট্যশালার দর্শকগণকে নূতনত্ব-প্রদর্শনে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। প্রথমাভিনয় রজনীতে ২২৫০৲ টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

মহাসমারোহে অতি দক্ষতার সহিত কোহিনুরের অভিনয় কার্য্য চলিতে লাগিল। এই সময়ে (৩২শে শ্রাবণ হইতে) মিনার্ভা থিয়েটারে গিরিশবাবুর "ছত্রপতি শিবাজী" নাটক অভিনীত হইতেছিল। ২৮শে ভাদ্র হইতে কোহিনুরেও উক্ত নাটকের অভিনয় চলিতে লাগিল। উভয় থিয়েটারে শিবাজীর অভিনয় লইয়া সে সময়ে নাট্যজগতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ গিরিশচন্দ্র-রচিত শিবাজীর ন্যায় চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক নাটক বঙ্গনাট্যশালায় অতি অল্পই অভিনীত হইয়াছে। এই নাটকোদ্দেশে ভারতপূজ্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত "বেঙ্গলী"তে লিখিত হয়,—"Chhatrapati" is one of the best and most powerful Dramas ever produced on the Indian stage." অর্থাৎ ভারতবর্ষের রঙ্গালয়সমূহে এ পর্য্যন্ত যত নাটক অভিনীত হইয়াছে, তন্মধ্যে ছত্রপতি নাটক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বাপেক্ষা ওজস্বিতাপূর্ণ। মহারাষ্ট্রের সুসন্তান তেজস্বী পণ্ডিত স্বর্গীয় সখারাম গনেশ দেউস্কর তৎসম্পাদিত হিতবাদীতে লিখিয়াছিলেন—"শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের ন্যায় কৃতী ও প্রবীণ নাট্যকার "ছত্রপতি" রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন শুনিয়া আশান্বিত হইয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহার রচিত নাটক পাঠ করিয়া, রঙ্গমঞ্চে উহার অভিনয় দর্শন করিয়া আমরা

আনন্দিত হইয়াছি। গিরিশ বাবুর উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে; তিনি মহারাষ্ট্রীয় জাতির অভ্যুদয়ের চিত্র-অঙ্কনে বিশেষরূপেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন, এ কথা আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি। মহারাষ্ট্রীয়েরা ছত্রপতি শিবাজীকে যেরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন, গিরিশ বাবুর নাটকে তাহা বিন্দুমাত্র অক্ষুণ্ণ হয় নাই দেখিয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। শিবাজীর চরিত্রের বিবিধ সদ্‌গুণ এবং তাঁহার সহচর ও কর্ম্মচারীদিগের চরিত্রের বিশেষত্ব এই নাটকে অতীব দক্ষতার সহিত পরিস্ফুট করা হইয়াছে। * * *" ছত্রপতি শিবাজীর অভিনয় এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইয়াছিল যে, সে সময়ে এমন একখানি সংবাদপত্র ছিল না, যাহার স্তম্ভ ছত্রপতির সুখ্যাতিতে পরিপূর্ণ না হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র আওরঙ্গজেবের ভূমিকা অভিনয় করিয়াছিলেন। "বঙ্গবাসী"র সুদীর্ঘ সমালোচনার একছত্র এই—"তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে।"

কোহিনুর থিয়েটার খুলিবার অল্পদিন পরেই শরৎবাবুর মাতৃবিয়োগ হয়। সঙ্গে সঙ্গে শরৎবাবুও অসুস্থ হইয়া পড়েন। ক্রমশঃ পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় চিকিৎসকের পরামর্শে তিনি মধুপুরে বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে যান। দারুণ পরিশ্রমে এবং হেমন্তাগমে গিরিশবাবুও পুনরায় হাঁপানী পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, সগৌরবে প্রথম উত্থানেই এরূপ শোচনীয় পতন কোহিনুর থিয়েটারের ন্যায় অন্য কোথাও দেখা যায় নাই। থিয়েটার খুলিয়া ছয় মাস গত হইতে না হইতে,পৌষ মাসে শরৎবাবু অকালে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুর তিন দিন পরে তাঁহার পিতৃদেবও স্বর্গারোহণ করেন। শরৎ-বাবুর মৃত্যুর পর,তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায়, শরৎবাবুর ষ্টেটের এক্‌জিকিউটার হইয়া থিয়েটারের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন। গিরিশবাবুর পীড়া এবং শরৎবাবুর অকালমৃত্যুতে কোহিনুরের অবস্থা



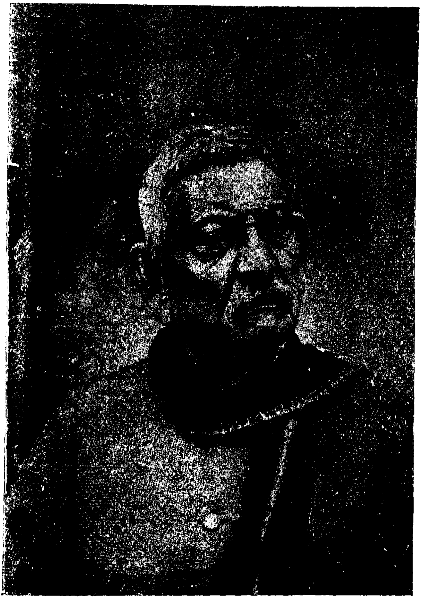
সংকল্প-বিকল্প (Deliberation)

অতিশয় বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। গিরিশবাবু কোনও নূতন নাটক লিখিবার অবসর পাইলেন না, থিয়েটারের আয়ও ক্রমশঃ কমিতে লাগিল। শিশিরবাবুর পক্ষে এ কাজ নূতন, গিরিশবাবুর সহিত তিনি ইতিপূর্ব্বে সম্যক্ পরিচিত ছিলেন না। গিরিশ বাবু পুনরায় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া কতদূর আর কার্য্যক্ষম হইবেন, শিশিরবাবুর মনে এই সন্দেহের

উদ্রেক হওয়ায় তিনি গিরিশবাবুর বেতন বন্ধ করিয়া দিলেন। এদিকে বসন্তাগমে গিরিশবাবু কিন্তু ক্রমশঃ রোগমুক্ত হইয়া শিশিরবাবুর অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া "ঝান্সির রাণী" নাটক লিখিতে আরম্ভ করিলেন। দুই অঙ্ক লেখা শেষ হইবার পর একদিন কোনও উচ্চতম পুলিস কর্ম্মচারী কথাপ্রসঙ্গে গিরিশবাবুকে ঐতিহাসিক নাটক লিখিতে নিষেধ করিয়া দিলেন।* গিরিশচন্দ্র "ঝান্সির রাণী" লিখিতে বিরত হইয়া একখানি সামাজিক নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। চারি অঙ্ক লেখা শেষ হইলে † দেখিলেন, তিন মাসের বেতন বাকী পড়িয়াছে। কিন্তু থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ পুনঃ পুনঃ তাগাদায় কর্ণপাতও করিতেছেন না। শিশিরবাবু এ সময়ে স্বর্গীয় শরৎবাবুর ষ্টেটের দেনা এবং বিশৃঙ্খল থিয়েটার লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন না, যে গিরিশবাবুর সহিত সদ্ব্যবহার করিলে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার সাহায্যলাভে পুনরায় তিনি সকল দিক গুছাইয়া লইতে পারিতেন। এই একটী ভুলে গিরিশবাবুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইল। সংক্ষিপ্ত জীবনীতে বিস্তৃত বর্ণনার স্থান নাই। ফলতঃ গিরিশচন্দ্র তাঁহার

* ১৯১১ খৃঃ, মার্চ্চমাসে গভর্ণমেণ্ট সিরাজদ্দোলা, মীরকাসিম এবং ছত্রপতি শিবাজী উত্তেজক গ্রন্থ বলিয়া এ সকল নাটকের অভিনয়, বিক্রয় এবং পুনর্মুদ্রন বন্ধ করিয়া দেন।

† ১৯১২ খৃঃ, ২৭শে জুলাই তারিখে, প্রকাশ্য নিলামে কোহিনুর থিয়েটার ঋণগ্রস্ত হইয়া বিক্রীত হইয়া যায়। একলক্ষ এগার।হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয় তাহা খরিদ করেন। তাঁহার উৎসাহে ও আদেশে আমি উক্ত নাটকের শেষ পঞ্চম অঙ্ক পূরণ করি। কিন্তু আমার মনের মত না হওয়ায় গ্রন্থকারের পরম স্নেহভাজন ও পরমাত্মীয় পিতৃস্বস্রেয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়কে সংশোধনার্থে অর্পণ করি। তিনিও গুরুস্বরূপ গিরিশচন্দ্রের লেখায় হস্তক্ষেপ করিতে প্রথমতঃ ইতস্ততঃ করেন। পরে সকলের অনুরোধে সংশোধনার্থে প্রবৃত্ত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন করিয়া উক্ত পঞ্চম অঙ্ক লিখিয়া দেন। "গৃহলক্ষ্মী" নামে এই নাটক মিনার্ভা থিয়েটারে অতি সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইতেছে।



ঘৃণা ও বিরক্তি (Disgust)

প্রাপ্য বেতনাদির জন্য আষাঢ় মাস (১৩১৫ সাল) পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া, শ্রাবণ মাসে পুনরায় মিনার্ভা থিয়েটারে মাসিক চারিশত টাকা বেতন ও খরচ বাদ থিয়েটারের লাভের পঞ্চমাংশের অধিকারী হইয়া যোগদান করিলেন।

যৌবনে নিমচাঁদ হইতে আরম্ভ করিয়া বার্দ্ধক্যে আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক নাটকে গিরিশচন্দ্র বহু ভূমিকার অভিনয় করিয়া নাট্যকলার

চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে সকল অভিনয়কলানৈপুণ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যাসহ স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে আমাদের ইচ্ছা আছে। এ কারণ এই সংক্ষিপ্ত জীবনীতে তাঁহার অভিনীত প্রধান প্রধান ভূমিকার নামোল্লেখ করিয়াই বিরত হইলাম।

যৌবনে গিরিশচন্দ্র সধবার একাদশীতে নিমচাঁদ, লীলাবতীতে ললিত, কৃষ্ণকুমারীতে ভীমসিংহ, মেঘনাদবধে রাম ও ইন্দ্রজিত, পলাশীর যুদ্ধে ক্লাইব, মৃণালিনীতে পশুপতি, বিষবৃক্ষে নগেন্দ্র, দুর্গেশনন্দিনীতে জগৎ-সিংহ, হামিরে হামির, আনন্দরহো-তে বেতাল, রাবণবধ, সীতার বনবাস ও লক্ষ্মণবর্জ্জনে রাম, রামের বনবাসে দশরথ, অভিমন্যুবধে দুর্য্যোধন এবং মাধবীকঙ্কণে সাতটী বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন।

প্রৌঢ়ে গিরিশচন্দ্র দক্ষযজ্ঞে দক্ষ, ম্যাক্‌বেথে ম্যাক্‌বেথ, কালাপাহাড়ে চিন্তামণি, মায়াবসানে কালীকিঙ্কর, পাণ্ডব-গৌরবে কঞ্চুকী, সীতারামে সীতারাম, ভ্রান্তিতে রঙ্গলাল এবং কপালকুণ্ডলায় পাঁচটী বিভিন্ন চরিত্রের ভূমিকাভিনয় করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত অপর অভিনেতাকর্তৃক দক্ষতার সহিত প্রথম অভিনীত হইয়াছিল এমন সকল ভূমিকাও গিরিশচন্দ্র অসামান্য দক্ষতার সহিত পরে অভিনয় করিয়াছিলেন; যথা—নীলদর্পণে উড়সাহেব, বিল্বমঙ্গলে সাধক, নসীরামে নসীরাম, প্রফুল্লে যোগেশ, হারা-নিধিতে হরিশ, জনায় বিদূষক ইত্যাদি। যাঁহারা গিরিশচন্দ্রের বার্দ্ধক্যে—বলিদানে করুণাময়, সিরাজদ্দৌলায় করিম চাচা, দুর্গেশনন্দিনীতে বীরেন্দ্রসিংহ, মীরকাসিমে মীরজাফর এবং ছত্রপতি শিবাজীতে আওরঙ্গ-জেবের ভূমিকাভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা শেষ বয়সেও তাঁহার যৌবনের ন্যায় উৎসাহ ও কল্পনাতীত সূক্ষ্ম অভিনয়কলা-নৈপুণ্যদর্শনে মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলেন। বলিদানে করুণাময়ের ভূমিকায় স্বীয় গৃহিণী সরস্বতীর সহিত কন্যার বিবাহের কথাবার্ত্তা কহিতে কহিতে কাগজে বিবাহের দ্রব্যাদির ফর্দ্দকরণ, হিরণ্ময়ীর জলনিমজ্জন দৃশ্যের শেষভাগে রঙ্গমঞ্চে



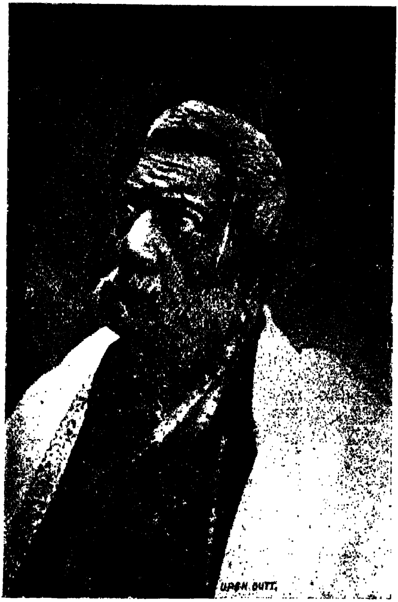
আহ্লাদে আটখানা (In high glee)

প্রবেশ করিয়া "এই যে খুঁজে পাওয়া গেছে, তাইতো বলি আমার শান্ত মেয়ে—রাস্তায় যাবে না, লজ্জাশীলা রাস্তায় যাবে না!" বলিয়া সেই উন্মত্তাবস্থাতেও আশ্বস্তভাব প্রদর্শন—আবার পরক্ষণেই—গভীর শোকে শুষ্ককণ্ঠে "মা, মা, অন্ন দিতে পারি নাই, এই যে আকণ্ঠ জলপান করেছ!" বলিয়া ঘূর্ণিতাবস্থায় বসিয়া পড়ন, বিকৃত মস্তিষ্কে উকীল বাড়ী গিয়া সহি-করণ;—সিরাজদ্দৌলায় করিমচাচা সাজিয়া নবাবের সু-পলায়নের সুযোগ

প্রদানের নিমিত্ত, পরিচ্ছদ-বিনিময়পূর্ব্বক স্বয়ং নবাব সাজিয়া গমনকালে ভক্তিকরুণমিশ্রিত অদ্ভুত মুখভঙ্গীতে পুনরায় পশ্চাৎ চাহিয়া সিরাজের উদ্দেশে কুর্ণিসকরণ;—মীরকাসিমে মীরজাফর সাজিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত সনন্দ-সহিকালে মুসলমান-প্রথামত দক্ষিণ দিক হইতে সহি করণ, মাদকাচ্ছন্ন হইয়া জড়ের ন্যায় অবস্থান, শেষাঙ্কে কুষ্ঠরোগের যন্ত্রণার প্রত্যক্ষ লোমহর্ষণকর অভিনয়;—দুর্গেশনন্দিনীতে বীরেন্দ্র-সিংহের ভূমিকায় বধ্যভূমে ক্ষত্রিয়োচিত ব্যবহারে মৃত্যু-আলিঙ্গন;—ছত্রপতি শিবাজীতে আওরঙ্গজেব সাজিয়া মুখে স্বীয় মনোভাবের কণামাত্র ভঙ্গী না দেখাইয়া রাজনীতির কূট অভিনয়;—বাস্তবিকই যিনি অভিনয় দেখিতে জানেন, তিনি জীবনে সে সকল ছবি আর কখনই ভুলিতে পারিবেন না।* তাঁহার অননুকরণীয় কলা-নৈপুণ্য কি তাঁহার সহিতই বিলীন হইয়া যাইবে! অনেকে বলিয়া থাকেন, বঙ্গনাট্যশালার সৃষ্টি ও উন্নতিসাধন জন্যই ভগবান তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছিলেন; যদি তাহা সত্য হয়, তাহা হইলে তৎসঙ্গে বঙ্গনাট্যশালার লোপ অবশ্যই ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। তিনি নাট্যশিক্ষাদান ও স্বয়ং নাট্যাভিনয়ে যে বীজ ছড়াইয়া গিয়াছেন, ভরসা করি, বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ অভিনেতাগণের মস্তিষ্কে তাহা অঙ্কুরিত ও কালে রমণীয় ফল-ফুলে সুশোভিত হইয়া দর্শকগণকে পুনরায় আনন্দ প্রদান করিবে।

বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র মিনার্ভায় পুনরায় যোগদান করিলেন। মিনার্ভায় যোগদান করিয়া তিনি ১৩১৫ সালে শাস্তি কি শান্তি, ১৩১৬

* ১৩১৭ সাল, বৈশাখ মাসে, ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত সুবিখ্যাত "চন্দ্রশেখর", মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত হয়। উক্ত নাটকে কয়েকটী অতিরিক্ত দৃশ্য সংযোজিত করিয়া গিরিশবাবু দুই রাত্রি চন্দ্রশেখর এবং একরাত্রি শ্রীনাথ, প্রতিবাসী প্রভৃতি দুই তিনটী বিভিন্ন ভূমিকা অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে সম্পূর্ণ নূতনত্বপূর্ণ নাটকীয় সৌন্দর্য্য দেখাইয়াছিলেন।

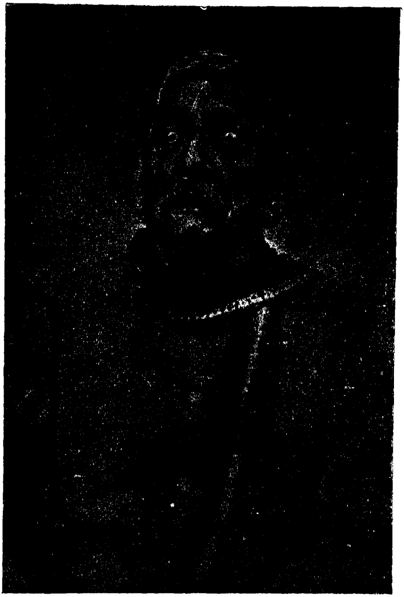


দুরভিসন্ধি (Diobolic purpose)

সালে শঙ্করাচার্য্য, ১৩১৭ সালে অশোক এবং ১৩১৮ সালে তপোবল নাটক প্রণয়ন করেন। তপোবলেই মহাকবির সাধনা সমাপ্ত হয়। শঙ্করাচার্য্য ও তপোবল তাঁহার জীবনের শেষ সীমায় দুইটী অক্ষয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ। বঙ্গনাট্যশালার মধ্যযুগে চৈতন্য-লীলা ও বুদ্ধদেব চরিতাভিনয়ে যেরূপ রঙ্গমঞ্চ হইতে ভক্তিস্রোত প্রবাহিত হইয়া সমস্ত বঙ্গদেশকে প্লাবিত করিয়াছিল,—শঙ্করাচার্য্য নাটকও সেইরূপ নাট্যজগতে এক

যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। বেদান্ত-প্রচারক নীরস শঙ্কর-চরিত্র, গিরিশচন্দ্রের অমৃতময়ী রচনায় এরূপ সরস হইয়াছিল, যে বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা শঙ্করাচার্য্য দেখিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য অভিনয় দর্শনে কোনও পণ্ডিত ব'লিয়াছিলেন, গিরিশবাবু কায়স্থকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণকে বেদান্তের সূক্ষ্ম মর্ম্ম জলের ন্যায় বুঝাইয়া দিলেন, তিনি ঈশ্বরানুগৃহীত, তাহার আর সন্দেহ নাই। বাস্তবিক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কৃপালাভে তাঁহার যে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা সকলদিকে শতদল পদ্মের ন্যায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার আর সন্দেহ নাই।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় ১৩১৫ সালেও হেমন্ত ঋতুর আরম্ভের সঙ্গে এবং নব বিরচিত "শাস্তি কি শান্তি" নাটকের শিক্ষাদানের পরিশ্রমে তাঁহার আবার হাঁপানী দেখা দেয় এবং তিনি সমস্ত শীতকাল কষ্ট পান। এইরূপে প্রতি বৎসর পীড়াক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শে ও বন্ধুবান্ধবগণের উৎসাহে তিনি পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইবার জন্য, ১৩১৬ ও ১৩১৭ সালে আশ্বিনমাসেই কাশীধামে গিয়া সমস্ত শীত-কাল যাপন করেন। ইহাতে আশাতীত ফললাভ হয়, বিশ্বেশ্বরের কৃপায় তিনি এই দুই বৎসরই হাঁপানীর পীড়া হইতে অব্যাহতি পাইয়া-ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় তাঁহার যৌবনকাল হইতে অনুরাগ ছিল এবং দীন দরিদ্রগণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও তাহাদের পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া বহুসংখ্যক অনাথের জীবন-রক্ষার কারণ হইতেন। কাশীধামে আসিয়া তাঁহার হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসার বিশেষ চর্চ্চা হইতে লাগিল। তাহার প্রধান কারণ, কাশীধামের "রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রমের" পরিচালকগণ তাঁহার অব্যর্থ ঔষধ প্রয়োগ-নৈপুণ্য দেখিয়া আশ্রমের কঠিন পীড়াক্রান্ত ব্যক্তিমাত্রকেই তাঁহার চিকিৎসাধীনে রাখিতেন। বহুলোকের আরোগ্য-সংবাদে



বিভীষিকা (Fright)

কাশীধামের বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণও গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিতে লাগিলেন। কাশীর হিন্দুস্থানীমাত্রেই তাঁহাকে "ডাক্তার সাব" বলিয়া ডাকিতেন। ক্রমে তাঁহার চিকিৎসা-নৈপুণ্যের সুখ্যাতি এরূপ বহু-বিস্তৃত হইয়া পড়িল, যে সুদূর জৈনপুরের সুপ্রসিদ্ধ উকীল শম্ভুপ্রসাদ, এলাহাবাদের গভর্ণমেণ্ট উকীল রায় গোকুলপ্রসাদ বাহাদুর, উকীল বাবু সারদাপ্রসাদ এম, এ,বি, এল প্রভৃতি লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ চিকিৎসার জন্য তাঁহার কাছে কাশীধামে আসিতে লাগিলেন। বাবু

সারদাপ্রসাদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষুণ্ণ হয়। গিরিশবাবু বলিয়াছিলেন, আমি আপনাকে Allahabad Exhibition দেখাইব। গিরিশচন্দ্রের ঔষধের গুণে সারদাপ্রসাদ বাবু সম্পূর্ণ আরোগ্য না হইলেও বন্ধুবান্ধবসহ Exhibition দেখিয়া আসিয়া গিরিশবাবুকে বহু ধন্যবাদ দেন। গিরিশবাবু কলিকাতা আসিলেও রায় গোকুলপ্রসাদ বাহাদুর প্রভৃতি অনেকেই আবশ্যক হইলে ঔষধের ব্যবস্থার নিমিত্ত টেলিগ্রাম ও পত্র প্রেরণ করিতেন।

কাশীধামের পশ্চিমাংশে সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ হইতে অল্প দূরে, সিক্‌রায় বাবু রামপ্রসাদের বাগানবাড়ীতে গিরিশচন্দ্র অবস্থান করিতেন। দুই বৎসর শীতকাল গিরিশবাবু মহানন্দে কাশীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভোরে উঠিয়া বহুদূর ভ্রমণ করিয়া আসিয়া বেলা প্রায় ১১টা পর্য্যন্ত সমাগত রোগীগণের অবস্থা শ্রবণ ও ঔষধাদির ব্যবস্থা করিতেন। পরে স্নানাহার করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রামপূর্ব্বক ২টার সময় পোষ্ট-পিয়ন আসিলে পত্র-পাঠে আবশ্যকমত জবাব দিতেন। অপরাহ্ণ হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত পুনরায় সমাগত রোগীগণের ঔষধ-পথ্যাদির ব্যবস্থা করিতেন। সন্ধ্যার সময় রামকৃষ্ণ-অদ্বৈত-আশ্রমের সন্ন্যাসীগণ, রামকৃষ্ণমিশন সেবাশ্রমের সেবকগণ, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সেণ্ট্রাল হিন্দু-কলেজের সহকারী প্রিন্সিপ্যাল উনওয়ালা সাহেব ও তথাকার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ, প্রভৃতি শিক্ষকগণ, থিয়োজফিক্যাল সোসাইটীর পুস্তকপ্রকাশ-বিভাগের ম্যানেজার শ্রীযুক্ত অম্বিকাকান্ত চক্রবর্ত্তী, কাশীর প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত আনন্দকুমার চৌধুরী এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্তসতীশচন্দ্র দে বি, এল, ভূতপূর্ব্ব কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল এবং গিরিশচন্দ্রের হেয়ার স্কুলের সহপাঠী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম,এ, বি,এল, পেন্সনপ্রাপ্ত সাব্ জজ শ্রীযুক্ত ললিতকুমার বসুস্বর্গীয় ভূদেব বাবুর পৌত্র শ্রীযুক্ত বটুকদেব মুখোপাধ্যায়



রূপ-মুগ্ধ (Smitten by beauty.)

এম,এ,চন্দননগরনিবাসী জমীদার শ্রীযুক্ত পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দু-কলেজের লাইব্রেরীয়ান শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, এতদ্ব্যতীত কাশীধামের বান্ধবসমিতি, হরিহর-সমিতি, মিত্র-সমাজ থিয়েটারের পরিচালকগণ প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ভদ্র ও সম্ভ্রান্তব্যক্তিগণের সমাগম হইত। ধর্ম্ম,সাহিত্য প্রভৃতি নানাবিধ প্রসঙ্গে রাত্রি ১০টা বাজিয়া যাইত। সকলে চলিয়া গেলে রাত্রি ১২টা কোন কোন দিন ১টা পর্য্যন্ত তিনি লেখাপড়ার

কার্য্য করিতেন। ইহা ভিন্ন নিত্য সংবাদপত্র পাঠ এবং কারমাইকেল ও সেণ্ট্রাল হিন্দুকলেজ লাইব্রেরী হইতে আনীত বিবিধ গ্রন্থ সুযোগ পাইলেই পাঠ করিতেন। শঙ্করাচার্য্যের কিয়দংশ, সমগ্র তপোবল এবং নাট্যমন্দিরের জন্য অধিকাংশ প্রবন্ধ ও "লীলা" নামক গল্প কাশীধামে অবস্থানকালে রচিত হয়। দুই বৎসরই আমি তাঁহার সঙ্গে ছিলাম।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে মিনার্ভা থিয়েটারের বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়। মিনার্ভা থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ প্রোপ্রাইটার শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে ও মহেন্দ্র-কুমার মিত্র মহাশয়দ্বয় এ পর্য্যন্ত একসঙ্গে থিয়েটার করিয়া আসিতে-ছিলেন। ১৩১৮ সাল, আষাঢ় মাস হইতে মহেন্দ্রবাবু মনোমোহনবাবুর নিকট হইতে থিয়েটার লীজ লইয়া একক চালাইতে আরম্ভ করেন। সহসা এই পরিবর্ত্তনে থিয়েটারে একটা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। ২রা আষাঢ়, শনিবার, স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ মিত্রের "রকম ফের" নামক নূতন গীতিনাট্যের প্রথম অভিনয় রজনী ঘোষিত হইবার পর, এই গীতিনাট্যের প্রধান নায়ক এবং আরও দুই এক জন গুণী ব্যক্তি তৎপূর্ব্ব বৃহস্পতিবার রাত্রে কর্ম্ম-পরিত্যাগের পত্র প্রেরণ করেন। শুক্রবার প্রাতে মহেন্দ্রবাবু ব্যস্ত হইয়া গিরিশবাবুর নিকট এই বিপদবার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়া সদুপায় নির্দ্দেশের নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন। কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ থিয়েটারে আসিয়া অভিনেত্রীবর্গকে উৎসাহিত এবং বার্দ্ধক্য ভুলিয়া স্বয়ং উক্ত গীতিনাট্যের "জালিম"এর ভূমিকাভিনয় করিয়া বিশৃঙ্খল সম্প্রদায়ে শান্তি স্থাপন করিলেন। যৌবন হইতে বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত তাঁহার এই অদম্য উৎসাহ ও কার্য্যদক্ষতা গুণেই তিনি যখন যে থিয়েটারে থাকিতেন, সেই থিয়েটার সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়া থাকিত। অন্য সম্প্রদায় যে তাঁহার সম্প্রদায়কে কোনও অংশে ক্ষুণ্ণ করিবে, তাহা তিনি কোনও মতে সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি স্বাস্থ্যরক্ষায় সাবধানী ছিলেন, কিন্তু কার্য্য-সমুদ্রে একবার ঝম্প প্রদান করিলে, আর স্বাস্থ্যের

প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইত। উপর্য্যুপরি অভিনয়, থিয়েটারের সর্ব্ববিষয়ে তত্ত্বাবধান, একসঙ্গে দুইখানি গীতিনাট্য ও প্রহসন লিখিতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার পরিশ্রম বড়ই অতিরিক্ত হইয়া উঠিল।

৩০শে আষাঢ়, শনিবার, মিনার্ভা থিয়েটারে 'বলিদান' নাটকে তিনি করুণাময়ের ভূমিকা গ্রহণ করিবেন বলিয়া বিজ্ঞাপিত হয়। সেদিন সন্ধ্যার পর হইতেই বৃষ্টি হইতেছিল। যখন তিনি থিয়েটারে উপস্থিত হইলেন, তখন মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। অতি অল্প দর্শকই তখন উপস্থিত, অনুমান ৫০৲ টাকার অধিক টিকিট বিক্রয় হয় নাই। মহেন্দ্র-বাবু বলিলেন, "এই দুর্য্যোগে ও এত অল্প বিক্রয়ে নিস্ফল অভিনয়ে, আপনার আর ঠাণ্ডা লাগাইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই।" কিন্তু গিরিশচন্দ্রের 'করুণাময়' অভিনয় দর্শনের নিমিত্ত সেই দারুণ দুর্য্যোগেও ক্রমশঃ দর্শক সমাগমে প্রায় চারি শত টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। তখন গিরিশবাবু বলিলেন, "এই ভীষণ দুর্য্যোগে মুষলধারায় বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া যাঁহারা আমার অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে বঞ্চিত করিব না, ইহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, তাহার আর উপায় কি ?" হায়, তখন কে জানিত যে রঙ্গালয়ে সেই কাল রাত্রি তাঁহার শেষ অভিনয় রজনী! করুণাময়ের চরিত্রাভিনয়ে বহুবার অনাবৃত গাত্রে রঙ্গমঞ্চে আসিতে হইত। সেই ভীষণ রজনীর দারুণ শীতল বায়ু-স্পর্শে তাঁহার বিশেষ ঠাণ্ডা লাগে, পরদিন হইতেই শরীর অসুস্থ হয়। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হইতে লাগিল। কিন্তু শরীরের গ্লানি কোনও মতে যায় না, ক্রমে হাঁপও দেখা দিল। ভাদ্রমাসে কতিপয় সুহৃদের পরামর্শে তিনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীন হন। কবিরাজ মহাশয় বলিলেন, "আপনাকে শীঘ্রই নীরোগ করিতেছি, সুস্থদেহে আপনাকে প্রত্যহ গঙ্গাস্নান অভ্যাস করাইয়া

দীর্ঘজীবী করিব।” প্রকৃতই কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে দিন দিন তিনি আরোগ্যলাভ করিতে লাগিলেন। কবিরাজ মহাশয় প্রায় প্রত্যহই আসিতেন। পূর্ব্ব দুই বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও আশ্বিন মাসে কাশী যাইবার কথা, কিন্তু কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসার অসুবিধা হইবে বলিয়া অপেক্ষা করিতে করিতে কার্ত্তিক মাস কাটিয়া গেল। এই অবস্থাতেও তিনি বাটীতে অভিনেতৃগণকে আনাইয়া অল্পে অল্পে তাঁহার পূর্ব্বরচিত “তপোবলের” শিক্ষাদানকার্য্য সমাধান করিতে লাগিলেন।

প্রথমে যেরূপ উপকার হইয়াছিল, শেষাশেষি কবিরাজ মহাশয়ের ঔষধে সেরূপ ফল দর্শিল না। এদিকে তখন এত শীত পড়িয়াছে যে, সেরূপ দুর্ব্বল অবস্থায় কোনও চিকিৎসক তাঁহাকে একেবারে পশ্চিমের দারুণ শীতের ভিতর গিয়া পড়িতে পরামর্শ দিলেন না। শীতকালে কলিকাতা মহানগরী সন্ধ্যার পর হইতে কতক রাত্রি পর্য্যন্ত ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। এই ধূম শ্বাসের সহিত ফুসফুসে প্রবেশ করিয়া হাঁপানী রোগীর বিশেষ যন্ত্রণাপ্রদ হয়। যে যে পল্লীতে বস্তি আছে, তত্তৎস্থলে ধূম অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। গিরিশচন্দ্রের বাটীর সন্নিকটে বস্তি থাকায়, ধূমে তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইত। একে তিনি বায়ুপথ রোধ করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তাহাতে এই ধূমের উৎপাত। পশ্চিম তো যাওয়া হইল না,—কলিকাতায় বা তাহার কাছাকাছি এমন কোন স্থান পাওয়া গেল না, যেখানে তিনি ধূমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন। সকলই বিধি-বিড়ম্বনা!

১৩১৬ সাল, মাঘ মাসের শেষ ভাগে প্রথম কাশীধাম হইতে আসিয়া, কলিকাতায় ধূমের যন্ত্রণায় তিনি ঘুঘুডাঙ্গায় সাহিত্যিক ও সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের আগ্রহাতিশয্যে তাঁহার “সুরেন্দ্রকুটীরে” গিয়া ফাল্গুন ও চৈত্র দুই মাস অবস্থান করেন। গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে আমিও

তথায় থাকিতাম। সুরেন্দ্রবাবু যেরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন, তাহা জীবনে ভুলিতে পারিব না। এ বৎসরও পুনরায় ঘুঘুডাঙ্গা যাইবার কথা হয়, কিন্তু তথায় ম্যালেরিয়া জ্বর হইতেছে শুনিয়া সে সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা হইল।

গিরিশচন্দ্র পুনরায় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার অধীনে আসিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-সুহৃৎ খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বরাট মহাশয় সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ইউনিয়ান সাহেবকে লইয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করিলেন। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় গিরিশ বাবুর



রুগ্ন অবস্থায় গিরিশচন্দ্র।

যেমন আজীবন অনুরাগ ছিল, নিজেও হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হইতে ভালবাসিতেন। ডাঃ ইউনিয়ান তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তায়

এবং পূর্ব্ব হইতে সতীশ বাবুর মুখে তাঁহার উক্ত চিকিৎসায় অভিজ্ঞতার বিষয় অবগত হইয়া যে ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন, তাহা তাঁহাকে জানিতে দিতেন না। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গিরিশচন্দ্র অনুমান করিয়া যে দুই একটী ঔষধের উল্লেখ করিতেন, তাহার মধ্যে চিকিৎসকের প্রদত্ত ঔষধের নাম থাকিত। যাহা হউক ক্রমশঃ তিনি নিরাময় হইয়া আসিতে লাগিলেন। কিন্তু তখনও অতি দুর্ব্বল, চিকিৎসকের পরামর্শে প্রত্যহ প্রাতে গাড়ী করিয়া একবার বেড়াইয়া আসিতেন। এইরূপে যখন মাঘ মাসের প্রায় অর্দ্ধেক দিন অতীত হইল, তখন সকলের আশা হইল, এ বৎসর ভালয় ভালয় কাটিয়া গেল। কিন্তু হায় আশা! বার বার প্রতারিত হইয়াও মন তোমায় প্রত্যয় করিতে চায়! ২০শে মাঘ, শনিবার, আহারাদির পর গিরিশচন্দ্র শয়ন করিয়া আছেন; আমিও আহারাদি করিয়া বৈঠকখানায় বিশ্রাম করিতেছি। দ্বিতীয়া ভার্য্যার লোকান্তর হওয়ার পর হইতে গিরিশচন্দ্র আর অন্তঃপুরে শয়ন করিতেন না। এই সুদীর্ঘ দ্বিতল বৈঠকখানার এক প্রান্ত, কাষ্ঠের প্রাচীর দ্বারা বিভাগ করিয়া তিনি নিজের শয়নকক্ষে পরিণত করিয়া লইয়াছিলেন। এই দ্বিতল বৈঠকখানার সহিত গিরিশচন্দ্রের কত স্মৃতিই না বিজড়িত,—ইহাই তাঁহার অধ্যয়ন-কক্ষ—ইহাই তাঁহার চিকিৎসালয়; এই স্থানে প্রত্যহ পরিচিত, অপরিচিত বহু ব্যক্তির সহিত তাঁহার সাহিত্য, ধর্ম্ম প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা হইত। বহিঃসংসারের নানা দুঃখ-তাপ-জ্বালায় উত্যক্ত কর্ম্ম-ক্লান্ত-জীবন এই কক্ষে আসিয়া পরম শান্তি লাভ করিত! এই কক্ষই তাঁহার অমর-কবি-কল্পনার লীলা-বিলাস ভূমি! এই কক্ষই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের পদধূলি বক্ষে ধারণ করিয়া গয়া-গঙ্গা-বারাণসীর ন্যায় তীর্থ-মহিমায় মহিমান্বিত! এইখানেই অমর মহাকবির অন্তিম শ্বাস অনন্তে বিলীন হইয়াছে।

বলিয়াছি, গিরিশচন্দ্র শয়ন করিয়াছিলেন। ক্ষণেক পরে আমায় ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি কি কোথাও বাহির হইবে"? আমি বলিলাম

"না"। তিনি বলিলেন, "আবশ্যক থাকিলেও কোথাও বাহির হইও না, আমি বড়ই অসুখ অনুভব করিতেছি।" বেলা ৪টার সময় তিনি পুনরায় আমায় ডাকিয়া Temperature লইতে বলিলেন। আমি Temperature লইয়া দেখিলাম, ১০২ ডিগ্রী জ্বর! একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাঁহার ভ্রাতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত অতুলবাবুর পরামর্শানুসারে জ্বরের পরিমাণের কথা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিলাম। তিনি বলিলেন, "সেইজন্যই এত অসুস্থতা বোধ করিতেছি।" অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকগণকে সংবাদ দিলেন। চিকিৎসকগণের ব্যবস্থামত গিরিশচন্দ্র ঔষধ সেবন করিতে লাগিলেন।

শনি ও রবিবারের পর সোমবারে ৯৮ ডিগ্রী উত্তাপ দর্শনে সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। কিন্তু দেহের উত্তাপ দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল আমার উপর উত্তাপ পরীক্ষা করিয়া লিপিবদ্ধ করিবার এবং যথাসময়ে ঔষধ খাওয়াইবার ভার ছিল। মঙ্গলবার ৯৭ ও বুধবার ৯৬ ডিগ্রী উত্তাপ দেখিয়া আমি বলিলাম, "এ কি আশ্চর্য্য, উত্তাপ যে প্রত্যহ কমিতেছে।" গিরিশবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখিতেছ কি, ক্রমে Collapse হইবে।" আমি সভয়ে বলিয়া উঠিলাম, "অমন কথা বলিবেন না!" তিনি গম্ভীর হইয়া রহিলেন, কোনও উত্তর দিলেন না।

ক্রমশঃ শয়ন করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল। শুইলেই শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসে। সোমবার রাত্রি কখনও শুইয়া কখনও বসিয়া অনিদ্রায় কাটিল। মঙ্গলবার সমস্ত রাত্রি শয়ন করা দূরে থাক্, একটু বালিশে হেলান দিলেই দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন। রাত্রি ২টার পর আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। অন্যান্য ব্যক্তি জাগিয়া থাকায় এবং উপর্য্যুপরি রাত্রি জাগরণে আমার যে একটু বিশ্রামের প্রয়োজন, সে অবস্থাতেও তিনি তাহা লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। আমি শয়ন করিতে ইতস্ততঃ করায় তিনি বলিলেন, "অবুঝ হইও না, পালা করিয়া

জাগো, তুমি পড়িলে বড়ই মুস্কিল হইবে। ইহারা তো রহিয়াছে।" * আমি নিরুত্তর হইয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু নিদ্রা কোথায়? ঘড়িতে ৩টা বাজিল—শুনিলাম। এমন সময়ে গিরিশচন্দ্র যেন হৃদয়ের সমস্ত আবেগ সঞ্চিত ও কেন্দ্রীভূত করিয়া অতি করুণকণ্ঠে তিনবার "রামকৃষ্ণ" নাম উচ্চারণ করিলেন। শুনিয়াই আমি শিহরিয়া উঠিলাম। তাঁহার এরূপ কণ্ঠস্বর আর কখনও শুনি নাই। সে আকুল আহ্বান প্রকাশ করিবার সামর্থ্য আমার নাই। নিমিষে আমার মনে হইল, যেন তিনি স্বীয় ইষ্টদেবতা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে আত্মনিবেদন করিয়া দিয়া বলিতেছেন,—"প্রভু, আর কেন,—শান্তি দাও—শান্তি দাও—শান্তি দাও!" আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিলাম। আমাকে সহসা উঠিতে দেখিয়া তিনি যেন ধ্যানভঙ্গের ন্যায় চকিত হইয়া বলিলেন—"উঠিলে যে"? আমি বলিলাম, "ঘুম হইল না।" চতুষ্পার্শে চাহিয়া দেখি, যাহাদের সে সময় জাগিবার কথা, তাহারা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। আমি কাহাকেও কিছু বলিলাম না, কিন্তু সেই রাত্রিতেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, গিরিশচন্দ্র আমাদের পরিত্যাগ করিবেন! আমি বলিলাম, "ন' বাবুকে ডাকিব"? তিনি বলিলেন, "ঘুম না হইলে তাহার অসুখ হয়, এখন থাক্।" ৪টা বাজিবার পর বলিলেন, "অতুলকে তোলো।" আমি ভিতর বাটী হইতে ন'বাবুকে ডাকিয়া আনিলাম। গিরিশচন্দ্র ভ্রাতাকে বলিলেন—"একেবারে নিদ্রা নাই, কিছু বুঝিতে পারিতেছি না।"

সুবিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ঘোষ, ডাঃ জে, এন, কাঞ্জিলালের সহিত অতি সতর্কভাবে চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু

* শ্রীযুক্ত বশীশ্বর সেন বি, এ, এবং শ্রীযুক্ত সতীশ্বর সেন (টাবু বাবু) ভ্রাতৃযুগল শেষ রাত্রে জাগিবার জন্য এ সময়ে কক্ষান্তরে নিদ্রা যাইতেছিলেন। তাঁহারা যেরূপ কায়মনে গিরিশচন্দ্রের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা একমাত্র সুসন্তানের পিতৃ-সেবায় সম্ভব।

কিছুতেই কিছু হইল না। সমস্ত বুধবার দিবারাত্রি এই ভাবেই কাটিল, সমাগত সকলের সহিতই কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, কিন্তু নিদ্রা যাইবার উপায় নাই, বলেন—"খাড়া হইয়া বসিয়া কিরূপে ঘুমাই—এ কি হইল!" কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যরথী শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় গিরিশচন্দ্রকে দেখিতে আসিয়া চুঁচুড়ার "শিবপ্রিয়" নামক ঔষধের ধূমগ্রহণ করিতে বলেন এবং চুঁচুড়ায় গিয়া এক কৌটা পাঠাইয়াও দেন। গিরিশচন্দ্র উক্ত ধূম গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রথম ফল পাইয়াছিলেন, এ অবস্থাতেও তাহা ব্যবহার করিয়া কতকটা শ্লেষ্মা বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিদ্রা যাইবার কোনও রূপ উপায় হইল না। ইতিপূর্ব্বে মিনার্ভা থিয়েটার ফরিদপুর Exhibitionএ বায়নায় গিয়াছিল, দানিবাবুকেও (তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ) যাইতে হইয়াছিল। সেইদিন (বুধবার) সন্ধ্যার পর অতুল বাবু দানিবাবুকে টেলিগ্রাম করিলেন। কয়েক ঘণ্টা পরে তিনি আচ্ছন্ন অবস্থাতেই বলিলেন, "দানি—message." অতুলবাবু তৎক্ষণাৎ বলিলেন, "হ্যাঁ দানিকে টেলিগ্রাম করিয়াছি।" তিনি আর কোনও উত্তর করিলেন না। বুধবারও সমস্ত রাত্রি এইরূপ অনিদ্রাবস্থায় কাটিল। মাঝে মাঝে অবসন্নতাবশতঃ একটু একটু আচ্ছন্ন হইতে লাগিলেন। অক্‌সিজেন্ শ্বাস গ্রহণ করিবার জন্য যন্ত্র আনয়ন করা হইয়াছিল, তিনি দুই একবার শ্বাস লইয়া আর লইতে সম্মত হইলেন না।

বৃহস্পতিবার প্রাতে বলিলেন, "আমাকে সরাইয়া আমার বিছানা ঝাড়িয়া দাও"। তাহাই হইল। বেলা ৯টার পর হইতে বলিতে আরম্ভ করিলেন "চলো" আমরা বলিলাম, "কোথায় যাইবেন?" তিনি বলিলেন, "গাড়ী আসিয়াছে।"

এইরূপ "চলো চলো" প্রায়ই অতি আগ্রহের সহিত বলিতে লাগিলেন, অথচ জ্ঞান বেশ আছে। পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই দুই একটি কথা

বলেন। মেডিক্যাল কলেজের সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ব্রাউন সাহেবের সহিতও কথা কহিলেন। ডাক্তার সাহেব পরীক্ষান্তে "পীড়া সাংঘাতিক" বলিয়া প্রস্থান করিলেন। মধ্যাহ্নকালে দেবেন্দ্রবাবু আসিয়া গিরিশ-চন্দ্রের কাছে বসিলেন। গিরিশচন্দ্র জল খাইতে চাহিলে দেবেন্দ্রবাবু জল দিলেন, তিনি স্বহস্তে গেলাস লইয়া পান করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু দুই এক কোয়া কমলালেবুও খাওয়াইয়া দিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে শয়ন করাইতে পারিলেন না। শেষে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া বুঝিলেন যে তাঁহার কথা তিনি ধারণা করিতে পারিতেছেন না। তখন দেবেন্দ্রবাবু রামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীমার কথা তুলিলেন। বলিলেন— "মার কাছে সংবাদ পাঠাব কি?" গিরিশচন্দ্র স্থিরভাবে কিছুক্ষণ দেবেন্দ্রবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"দেখ্, সব ভাল বুঝ্তে পাচ্চি নি, কেমন গুলিয়ে যাচ্চে।"

অপরাহ্ণকাল হইতে প্রায়ই আচ্ছন্ন হইয়া আসিতে লাগিলেন, এই সময়ে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করিলে তাহারই দুই এক কথায় উত্তর দিতেন মাত্র। পূর্ব্বোক্ত "শিবপ্রিয়" ঔষধের ধূম গ্রহণে উপকার পাওয়ায় আর চারি কৌটা ভ্যালুপেবেলে পাঠাইবার জন্য চুঁচুড়ায় হারাণবাবুকে পত্র পাঠাইয়াছিলাম। সেই সময়ে পিয়ন কৌটা লইয়া আসিল। কেহ কেহ বলিলেন, আর ঔষধের প্রয়োজন কি? দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "গিরিশদাদা যখন স্বয়ং ভ্যালুপেবেলে ঔষধ পাঠাইতে লিখিয়াছেন, তখন গ্রহণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য।" ভ্যালুপেবেল গৃহীত হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে গিরিশচন্দ্রের আচ্ছন্নভাব একটু কাটিয়া গেলে আমি বলিলাম, "ভ্যালুপেবেল ডাকে 'শিবপ্রিয়' আসিয়াছে।" তিনি বলিলেন, "টাকা দিয়াছ?" আমি বলিলাম "আজ্ঞে হ্যাঁ।" তিনি বলিলেন, "বেশ করিয়াছ।" তখন বেলা প্রায় ৪টা। কিয়ৎক্ষণ পরে আবার আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন এবং ঐ অবস্থায় উচ্চৈঃস্বরে "শিবপ্রিয়" বলিয়া

উঠিলেন। ক্রমে আচ্ছন্নাবস্থা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কখনও "চলো", কখনও "নেশা কাটিয়ে দাও"—কখনও "রামকৃষ্ণ" এইরূপ বলিতে লাগিলেন।

রাত্রি ৮টার পর ফরিদপুর হইতে দানিবাবু আসিয়া পঁহুছিলেন। দানিবাবু আসিয়া যখন কাতরকণ্ঠে "বাপি—বাপি" বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন, তখন পুত্রবৎসল পিতা কম্পিত হস্ত পুত্রশিরে অর্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং জল চাহিলেন। পার্শ্বে বেদানার রস ছিল, দানিবাবু ব্যস্ত হইয়া খাওয়াইয়া দিলেন। কিঞ্চিৎ পান করিয়া ঘাড় নাড়িলেন। ফরিদপুর যাইবার সময়ে তিনি দানিবাবুকে বলিয়াছিলেন, "তুমি ঘুরিয়া আইস, অনেক কথা আছে।" সেই কথা স্মরণ করাইয়া দানিবাবু বলিলেন, "বাপি, আমাকে যে কি বলিবে বলিয়াছিলে?" উত্তরে তিনি কি জড়িতস্বরে বলিলেন, ঠিক বুঝা গেল না। ক্রমে আচ্ছন্নভাব বাড়িতে লাগিল। চিকিৎসকগণ বলিলেন, মহাশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে।

সেদিন অপরাহ্ন হইতে বৃষ্টি পড়িতেছিল। সেই বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক ব্যক্তি তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিলেন, কারণ তাঁহার সঙ্কট অবস্থার সংবাদ সকাল হইতেই সহরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছিল। রাত্রি ১২টার সময় স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ এবং সুপ্রসিদ্ধ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার ইষ্টদেবের নাম গান আরম্ভ করিলেন। "রাম-কৃষ্ণ হরিবোল" ধ্বনিতে পল্লী পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। রাত্রি ১টা ২০ মিনিটের (বৃহস্পতিবার, ২৫শে মাঘ, ১৩১৮ সাল) সময় গিরিশচন্দ্রের অন্তিমশ্বাস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে বিলীন হইল। তিন দিন অনিদ্রার পর মহাকবি মহানিদ্রায় মগ্ন হইলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে না হইতে রামকৃষ্ণদেবের অন্যান্য ভক্তগণ ও

বহুবিধ জনসমাগমে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া যাইল। মহাকবিকে একবার শেষ দর্শন করিবার নিমিত্ত সকলের এরূপ আগ্রহ, যে, জনতার সুশৃঙ্খলতাসাধন একপ্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। নাট্যসম্রাটকে কিরূপে সাজাইয়া কিরূপ সমারোহে শ্মশানে লইয়া যাওয়া হইবে, তাহা লইয়া সাধারণের মধ্যে এরূপ আন্দোলন উপস্থিত হইল, যে গিরিশচন্দ্রের সহোদর অতুলবাবুরই বিভ্রম ঘটিতে লাগিল—গিরিশচন্দ্র তাঁহাদের না সাধারণের!

বিচিত্র খট্টায় বিচিত্র পুষ্পলতায় সজ্জিত করিয়া ললাটে "রামকৃষ্ণ" নাম লিখিয়া দিয়া নাট্যসম্রাটকে বাহিরে আনয়ন করা হইল। ফটোগ্রাফারগণ আসিয়া সম্মুখ-পথ রোধ করিলেন। কীর্ত্তনওয়ালাদের সহিত ফটোগ্রাফারগণের হুড়াহুড়ি দর্শনে আমরা বিনীতভাবে ফটোগ্রাফারদিগকে নিবেদন করিলাম, মহাশয়গণ অনুগ্রহপূর্ব্বক গঙ্গাতীরে গিয়া ফটো গ্রহণ করিবেন। এ গলি-পথে এত জনতায় আমাদিগকে মহা বিব্রত হইতে হইয়াছে। দ্রুতবেগে জনতা গঙ্গাতীরাভিমুখে প্রবাহিত হইল।

দেখিতে দেখিতে কাশীমিত্রের শ্মশানঘাটে গিরিশচন্দ্রের বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী বহু সম্ভ্রান্তব্যক্তির সমাবেশে ৺রাধাকান্তদেবের মুমূর্ষু-নিকেতন হইতে গোলাবাড়ী ঘাট পর্য্যন্ত মনুষ্য ও যানে পরিপূর্ণ হইয়া গমনাগমন দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অমৃতবাজার-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সম্পাদক প্রফেসার শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, বিশ্বকোষ-সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব, দেশ-প্রসিদ্ধ নাট্যকার দীনবন্ধু বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত ললিতচন্দ্র মিত্র, সুপ্রসিদ্ধ ডাঃ শ্রীযুক্ত আর, জি, কর, খ্যাতনামা নাট্যকার শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যা-



শ্মশানে গিরিশচন্দ্র।

বিনোদ, নটচূড়ামণি স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু বাবুর পুত্র শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ মুস্তফী
এতদ্ভিন্ন স্বামী সারদানন্দ প্রভৃতি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ও ভক্তগণ

এবং সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু, শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, স্বর্গীয় মহেন্দ্রকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার রায় প্রভৃতি থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ ইত্যাদি প্রায় সহস্রাধিক ব্যক্তি শ্মশানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্রকে চিতা-শয্যায় শয়ন করাইয়া পুনরায় সহস্রকণ্ঠে "রামকৃষ্ণ হরিবোল" নাম গীত হইতে লাগিল। সেই পরম সময়ে, অগ্নিদেব শত-জিহ্বা বিস্তার করিয়া সেই বিশাল বপু গ্রাস করিবার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তে আর একবার নাট্যসম্রাটকে প্রাণ ভরিয়া শেষ দেখা দেখিবার জন্য শ্মশান-ভূমিতে চতুর্দ্দিকস্থ নির্ব্বাপিত চিতাস্তূপের উপর এত জনতা হইল, যে কত লোক স্খলিতপদ হইয়া শ্মশান-শয্যায় গড়াগড়ি দিল, তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু তাহাতে কাহারও ভ্রুক্ষেপ নাই। বহুশত ব্যক্তি তাঁহার পদতলে মস্তক লুণ্ঠিত করিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা পরম ভক্তিসহকারে খট্টাস্থ ফুল মস্তকে স্পর্শ করিয়া দেবতার নির্ম্মাল্যস্বরূপ সযত্নে লইয়া যাইতে লাগিলেন। সেরূপ দৃশ্য জীবনে কখনও দেখি নাই! বাষ্পাকুললোচনে সেই লোকসমুদ্র দর্শনে বুঝিয়াছিলাম, বঙ্গদেশ গুণীর সম্মান করিতে শিখিয়াছে!

দেখিতে দেখিতে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, ধুনা ও কর্পূরে ব্রহ্মণ্যদেব, শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া নিমিষ মধ্যে লক্ষ লক্ষ নাট্যামোদীর প্রিয়দর্শন, বীণাপানি বাগ্দেবীর বরপুত্র, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচরণ রজঃ-পূত সেই বিশাল বপু ভস্মে পরিণত করিলেন। আর এ বিপুল সংসার খুঁজিয়া সে উজ্জ্বল প্রতিভা-মুকুট-মণ্ডিত-দেহের চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। কেবল-মাত্র কয়েকটী ভক্ত এবং বেলুড়মঠের সন্ন্যাসীগণ নববস্ত্র পরিধানে নব তাম্রকুণ্ডে ভস্মাবশিষ্ট চিতা হইতে যত্নসহ অস্থি সংগ্রহ করিয়া প্রস্থান করিলেন। সব শেষ হইল।

২য় খণ্ড সমাপ্ত।

গিরিশচন্দ্র।

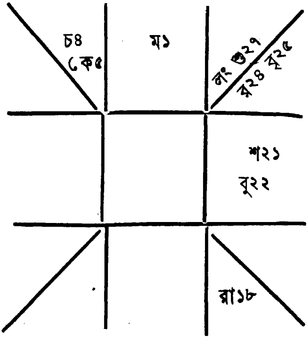
তৃতীয় খণ্ড।

গিরিশ-প্রসঙ্গ।

১। গিরিশচন্দ্রের জন্ম-পত্রিকা।

শকাব্দা ১৭৬৫।১০।১৪।৪।৩৫

(সন ১২৫০, ১৫ই ফাল্গুন, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৮৪৪ খৃঃ, সোমবার, শুক্লাষ্টমী)



জাতাহঃ।

২	৪	২৭
৮	৫৬	১৩
৪৯	৫৯	৩৭
৪৭	০	১৫

কোষ্ঠীতে বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয়।

১। লগ্নে শুক্র তুঙ্গী। ২। দ্বিতীয়াধিপ মঙ্গল ২য়ে (স্বক্ষেত্রী)।

৩। তৃতীয়ে চন্দ্র তুঙ্গী। ৪। ১১দশাধিপ শনি ১১ দশে (স্বক্ষেত্রী)।

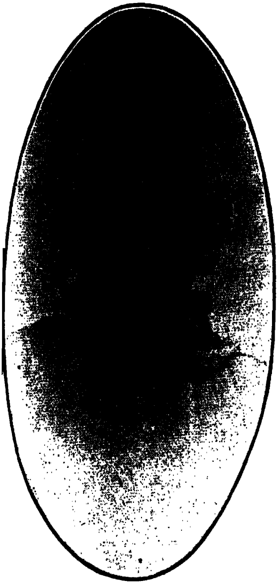
৫। শনি বুধ যুক্ত। ইত্যাদি ইত্যাদি।

২। জন্মোৎসব।

এক ভ্রাতা ও ছয় ভগ্নীর জন্মগ্রহণের পর গিরিশচন্দ্র অষ্টম গর্ভে, শুক্ল পক্ষ, অষ্টমী তিথি, রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। আনন্দে তাঁহার জেঠা মহাশয় বলিয়াছিলেন, "এই তিথি-নক্ষত্রে ও অষ্টমগর্ভে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভেদ কেবল শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষে; তাহোক—এ ছেলে নিশ্চয় আমার বংশ উজ্জল ক'র্‌বে।" জ্যেষ্ঠতাত বড় অমায়িক ও আমুদে মানুষ ছিলেন। শিশুর জন্মোৎসবে আহ্লাদে মুক্ত হস্তে দান করিতে লাগিলেন। বাদ্যকারগণকে গায়ের শাল পর্য্যন্ত খুলিয়া দিলেন। এই সংবাদে নানা স্থান হইতে বাদ্যকার আসিয়া মাসাবধি বসুপাড়া তোলপাড় করিয়াছিল।

৩। কাক-পালিত কোকিল।

শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পর প্রসূতীর কঠিন পীড়া হয়। সেই কারণে নব শিশুর পালন-ভার উমা নাম্নী এক বাগ্দিনীর উপর অর্পিত হয়। সে এই বাড়ীতে বাসন মাজিত। গিরিশচন্দ্র বাগ্দিনীর স্তন্যপান করিয়া মানুষ হন। "গোবরা" নামক ক্ষুদ্র গল্পে তিনি তাঁহার এই শৈশব-ইতিহাসের একটু আভাস দিয়াছেন। যথা:—"গৃহিণীর প্রসব করিয়া অবধি বড় অসুখ, ক্রমে রোগ দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এদিকে জাত শিশুর নিমিত্ত মাই-দিউনী পাওয়া যায় না। এক মাগী বাগ্দিনী মণি তাহার নাম—হাসপিটালে প্রসব করিয়া সেই দিনই আসিয়াছে,ছেলেটা দুইঘণ্টা বাঁচিয়াছিল মাত্র। বাগ্দিনী নব শিশুর মাইদিউনী হইল।" ভৃত্যগণের ত্রুটি দর্শনে গিরিশচন্দ্র সময়ে সময়ে মেজাজ ঠিক রাখিতে না পারিয়া তাহাদিগকে কটুকাটব্য প্রয়োগ করিতেন; কিন্তু খড়ের আগুনের মত তাঁহার রাগ যেমন দপ্ করিয়া জলিয়া উঠিত, অমনি সঙ্গে সঙ্গে নিবিয়া



তন্ময়তা।



দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

যাইত। এ সম্বন্ধে তিনি মাঝে মাঝে হাসিয়া বলিতেন, "বাগ্দিনীর মাই খেয়েছি বলে এম্নি স্বভাব হ'য়েছে না কি !"

৪। শশা খাবার তৃষ্ণা।

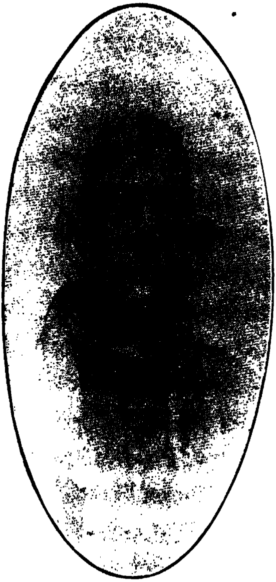
গিরিশচন্দ্রের মুখে গল্প শুনিয়াছি,—বাল্যকালে তাঁহাদের খিড়কীর বাগানে শশা গাছে প্রথম যে শশাটী ফলে, তৎ সম্বন্ধে তাঁহার জ্যা-মা (জ্যাঠাই মা) বাটীর সকলকে বিশেষ শাসন-বাক্যে বলিলেন, এই প্রথম

ফলটি গৃহ-দেবতা শ্রীধরকে দিব, দেখিও কেহ যেন এই শশায় হাত দিও না। বালক গিরিশচন্দ্র সেই নিষেধ বাক্যে শশাটী খাইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন, অথচ ভয়ে কিছু বলিতে পারেন না। বৈকাল হইতে কান্না সুরু করিলেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বলেন—"তেষ্টা পেয়েছে"। অথচ জল দিলে খান না। সন্ধ্যার সময় পিতা নীলকমল বাবু অফিস হইতে বাড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরিশ কাঁদ্‌চে কেন?" জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ বলিলেন, "কি জানি ঠাকুরপো, তেষ্টা পেয়েছে ব'ল্‌চে, কিন্তু জল দিলে খাবে না।" পুত্রবৎসল পিতা আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গিরি, তেষ্টা পেয়েছে, জল খাচ্ছিস নি কেন?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "জল খাবার তেষ্টা নয়।" পিতাঠাকুর হাসিয়া বলিলেন, "তবে কি খাবার তেষ্টা?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "শশা খাবার তেষ্টা।" স্নেহময় পিতা ভৃত্যকে বলিলেন, "শীঘ্র বাজার থেকে একটা শশা কিনে আন।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "বাজারের শশা খাবার তেষ্টা নয়।"

পিতা। তবে আবার কি শশা?

গিরিশ। খিড়কীর বাগানে যে শশা হ'য়েছে।

পুত্রবৎসল পিতা ভৃত্যকে খিড়কীর বাগান হইতে সেই শশা তুলিয়া আনিতে বলিলেন। তখন জ্যাঠাই মা রাগ করিয়া বলিলেন,—"ও শশা ঠাকুরকে দেব ব'লে রেখেছি। ওমা—সেই শশা খাবার জন্য কান্না! ঠাকুরপো, ও শশা তুমি দিও না, যা ধ'রবে তাই!" নীলকমল বাবু উত্তরে ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "বড় বউ, বালক যার জন্য এত ক'রে কাঁদচে, ঠাকুর কি তা তৃপ্তি ক'রে খাবেন!" যাহাই হউক শশাটী খাইয়া গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইলেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, আমি আজীবন এই প্রকৃতি-চালিত হইয়া আসিতেছি। অন্যায় বা কঠিন বলিয়া যে কার্য্যে আমাকে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহাই সাধন করিতে আমি আগে ছুটিয়াছি।



বিরক্তি।



কপট শোক।

৫। পৌরাণিক গল্প শুনিবার অনুরাগ।

গিরিশচন্দ্রের খুল্ল পিতামহী অতি চমৎকার রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের কথা বলিতে পারিতেন। বালক গিরিশচন্দ্র সন্ধ্যার পর তাঁহার কাছে বসিয়া সেই সকল গল্প শুনিতেন; এবং ঐ সকল আখ্যান তাঁহাকে এরূপ অভিভূত করিয়া রাখিত যে তিনি দিনরাত সেই কল্পনায় বিভোর হইয়া থাকিতেন। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কল্পনায় পৌরাণিক চরিত্র সকল ক্রমে সজীব হইয়া উঠিয়াছিল এবং কাল্পনিক জগৎ বাস্তবে

পরিণত হইয়াছিল। তিনি যে ভাবী জীবনে উৎকৃষ্ট পৌরাণিক নাটকাদি লিখিয়াছিলেন, তাহার ভিত্তি এইখানে। (গিরিশ-গীতাবলী ২য় সংস্করণ, ৫২৭ পৃষ্ঠায় বিস্তৃত বর্ণনা দেখুন।)

৬। মাতৃ-স্নেহ।

গিরিশচন্দ্র পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইতেন, মাতার কাছে ঠিক তাহার বিপরীত। তিনি বলিতেন—"আদর প্রত্যাশায় যদি কখন মার কাছে যাইতাম, মা দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। যদি কখন মিথ্যা কথা বলিতাম বা কাহাকেও গালি দিতাম, মা মুখের ভিতর গোবর টিপিয়া দিতেন। মার মুখে কখনও মিষ্ট কথা শুনি নাই, এ জন্য মনে বড় কষ্ট হইত। একদিন আমার গাল-গলা ফুলে ভারি জ্বর হ'য়েছে, অঘোরে পড়িয়া আছি। শুনিলাম, মা বাবাকে বলিতেছেন—অতি ব্যাকুল হইয়া বলিতেছেন,—'তুমি যেমন ক'রে পার বাঁচাও!' বাবা জানিতেন, মা আমায় আদর করেন না। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিলেন, 'তুমি যে এত ব্যাকুল হ'চ্চ?' মা অতি কাতর কণ্ঠে উত্তর করিলেন, 'আমি রাক্ষসী, এক সন্তান খেয়েছি,* এটী অষ্টম গর্ভের ছেলে, পাছে আমার দৃষ্টিতে কোন অমঙ্গল হয়, তাই আমি একে কাছে আস্‌তে দিতুম না, এলে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিতুম। কোলে করিনি, কখন একটী মিষ্টি কথা বলিনি; আমার হেনস্তায় কত কষ্ট পেয়েছে। আমার বুক ফেটে যাচ্চে!' মার এই গভীর অন্তর্নিহিত স্নেহ এতদিন পরে সম্যক উপলব্ধি করিয়া আমি রোগের যন্ত্রণা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইলাম।"

অশোক নাটকে গিরিশচন্দ্রের বাল্য জীবনের এই স্মৃতির আভাস আছে। অশোক-জননী সুভদ্রাঙ্গী অশোককে বলিতেছেন:—

* ইহার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নৃত্যগোপালের মৃত্যু হইয়াছিল।

"বুঝিবা জানিতে মোরে মমতা-বর্জ্জিত,
বুঝিবা ভাবিতে মম আদরের ক্রটি;
কিন্তু শোন, বৎস,
আজি করি মনোভাব প্রকাশ তোমারে,—
রাজরাজেশ্বর পুত্র জন্মিবে আমার
দৈবজ্ঞের গণনা এরূপ;
স্নেহ-দৃষ্টে চাহিলে তোমার পানে
পাছে তব হয় অকল্যাণ,
স্নেহের প্রকাশ নাহি করি সেই হেতু।

অশোক। ১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক।

"গোব্‌রা" নামক গল্পে মৃত্যুশয্যায় গোব্‌রার মাতা তাঁহার স্বামীকে বলিতেছেন, "উমো* বড় অভাগা, একদিনও স্তন দিতে পারি নাই। বৃদ্ধ বয়সের সন্তান, পাছে অকল্যাণ হয়, এই ভয়ে ওর প্রতি আমি চাই নাই, কখনও আদর করি নাই। পাছে তুমি তাড়না কর, এই ভয়ে আমি আগেই তাড়না করিতাম।"

৭। মাতৃ-বিয়োগ।

গিরিশচন্দ্র তাঁহার মাতৃবিয়োগ সম্বন্ধে বলিতেন, "একদিন আমরা পাড়ার বালকগণ মিলিয়া খেলা করিতেছিলাম, বাটীর সন্নিকটে নিত্যই আমরা ঐরূপ খেলা করিতাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভৃত্য আসিয়া ডাকিয়া লইয়া যাইত। কিন্তু সে দিন তাহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ভৃত্য আসিতে কেন বিলম্ব করিতেছে?

* গোব্‌রার প্রকৃত নাম ছিল উমাচরণ। আশ্চর্য্য,—গিরিশচন্দ্রেরও এইটি রাশি নাম। পাঠক, গিরিশচন্দ্রের বাল্যকাহিনী পাঠ করিয়া দেখিবেন. "গোব্‌রা" নামক গল্পে তাঁহার অনেক স্মৃতি জড়িত আছে।

কিন্তু অধিকক্ষণ খেলিতে পাইয়া আহ্লাদও হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ভৃত্য আসিয়া আমাদের বাড়ী লইয়া গেল। বাড়ী ঢুকিয়া দেখি, সকলেরই কেমন বিমর্ষ ও ব্যস্ত-সমস্ত ভাব। ক্ষণকালপরেই ভিতর বাটী হইতে শাঁখ বাজিয়া উঠিল, শুনিলাম আমার একটি ভগ্নী হইয়াছে, কিন্তু সে শঙ্খরোল থামিতে না থামিতে সহসা বাটীতে ক্রন্দন-রোল উঠিল। জননী মৃত কন্যা প্রসব করিয়া স্বর্গারোহণ করিলেন।" সে দিনের সেই নিদারুণ স্মৃতি গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে এরূপ গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়াছিল যে, বুদ্ধদেব নাটকে, বুদ্ধদেবকে প্রসব করিয়া বুদ্ধ-জননীর মৃত্যু বর্ণনা তাঁহার মাতৃ-মৃত্যু-ঘটনার প্রায় সম্পূর্ণ অনুরূপ। যথা,—বুদ্ধদেবের জন্মে অন্তঃ-পুরের শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সানন্দে সভাস্থ রাজা :—

রাজা। জন্মেছে নন্দন!
শ্রীকালদেবল। নাহি হও উচাটন,
শুন—নীরব আনন্দ ধ্বনি,
নৃপমণি, ধৈর্য্য-পাশে বাঁধ বুক।
(মন্ত্রীর প্রবেশ)
মন্ত্রী। মহারাজ জন্মেছে নন্দন।
কিন্তু হে রাজন্,
জড়িত রসনা মম দিতে এ সংবাদ।
মূর্চ্ছাগত রাজরাণী, রাজবৈদ্যগণে
সযতনে চেতন করিতে নারে।

বুদ্ধদেব চরিত। ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

৮। "বিপদে হাত ধরিবার কেহ নাই।"

বিপত্নীক হইয়া নীলকমল বাবু অতি যত্নের সহিত পুত্রগণকে পালন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ক্রমে শোকে তাঁহারও শরীর ভাঙ্গিয়া গেল।

পুরাতন রক্তামাশয় পীড়া দেখা দিল, চিকিৎসকগণ গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণ ব্যবস্থা দিলেন। অপোগণ্ড শিশুগণ লইয়া নীলকমল নৌকারোহণে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন এইরূপ ভ্রমণ করিতে করিতে একদিন নবদ্বীপ সন্নিকটে যে স্থানে খড়ে নদী গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে, তথায় নৌকা উপস্থিত হইলে—সহসা তুফান উঠিল, নৌকা ভীষণ দুলিতে লাগিল—যেন এখনই ডুবিবে! মৃত্যু সন্নিকট, অন্যান্য বালকগণের তাহা বুঝিবার শক্তি ছিল না—তাহারা অতি শিশু। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের বয়স তখন চতুর্দ্দশ বৎসর। জলমগ্ন হইবার আশঙ্কায় গিরিশচন্দ্র পিতার হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিলেন। মাঝি অতি কষ্টে খড়ে নদীর ভিতর গিয়া নৌকা রক্ষা করিল। এই নিরাপদ স্থানে উপস্থিত হইলে নীলকমলবাবু গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "তুই আমার হাত ধ'রেছিলি যে? আমার নিজের প্রাণ বড় না তোর? যদি নৌকা ডুবতো ত তুই কি মনে করিস, তাহ'লে তোকে বাঁচাবার চেষ্টা ক'র্‌তুম? যেমন ক'রে পারি,আপনাকেই বাঁচাতুম।" বিচক্ষণ নীলকমল বাবু বুঝিয়াছিলেন, যাহাকে দুই দিন পরে অকুল সমুদ্রে ভাসিতে হইবে, তাহার পক্ষে এ শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। গিরিশচন্দ্র বলিতেন যে বাবার কথায় হৃদয়ে গুরুতর আঘাত লাগিয়াছিল, কিন্তু শিখিয়াছিলাম যে বিপদে হাত ধরিবার কেহ নাই!

৯। বিদ্যাশিক্ষা।

কলিকাতার বিখ্যাত গৌরমোহন আঢ্যের স্কুলে গিরিশচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত শিক্ষায় তিনি বিশেষ কৃতিত্বলাভ করিতে পারেন নাই। বাল্যকাল হইতেই গিরিশচন্দ্রের স্বভাব ছিল, তিনি ভাসা ভাসা কিছুই বুঝিতে চাহিতেন না এবং পারিতেনও না। সকল বিষয়েরই অনুসন্ধান করিতে চেষ্টা করিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ, তাঁহার এ প্রকৃতির সন্ধান না পাইয়া, তাঁহাকে

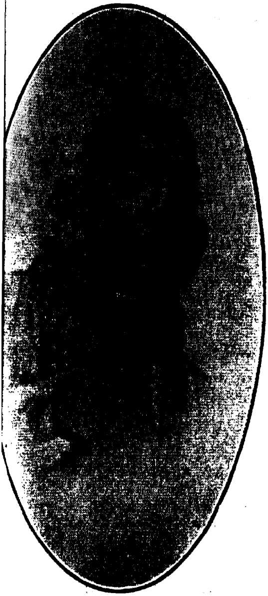
সময়ে সময়ে তাড়না করিতেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যদি তাঁহারা আমায় তাড়না না করিয়া মিষ্ট কথায়, আমি যেরূপে বুঝিতে পারি, সেইরূপে বুঝাইয়া দিতেন, তাহা হইলে আমি কিছু শিখিতে পারিতাম।" নলদময়ন্তী নাটকে বিদূষকের মুখে গিরিশচন্দ্র ইহার একটু আভাস দিয়াছেন :—"গুরুম'শায় শালা যে কান মলে দিলে, নইলে 'ক' 'খ' শিখ্‌তুম।"

নল-দময়ন্তী। ৩য় অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক।

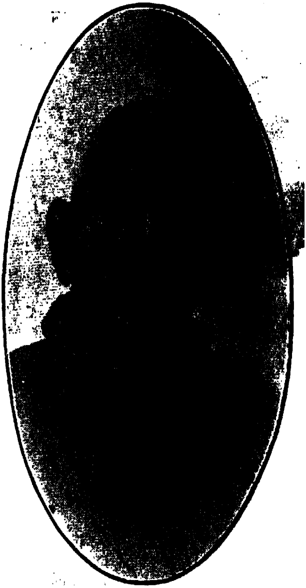
গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "তাড়না বা ভয় প্রদর্শনে কেহ কখনও আমায় কোনও কর্ম্মে প্রবৃত্ত বা তাহা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। পশু চাবুকে বশ হয়—মানুষ নয়। আমার স্বভাব ছিল, জুজুর ভয় দেখাইলে জুজু দেখিতে আগে ছুটিতাম। ভয়ে আমি কোন কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হই নাই, বা যে কার্য্যে আমোদ পাই নাই, সে কার্য্যে কখনও প্রবৃত্ত হই নাই।"

১০। সংসার-প্রবেশ।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যদি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া স্বাধীন না হইতাম, আমি তাহা হইলে যে বংশে জন্মিয়াছি, অভিনয়-কার্য্য কখনই অবলম্বন করিতে পারিতাম না। যখন আমার ১৪ বৎসর বয়স, তখন আমি বাপ মা—উভয়কেই হারাইয়াছি। আমার বেশ মনে আছে, সে সময় সিপাহী-বিদ্রোহে সমস্ত দেশ টল্ মল্ করিতেছে! বক্‌রিদের দিন জনরব হইল, মুসলমানেরা কলিকাতা আক্রমণ করিবে ;—ইংরাজ ভয়বিহ্বল প্রজার ঘরে ঘরে অভয় দিতে লাগিলেন। সে এক ঘোর দুর্দ্দিন! বৃহৎ সংসারের সেই করাল ছবি দেখিতে দেখিতে আমি আমার ক্ষুদ্র সংসারে প্রবেশ করিলাম।"



আতঙ্ক।



মাতাল।

১১। বিবাহের দিন অগ্নিকাণ্ড।

পিতৃবিয়োগের এক বৎসর পরে গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়। বিবাহের দিন ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড হইয়াছিল। নিমতলায় একটী কাঠগোলায় হঠাৎ আগুন লাগে; হুতাশন ক্রমে ভীষণাকার ধারণ করিয়া বাগবাজার অভিমুখে ধাবিত হন। সকলেই শঙ্কিত, কোথায় বিবাহের আমোদ

আর কোথায় আসন্ন সর্ব্বনাশ! অগ্নিদেব ক্রমে গিরিশচন্দ্রের খিড়কীর বাগানে আসিয়া শান্ত হইলেন। তথায় একটী বৃহৎ তেঁতুল গাছ ছিল, সেই বৃক্ষে অগ্নিদেবের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হইয়া যায়।

১২। চাকুরী।

বিবাহের পর গিরিশচন্দ্র চাকুরীতে প্রবৃত্ত হন। এই সময়ে তিনি বাটীতে ইংরাজী সাহিত্য ও বাঙ্গালা বহুবিধ কাব্যগ্রন্থের চর্চ্চা করিতেন। কবিতা রচনার আরম্ভও এই সময়।* গিরিশচন্দ্র যে যে স্থানে কর্ম্ম করিয়াছেন, সেই সেই স্থানেই মুনিবের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন; কর্ম্মস্থলে প্রভুর হিত তাঁহার প্রথম লক্ষ্য ছিল। একদিন গল্পচ্ছলে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি তখন অ্যাটকিন্‌সন্ টিল্‌টনের অফিসে কাজ করি। ইহাঁদের নীলের কাজ ছিল। একদিন অফিসের ছাদে নীল শুকাইতে দেওয়া হয়। বৃষ্টির কোন সম্ভাবনা না দেখিয়া নীল গুদামে তোলা হইল না। কিন্তু রাত্রে দেখি, ভয়ানক মেঘ দেখা দিয়াছে। আমার তখনই মনে হইল, অফিসের ছাদে নীল পড়িয়া আছে, বৃষ্টি হইলে বিস্তর টাকার ক্ষতি হইবে। তাড়াতাড়ি একখানি গাড়ী ভাড়া করিয়া অফিসে গেলাম। দরোয়ানদের তুলিয়া দ্বিগুণ মজুরী দিয়া কুলী সংগ্রহপূর্ব্বক নীল গুদামে তুলাইয়া বাটী চলিয়া আসিলাম। পরদিন অফিসে গিয়া শুনিলাম, আমি চলিয়া আসিবার পর, অ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব নীলরক্ষার জন্য ব্যস্ত হইয়া অফিসে গিয়াছিলেন। দরোয়ানের মুখে আমার নীল তোলার কথা শুনিয়া, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া বাটী যান। পরদিন আমি কুলীদের মজুরীর বিল করিলে, ছোট সাহেব অত্যন্ত অধিক মজুরী চার্জ্জ করা হইয়াছে বলিয়া তাহাতে আপত্তি করেন। অ্যাটকিন্‌সন্ সাহেব তো সে আপত্তি

* বিস্তৃত বিবরণ—গিরিশ-গীতাবলী, ২য় সংস্করণ, ৫২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

শুনিলেনই না, অধিকন্তু লোহার সিন্ধুক খুলিয়া দিয়া আমায় বলিলেন, তোমার পুরস্কার স্বরূপ হাতে যত ধরে,তিন আঁজলা টাকা তুলিয়া লও।”

এই অ্যাটকিন্‌সন্‌ সাহেবের অফিসের সহিত গিরিশচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের একটী ক্ষুদ্র স্মৃতি বিজড়িত আছে। এই অফিসে কর্ম্ম করিতে করিতে গিরিশচন্দ্র প্রথম ম্যাক্‌বেথের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। অনুবাদ অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিল, তবে এই অনুবাদে ইংরাজী নামের পরিবর্ত্তে হিন্দু নাম ব্যবহার করিয়াছিলেন। গিরিশচন্দ্র অনুবাদের খাতা অফিসের ডেস্কে রাখিতেন! অ্যাটকিন্‌সন্‌ কোম্পানীর অফিস ফেল হইয়া যখন আসবাবপত্র নিলাম হয়, সেই সঙ্গে খাতাখানিও খোয়া যায়।

গিরিশ বাবু সদাগরী অফিসে ১৫ বৎসর চাকরী করেন, তাহার পর রঙ্গালয়ে বেতনভোগী ম্যানেজার হন। জীবনের শেষকাল পর্য্যন্ত তিনি রঙ্গালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়াছিলেন।

১৩। ভার্য্যাবিয়োগ ও গ্রহবৈগুণ্যে ভিক্ষা।

পূর্ণ ত্রিশ বৎসর বয়সে গিরিশচন্দ্রের ভার্য্যাবিয়োগ হয়। ‘আজি’ নামক কবিতায় (প্রতিধ্বনি, ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠা) গিরিশচন্দ্র এই সময়ের জীবন-স্মৃতি কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। যথা—

“তিন দশ পূর্ণ কায় অতীত যৌবন,
তিন দশ পূর্ণ কায়, জীবন-প্রবাহ ধায়,
মহাকাল মহার্ণব সহ সম্মিলন।

* * *

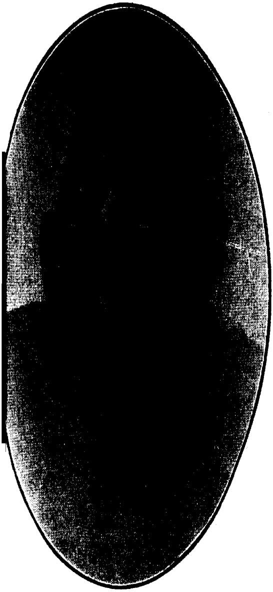
শৈশব সুখের স্বপ্ন নাহিক এখন,
যৌবনে ঢালিয়া কায়, পেয়েছিনু প্রমদায়,
ম’লে কি ভুলিব আর প্রথম চুম্বন!”

কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তাৎকালিক মানসিক ভাব "আঁধার" প্রভৃতি কবিতায়* বিশেষরূপে পরিস্ফুট; এই সময়ে তিনি ফ্রাইবার্জার কোম্পানীর অফিসের বুককিপার হইয়া, কার্য্যের নিমিত্ত ভাগলপুরে গমন করেন। স্থানান্তরে গিয়া শূন্য গৃহের দুর্ব্বিসহ স্মৃতি হইতে কতক পরিমাণে তিনি পরিত্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু সময় তখন তাঁহার প্রতি অতিশয় বিরূপ। ভাগলপুর হইতে কলিকাতা আসিবার পূর্ব্বদিবস তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব চোরে লইয়া যায়। পরিধেয় বস্ত্র ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। ভাগলপুরে তখন তাঁহার এক প্রতিবাসী থাকিতেন, নিরুপায় হইয়া গিরিশচন্দ্র তাঁহার নিকট গিয়া ১০্টী টাকা ঋণ প্রার্থনা করেন। কিন্তু ভদ্রলোকটী তাহাতে উত্তর দেন, "তোমায় দশ টাকা ধার দিতে পারি না, ৫৲ টাকা দান করিতে পারি।" তখন আর উপায় কি? সেই ভিক্ষার দান লইয়া গিরিশচন্দ্র গৃহে ফিরিলেন। তিনি বলিতেন, "অতি দুঃখেও সহজে আমার চক্ষে জল পড়ে না, কিন্তু এই ভিক্ষা গ্রহণ করিতে অশ্রুপাত হইয়াছিল।" পরে ভদ্রলোকটী যখন কলিকাতায় আসেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে টাকা কয়টী ফিরাইয়া দেন। ফিরাইয়া দিবার সময় ভদ্রলোকটী বলিয়াছিলেন,—"তোমাকে তো এ টাকা দান করিয়াছি।" গিরিশবাবু বলিতেন, "এ কথার উত্তর আমার জিহ্বায় আসিয়াছিল, কিন্তু যেরূপেই হোক উপকৃত হইয়াছি, কিছু না বলিয়া ৫্টী টাকা তাঁহার কাছে রাখিয়া নমস্কার পূর্ব্বক চলিয়া আসিলাম।"

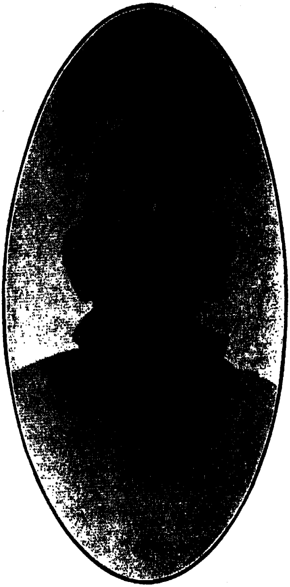
১৪। গার্হস্থ্য-জীবন।

দুঃখ গিরিশচন্দ্রের চিরসহচর ছিল। সূতিকা-গৃহ হইতে মাতৃদুগ্ধে বঞ্চিত, ছয় মাস বয়সে সংসারের চূড়াস্বরূপ তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত ও খুল্ল-

* "প্রতিধ্বনি" নামক গিরিশচন্দ্রের গ্রন্থে তাঁহার যাবতীয় কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকৃষ্ট বাঁধাই মূল্য ৸৹ আনা। গুরুদাসবাবুর পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।



হাব্‌লা (Idiot.)



কৌতূহল।

পিতামহের পরলোক গমন—গৃহে হাহাকার! অষ্টম বর্ষ বয়সে অগ্রজ বিয়োগ, একাদশে মাতার মৃত্যু এবং চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে পিতার ইহলোক-ত্যাগ! পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে বিবাহ, বিবাহের দিন দারুণ অগ্ন্যুৎপাত! তার পর একে একে সহোদর-সহোদরাগণের লোকান্তরপ্রাপ্তি; শিশু সন্তানের মৃত্যু; অবশেষে পূর্ণ যৌবনে ভার্য্যাবিয়োগ! গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"শৈশবে মাতৃহীন, কৈশোরে পিতৃহীন এবং যৌবনে পত্নীহীন হওয়া যে কি শোচনীয়, তাহা হাড়ে হাড়ে জানি।" পত্নী বিয়োগের পর

বিদেশে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া ভিক্ষা; অপমান, অপবাদ; প্রাণসংশয় পীড়া, শত্রুর প্রাণপণ পীড়ন এবং উপকৃতগণের কৃতঘ্নতা!

ঈশ্বর-কৃপায় সকল বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া গিরিশচন্দ্র শ্মশান প্রায় সংসারে আবার সুখের ঘর বাঁধিবার প্রয়াস পান; দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। দুই তিনটী পুত্রকন্যাও জন্মে, কিন্তু শমন একে একে আবার পুত্র, কন্যা, প্রসূতি সকলকেই হরণ করিয়া লন। তাঁহার দারুণ শোক-সন্তপ্ত জীবনের অবলম্বন ছিল—বীণাপাণির সাধনা এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শ্রীচরণাশ্রয়। শোক যতই তাঁহার হৃদয়ে উপর্য্যুপরি শেলাঘাত করিয়াছে, গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ততই উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর প্রভা ধারণ করিয়াছে, শ্রীগুরুর উপর নির্ভর ততই দৃঢ়তর হইয়াছে। তিনি বলিতেন, "জীবনে যে কখনও দুঃখের আঘাত পায় নাই, কবিতার সাধনা তাহার বিড়ম্বনা—বিশেষ নাটক রচনা। নাট্যকারকে অনেক রকম অবস্থায় পড়িয়া সত্য উপলব্ধি করিতে হয়। প্রকৃত কবি নিজে যাহা অনুভব করেন না, তাহা লিখেন না। ঈশ্বরের কৃপায় আমি সংসারের ঘৃণ্য—বেশ্যা ও লম্পট-চরিত্র হইতে জগৎপূজ্য অবতার-চরিত্র পর্য্যন্ত দর্শন করিয়াছি। সংসার বৃহৎ রঙ্গালয়, নাট্যরঙ্গালয় তাহারই ক্ষুদ্র অনুকৃতি।"

১৫। প্রতিভা।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"প্রতিভা চলা পথে চলে না, সে আপনি আপনার পথ করিয়া লয়। পূর্ব্বে বিলাত হইতে জাহাজ আফ্রিকা ঘুরিয়া ছয় মাসে ভারতবর্ষে আসিত। প্রতিভা সুয়েজ ক্যানাল প্রস্তুত করিয়া ছয় মাসের পথ ছয় সপ্তাহে আসিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া দেয়। বাষ্পীয়যানের উন্নতিতে তাহাও ক্রমে তিন সপ্তাহে পরিণত হইয়াছে।

কবি সরলতা ও সত্যের উপাসক। প্রকৃত কবি নিজের কোনও রূপ মনোভাব সাধারণের নিকট গোপন করেন না, এবং সংসারে লোক-চরিত্র যেমন দেখেন, অকপটে তেমনি বর্ণনা করেন। কিন্তু দোষ দেখাইয়া দিলে কে সন্তুষ্ট হয়? এইজন্য লোকশিক্ষক কবি অনেক সময়ে নিন্দাভাজন হন। জীবনে যশোলাভ তাঁহার ভাগ্যে কদাচ ঘটে। দিব্যদৃষ্টিসহায়ে কবি যে সকল সত্য উপলব্ধি করেন, তাঁহার সমসাময়িক লোক তাহা ধারণা করিতে পারে না। পরে যখন সাধারণের সে সকল উপলব্ধি করিবার সময় আসে, তখন তাঁহার আদর হয়। প্রতিভার দুর্ভাগ্য, সে সময়ের অগ্রবর্ত্তী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সময়ের ও মানব সাধারণের দোষগুণ দেখাইয়া দেওয়া নাট্যকারের প্রকৃত লক্ষ্য। কিন্তু লোকে কখন কখন ভ্রান্তিবশতঃ ঐ সকল দোষ ব্যক্তিগতরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, এবং সেইজন্য কবিকে সময়ে সময়ে অনেক নিন্দা, শত্রুতা, এমন কি নির্য্যাতন পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয়।" এক সময় এইরূপ কোন ঘটনায় গিরিশচন্দ্র মর্ম্মপীড়িত হইয়া লিখিয়াছিলেন,—

"তুচ্ছ লোকে কুচ্ছ করে, লেখনী ধরিয়া করে,
কখনো করিনি কারো কু-রব রটন।"

১৬। কল্পনার প্রত্যক্ষতা।

গিরিশচন্দ্র যখন যে নাটক লিখিতেন, তখন, সেই নাটকীয় ভাব ও চরিত্র লইয়া দিবারাত্র আচ্ছন্ন হইয়া থাকিতেন। "মীরকাসিম" লেখা হইতেছিল, সেই সময় হঠাৎ একদিন পূজনীয় স্বামী সারদানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি মহা আনন্দিত হইয়া বলিলেন, "কি হে মঠ হইতে কবে আসিলে?" স্বামিজী বলিলেন, "তিন দিন হইল, কলিকাতায় আসিয়াছি।" গিরিশবাবু বলিলেন, "তিন দিন কলিকাতায় আসিয়াছ, আর আজ এখানে আসিলে? কলিকাতায় যে

কয়দিন থাকিবে, প্রত্যহ একবার করিয়াও আসিবে। তোমাদের দেখিলে থাকি ভাল। অনেক দিন ধরিয়া ঠাকুরের কথা হয় নাই, একটু recreationএর আবশ্যক হয়েছে। 'মীরকাসিম' নাটক লিখিতেছি। কেবল ষড়যন্ত্র—কেবল ষড়যন্ত্র—প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিতেছে। ঘুমাইলে স্বপ্নে দেখি, মীরকাসিম মুখের কাছে আসিয়া একগাল দাড়ি নাড়িতেছে।"

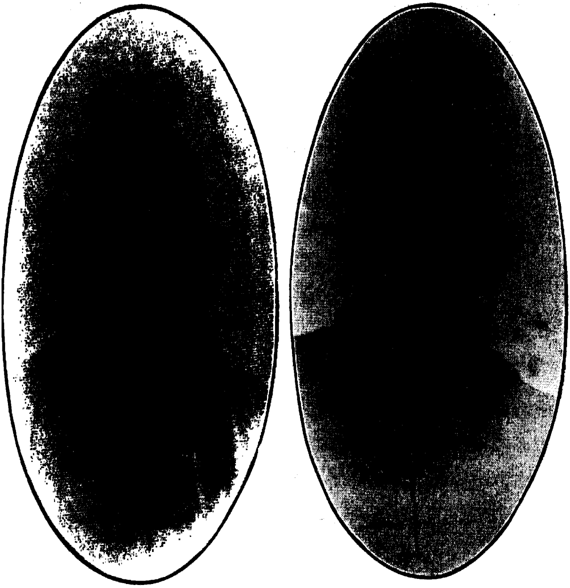
"চৈতন্যলীলা" লিখিবার সময়েও গিরিশচন্দ্র একদিন নিদ্রাভঙ্গে অর্দ্ধ-তন্দ্রাজড়িত অবস্থায় সুস্পষ্ট দেখিতে পান,—মস্ত এক চাকামুখো বলরাম "হারে-রে-রে" করিয়া গাহিতে গাহিতে আসিতেছে। এই "হারে-রে-রে" লইয়াই "চৈতন্যলীলা"য় নিতাইয়ের গান রচিত হয়।

১৭। নাটক-রচনা-প্রণালী।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় একদিন গিরিশ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "অনেক নাট্যকারই নাটক লিখিবার পূর্ব্বে নাটকীয় গল্পটী কল্পনা করেন, আপনি কি করেন ?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "আমি আগে নায়ক-চরিত্র কল্পনা করি, তাহার পর সেই চরিত্র ফুটাইতে ঘটনা প্রভৃতি সৃষ্টি করি।"

১৮। পিতৃ-মাতৃ-গুণ প্রাপ্তি।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "আমার পিতা খুব ভাল accountant ছিলেন, তাঁহার বিষয়-বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল; আর আমার মাতা কোমলহৃদয়া ছিলেন, শৈশবকাল হইতেই ঠাকুর-দেবতার গান শুনিতে বড়ই ভাল-বাসিতেন। বৈষ্ণব-ভিখারী বাটীতে আসিলে পয়সা দিয়া গান শুনিতেন। আমি পিতার নিকট বিষয়বুদ্ধি ও মাতার নিকট কাব্যানুরাগ পাইয়াছি।



আনন্দসূচক সহানুভূতি। হঠাৎ দুঃসংবাদে।

১৯। নাটক রচনার শিক্ষাদান।

হাঁপানী পীড়ায় কাতর হইয়া গিরিশচন্দ্র যখন কিছুদিন ঘুঘুডাঙ্গায় সুলেখক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের "সুরেন্দ্র-কুটীরে" থাকেন, সেই সময়ে সুরেন্দ্র বাবু তাঁহার রচিত "বেহুলা" নামক একখানি নাটক গিরিশ বাবুকে পড়িয়া শুনান। নাটকের প্রথম দৃশ্যেই সর্পাঘাতে মৃত সপ্ত পুত্রের জন্য চাঁদসদাগর ও তৎপত্নী সনকা বিলাপ করিতেছেন।

তৎশ্রবণে গিরিশবাবু পুস্তক পাঠ বন্ধ করিতে বলিয়া কহিলেন, "চাঁদ সদাগরের বিলাপ সনকার বিলাপরূপে এবং সনকার বিলাপ চাঁদ সদাগরের বিলাপরূপে পাঠ করো।" তাহাই করা হইল। তিনি বলিলেন, "কিছু অসামঞ্জস্য বোধ হ'লো কি?" উত্তরে সুরেন্দ্রবাবু কহিলেন, "কই কিছু তো বুঝিতে পারিতেছি না।" গিরিশবাবু বলিলেন—"বাবাজি, নাটক লিখিতে যখন চেষ্টা করিতেছ, তখন এখন হইতে সতর্ক হও। নাটক লেখা কঠিন, সংসার ও লোক-চরিত্রের প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টির আবশ্যক। তুমি আপনিই বলিলে, মাতার বিলাপ ও পিতার বিলাপ একই রূপ হইয়াছে, কিন্তু উভয়ের বিলাপ সম্পূর্ণ পৃথক হওয়া চাই। পুত্র-শোকে মা যেরূপ ভাষায় কাঁদে, পিতা সেরূপ ভাষায় কাঁদে না। শোক উভয়েরই, কিন্তু প্রকাশের ভাষা ও ভঙ্গী স্বতন্ত্র। নাটক সংসারেরই অনুকরণ, ইহা নাট্যকারের সতত স্মরণ রাখা উচিত।"

২০। কথকতা-শক্তি।

খ্যাতনামা প্রবীণ নট শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত* মহাশয় বলেন,—

* স্ত্রী-পুত্র-আত্মীয় স্বজন অপেক্ষা রঙ্গালয়কে অধিক ভালবাসিতে নটকুল-শেখর স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী মহাশয়ের পর স্বভাব-অভিনেতা শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। নট, নাটক, নাট্যশালা ও সৎসাহিত্যের অনুশীলন ও প্রসঙ্গে ইনি আজীবন অতিবাহিত করিয়া আসিতেছেন। হরিদাস বাবু প্রাচীন ন্যাসান্যাল থিয়েটার হইতে আরম্ভ করিয়া আজি পর্য্যন্ত বহু সংখ্যক নাটকাদিতে বহু ভূমিকার অভিনয় করিয়াছেন। তন্মধ্যে সিরাজদ্দৌলা নাটকে উমিচাঁদ, মীরকাসিমে খোজা পিদ্রু, ছত্রপতি শিবাজীতে মল্লিকজী, শাস্তি কি শান্তিতে বটেকৃষ্ণ, বসন্তরায়ে ঘাতক, সংসারে জোচ্চর, সাজাহানে জিহন খাঁ, তুফানীতে গফুরমিঞা, ঠিকেভুলে বাহাদুর সা, কপালকুণ্ডলায় অধিকারী এবং মৃণালিনীতে হৃষিকেশ শর্ম্মার ভূমিকাভিনয় ইহাঁর সর্ব্বজন-সমাদৃত। উমিচাঁদ, খোজাপিদ্রু, জোচ্চর ও জিহন খাঁর ভূমিকাভিনয়ে ইনি বিশেষরূপ প্রসিদ্ধ।

সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও নাট্যকার স্বর্গীয় কেদারনাথ চৌধুরী মহাশয়ের কলিকাতার বাসা বাটীতে একদিন কথকতা সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উঠে। গিরিশ বাবু বলেন, "কথকতা বড়ই কঠিন, একই ব্যক্তিকে একই সময় ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ও রসের অবতারণা করিয়া অভিনয় করিতে হয়। বিশেষরূপ যোগ্যতা না থাকিলে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্নতা দেখাইতে পারা বড় কঠিন, তার উপর সাজসরঞ্জাম, দৃশ্যপট ও সহকারী অভিনেতার সহায়তা থাকে না।" কেহ কেহ বলিলেন, "সুনিপুণ হইলেও একই ব্যক্তিকর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র অভিনয়, বিশেষতঃ কণ্ঠস্বরের বিভিন্নতা প্রদর্শন, কদাচ সম্ভবপর নহে।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আচ্ছা কাল আমি কথকতা করিয়া তোমাদিগকে শুনাইব। চরিত্রগত পার্থক্য দেখান যায় কি না, কণ্ঠস্বরের বৈলক্ষণ্য হয় কি না, এবং রসের অবতারণায় শ্রোতাকে মুগ্ধ করা যায় কি না, তোমরাই বিবেচনা করিয়া দেখিবে।"

তৎপরদিবস কেদারবাবু বহু বন্ধুবান্ধব নিমন্ত্রণ করিয়া বাসায় একটী ক্ষুদ্র উৎসবের আয়োজন করেন। গিরিশবাবু স্বয়ং কথকতা করিবেন শুনিয়া ৫০।৬০ জন ভদ্রলোক একত্র হন। গিরিশচন্দ্র "ধ্রুবচরিত্রের" কথা বলেন। বিভিন্ন রসে, বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন ভঙ্গীতে প্রত্যেক চরিত্রের বিভিন্ন অভিনয়ে সে দিন সকলেই এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিয়াছিলেন। এই সকল শ্রোতার অনুরোধে গিরিশ বাবু পরে ধ্রুবচরিত্র নাটক প্রণয়ন করেন।

২১। আপনি আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী।

গিরিশচন্দ্রের নূতন নাটক সাধারণে সমাদৃত হইলে, তিনি বিশেষ চিন্তিত হইতেন। বলিতেন, ইহার পর আর কি নূতন লিখিব, যাহা সাধারণের অধিকতর প্রিয় হইবে। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের কোন নাটক সাধারণের নিকট সেরূপ আদৃত না হইলে, তাঁহার উৎসাহ বৃদ্ধি

পাইত। বলিতেন—"এবারে নিশ্চয়ই কিছু একটা নূতন করিতে হইবে।" তিনি প্রায়ই বলিতেন, "আমার মুস্কিল হইয়াছে কি জানো—আমার আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বীতা। রঙ্গালয়কে জীবনের অবলম্বন করিয়া সাধারণের তুষ্টি-সাধনের জন্য ব্রতী হইয়াছেন—এমন নাট্যকার উপস্থিত নাট্যজগতে কেহ নাই—কেবল আমিই আছি। আমায় প্রতিবার উদ্যম করিতে হয়, আপনাকে আপনি কেমন করিয়া হারাইব। যে নাটক লিখিব, তাহা পূর্ব্বরচিত নাটক অপেক্ষা কেমন করিয়া উঁচাইয়া যাইবে।"

২২। প্রতিভার উপকরণ।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"স্মৃতি-শক্তি, কল্পনাশক্তি এবং ইচ্ছা-শক্তি সাধারণ অপেক্ষা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের অধিক পরিমাণে থাকে। কিন্তু এ শক্তিগুলি তাঁহাদের আয়ত্বের মধ্যে থাকা চাই। নতুবা আয়ত্বাতীত কল্পনা-শক্তির প্রভাবে মানুষ পাগল হইয়া যায়। স্মৃতিশক্তি আবার এমন হওয়া চাই যে লিখিবার সময় অনুভূতি-সিদ্ধ বিষয় সকল আপনা হইতে মনে উদয় হয়। নচেৎ মহাবীর কর্ণের ন্যায় কার্য্যকালে মহাস্ত্র সকল বিস্মৃত হইতে হয়। আর ইচ্ছা-শক্তির দৃঢ়তা না থাকিলে কল্পনাও কার্য্যে পরিণত হয় না।

২৩। গোঁয়ার গোবিন্দের কার্য্য।

গিরিশচন্দ্র গোঁয়ারগোবিন্দ কাঠখোট্টা ছেলেদের পছন্দ করিতেন। বলিতেন—"ইহাদের একটু সুবিধা করিয়া লইয়া চালাইতে পারিলে, শিষ্ট-শান্ত, মিউ-মিউয়ে ছেলেদের চেয়ে বেশী কাজ পাওয়া যায়। পাড়ায় কোন বিপদ হইলে ইহারাই আগে আসিয়া দেখা দেয়; নিঃসম্বল নিঃসহায় পরিবারের শব-সৎকারের জন্য ইহারাই আগে আসিয়া খাট ধরে। একটু মনুষ্যত্ব ইহাদের মধ্যেই থাকে।"

২৪। বালক-স্বভাব।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব গিরিশচন্দ্রকে "ভৈরব" বলিতেন। সময়ে সময়ে তাহার লক্ষণও দেখা যাইত। একদিন রাত্রি ২টার সময় থিয়েটার হইতে বাটী প্রবেশ করিয়া গিরিশচন্দ্র দেখিলেন, উঠানে একটী বৃষ শুইয়া আছে। তিনি প্রফুল্লচিত্তে তাহার পৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন, ব্যতিব্যস্ত হইয়া বৃষরাজ উঠিয়া পড়িল। গিরিশচন্দ্র "বোম বিশ্বনাথ" বলিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন। গিরিশচন্দ্রের বালকের ন্যায় স্বভাব ছিল। অনেক সময় বালকের ন্যায় আমোদ-প্রমোদ করিতেন। তাঁহার ভাগিনেয়পুত্র শ্রীমান্ মুনীন্দ্রকৃষ্ণ মল্লিকের স্কন্ধে আরোহন করিয়া তাহার বল পরীক্ষা করিতেন।

২৫। শিক্ষাদান-চাতুর্য্য।

পূর্ব্বোক্ত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস দত্ত মহাশয় বলেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটী গিরিশচন্দ্রের মুখে তাঁহারা বহুবার শুনিয়াছেন:— কোনও ধনাঢ্য ব্যক্তি কোথাও নিমন্ত্রণে গমন করিলে, ভৃত্যদ্বারা রূপার বাসনাদি সঙ্গে লইয়া যাইতেন। বাবুটী পাতায় খাইতে পছন্দ করিতেন না। একবার গিরিশ বাবুর বাটীতে তাঁহার নিমন্ত্রণ হয়, এবং প্রথামত রূপার বাসনও সঙ্গে আসে। গিরিশচন্দ্র বাবুটীর এ স্বভাব জানিতেন। চাকরটী রূপার বাসনগুলি দিলে গিরিশচন্দ্র তাহা সযত্নে পাচকের নিকট পাঠাইয়া দিলেন এবং পংক্তি হইতে স্বতন্ত্র স্থানে পাতা পাতিয়া ভোজ্য দ্রব্যাদি সাজাইয়া মহা সমাদরে বাবুটীকে খাইতে বসাইলেন। পাতায় খাবার সাজান দেখিয়া মনে মনে দারুণ বিরক্ত হইলেও বাবুটী প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিলেন না, এবং গিরিশচন্দ্রের অতিরিক্ত আদর, যত্ন ও আপ্যায়নে ভোজনে বসিলেন। ভোজনান্তে পান-তামাক খাইয়া বাবুটী বাটী যাইবার উপক্রম করিতেছেন, ঠিক সেই সময় পূর্ব্ব-ইঙ্গিতমত, পাচক, বাবুর

রূপার থালা-বাটিতে নানাবিধ ভোজ্যদ্রব্য সাজাইয়া আনিয়া উপস্থিত করিল। দেখিয়াই বাবুটী বলিলেন, "এ সব কি?" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, যদি কিছু ত্রুটি হইয়া থাকে, মার্জ্জনা করিবেন। আপনার ভৃত্য রূপার বাসন আনিয়া দিলে অন্দরে সকলে ভাবিয়াছিলেন, বুঝি আপনার বালক-বালিকাদের জন্য খাবার লইয়া যাইবার অভিপ্রায়ে বাসন আনা হইয়াছে। আপনার সহিত আমাদের সেরূপ আত্মীয়তাও আছে বটে।"

২৬। সহানুভূতি।

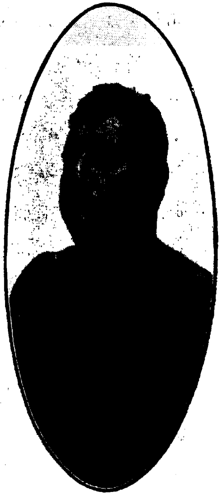
একদিন মধ্যাহ্নে গিরিশচন্দ্র আহার করিয়া বৈঠকখানায় বসিবার পর শ্রীযুক্ত মণিলাল মুখোপাধ্যায় নামক পল্লীস্থ একটী যুবা আসিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার শোককাতর মুখ দেখিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, ভদ্রলোকটীর জ্যেষ্ঠ পুত্র সম্প্রতি গঙ্গায় ডুবিয়া মারা গিয়াছে। অনেকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর বাবুটী চলিয়া গেলে নিত্য-নৈমিত্তিক অভ্যাসমত গিরিশ বাবু শয়ন করিতে গেলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই ব্যস্তসমস্ত হইয়া পুনরায় বৈঠকখানায় আসিয়া বসিলেন। হঠাৎ উঠিয়া আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন,—"শয়ন করিয়া মণিবাবুর ছেলেটীর কথা ভাবিতেছিলাম। জলমগ্ন হইয়া বালক শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য কিরূপ ছট্‌ফট্ (struggle) করিয়াছিল, মনে হইল। সেই কথা ভাবিতে ভাবিতে আমারও ঠিক সেইরূপ শ্বাসরুদ্ধ হইবার উপক্রম হইল। শেষ আর মশারির মধ্যে থাকিতে পারিলাম না, বাতাসের জন্য প্রাণ যেন হাঁপাইয়া উঠিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি তাই বাহিরে আসিলাম।

২৭। দ্রুত রচনা-শক্তি।

গিরিশচন্দ্রের দ্রুত রচনা-শক্তি অদ্ভুত ছিল। এক শনিবার রাত্রে মিনার্ভা থিয়েটারে পর-শনিবারে একখানি নূতন অপেরা অভিনয়



অপেক্ষা



বার্দ্ধক্যের প্রারম্ভে

করিবার প্রস্তাব হয়। তৎপর-দিবস রবিবার দিবাভাগে তিনি "মণিহরণ" লিখিবেন স্থির করেন। সেদিন উক্ত থিয়েটারে "প্রফুল্ল" অভিনয়ে তাঁহাকে "যোগেশ" সাজিতে হইয়াছিল। তিনি কাগজ কলম লইয়া লেখককে তাঁহার সাজিবার ঘরে আসিতে বলিলেন; এবং একবার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিয়া যোগেশের ভূমিকাভিনয় করিতে লাগিলেন, আবার ঘরে আসিয়া "মণিহরণ" রচনা করিতে লাগিলেন। প্রফুল্ল অভিনয়ও শেষ হইল, তাঁহার "মণিহরণ" লেখাও শেষ হইল। পরে সেই রাত্রেই অভিনয়ান্তে বসিয়া, সমস্ত গানগুলি রচনা করিয়া দিয়া বাটী আসিলেন।

ক্লাসিক থিয়েটারে "কপালকুণ্ডলা"ও এইরূপ এক-রাত্রে গিরিশচন্দ্র নাট্যাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেন।

(গিরিশ-গীতাবলী, ৩৮৩ পৃষ্ঠায় বিবরণ দ্রষ্টব্য)

২৮। গৈরিশী ছন্দ।

গিরিশচন্দ্রের নাটকে প্রবর্ত্তিত ছন্দ সম্বন্ধে নানা জনে নানা কথা কহিয়া থাকেন। ২৩শে এপ্রিল, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাকবি নবীন চন্দ্র সেনকে রেঙ্গুনে যে পত্র লিখেন, তন্মধ্যে গৈরিশী ছন্দের একটা কৈফিয়ৎ দিয়াছেন। নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল :—

" * * * তুমি যুদ্ধ না করিলে কি হয়? আমি যুদ্ধ ক'রবো। যুদ্ধ আর কিছু নয়, "গৈরিশী ছন্দের" একটা কৈফিয়ৎ। "গৈরিশীছন্দ" বলিয়া যে একটা উপহাসের কথা আছে, তার প্রতিবাদ। প্রতিবাদ এই, আমি বিস্তর চেষ্টা ক'রে দেখেছি, গদ্য লিখি সে এক স্বতন্ত্র, কিন্তু ছন্দোবদ্ধ ব্যতীত আমরা ভাষাকথা কইতে পারি না। চেষ্টা করলেও ভাষাকথা কইতে গেলেই ছন্দ হবে। সেইজন্য ছন্দে কথা—নাটকের উপযোগী। উপস্থিত দেখা যাক্, কোন্ ছন্দে অধিক কথা হয়। দীর্ঘ ত্রিপদী, লঘু ত্রিপদী বা যে যে ছন্দ বাঙ্গ্লায় ব্যবহার হয়, সকলগুলি পয়ারের অন্তর্গত। অমিত্রাক্ষর ছন্দ পড়িবার সময় আমার যেমন ভাঙ্গা লেখা, তেমনি ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড়্তে হয়। যেখানে বর্ণনা, সেখানে স্বতন্ত্র, কিন্তু যেখানে কথাবার্ত্তা, সেইখানেই ছন্দ ভাঙ্গা। তার পর দেখা যাউক, কোন্ ছন্দ অধিক। দীর্ঘ ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণের সহিত শেষ চরণ মিলিত হইয়া অধিকাংশ কথা হয় :—

"* * *, দেখিলাম সরোবরে, কমলিনী বান্ধিয়াছে করি।"

লঘু ত্রিপদীর দ্বিতীয় চরণ ও শেষ চরণ অনেক মিলিত হয় :—

"* * *, বিরস বদন, রাণীর নিকট যায়।"

এ সওয়ায় পয়ার, লঘু ত্রিপদীর এক এক পদ বিশেষতঃ শেষ পদ

পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হয়। আমার কথা এই যে, এস্থলে নাটকে চোদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়া কেন? চোদ্দ অক্ষরে বাঁধা পড়্‌লে দেখা যায়, সময়ে সময়ে সরল যতি থাকে না:—

বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে।"

এরূপ হামেসা-ই হবে। বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়া 'হইয়াছিল' প্রভৃতি অনেক সময়েই যতি জড়িত করিবে। কিন্তু গৈরিশী ছন্দে সে আশঙ্কা নাই। যতি সম্পূর্ণ করিয়া সহজেই লেখা যাইবে। আর এক লাভ, ভাষা নীচ হ'তে বিনা চেষ্টায় উচ্চ স্তরে সহজেই উঠবে। সে সুবিধা চোদ্দয় কিছু কম। কাব্যে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই; কিন্তু নাটকে অধিকাংশ সময় তার প্রয়োজন। * * *"

২৯। ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগ (Will-force.)

গিরিশচন্দ্র একদিন ন্যাসান্যাল থিয়েটারের সম্মুখে পাদচারণা করিতে করিতে তাঁহার পূর্ব্ব-বন্ধু "কামিনীকুঞ্জ" গীতিনাট্য রচয়িতা ও "সাহিত্য-সংহিতা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে গোপালবাবু, তোমার চেহারা এত খারাপ হ'য়ে গেল কিসে? তোমাকে আমি প্রথমে চিন্‌তেই পারি নাই।" গোপালবাবু উত্তর করিলেন, "অম্বলের ব্যারামে ভারি ভুগ্‌ছি, এমন হ'য়েছে যে সাগু বার্লি খেলেও অম্বল হয়। উপবাস ক'রেই দেখ্‌ছি, শীগ্‌গির মৃত্যু হবে। এখন ম'লেই বাঁচি।" গিরিশ বাবু সে সময়ে ইচ্ছা-শক্তিবলে (Will-force) রোগ আরোগ্য করিবার সাধনা করিতেছিলেন। তিনি গোপালবাবুর কথা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আজই তোমার ব্যারাম ভাল ক'রে দিব।" এই বলিয়া বাজার হইতে গরম গরম কচুরী এক ঠোঙা কিনিয়া আনাইলেন ও তাঁহাকে বলিলেন, "নির্ভয়ে পরিতোষপূর্ব্বক আহার করো"।

গোপালবাবু ভয় পাওয়ায় গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "ভয় কি—খাও, এইতো বল্‌ছিলে, ম'লেই বাঁচি, না খেয়ে মর্‌তে, না হয় খেয়েই মর্‌বে। আমার কথায় বিশ্বাস করো, আজ তোমার রোগ আরোগ্যের দিন।" গিরিশবাবু এত উৎসাহের সহিত অথচ গাম্ভীর্য্য সহকারে কথাগুলি বলিলেন, যে, গোপাল বাবু ভরসা পাইয়া পরম তৃপ্তির সহিত সে গুলি আহার করিলেন। গিরিশবাবু পরে তাঁহাকে এক গ্লাস সুশীতল জল খাইতে দিয়া বলিলেন, "তুমি নিশ্চয় জান্‌বে, তুমি আরোগ্য হ'য়ে গেছ, যাহা ইচ্ছা হবে খাবে, ভয় ক'রো না।" কিছুদিন পরে রোগমুক্ত গোপালবাবু বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া থিয়েটারে গিরিশবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

ষ্টার থিয়েটারে একদিন রাত্রে সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্তবাবু অমৃতলাল বসুর বিসূচিকা পীড়ার সূত্রপাত হয়। অমৃতবাবু ব্যাকুল হইয়া পড়েন, থিয়েটারের লোক সব ব্যস্ত। গিরিশবাবু ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করিয়া বলেন, "যা তোর রোগ ভাল হ'য়ে গেছে।" বাস্তবিক সেই রাত্রি হইতেই অমৃতবাবু আরোগ্য হইতে থাকেন।

গিরিশচন্দ্রের ইচ্ছাশক্তি-প্রয়োগে রোগ আরোগ্য-সম্বন্ধে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের নিম্নলিখিত পত্রখানি প্রকাশিত হইল।—

"আমার বাল্যবন্ধু পরম প্রীতিভাজন শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় উক্ত সময় ম্যালেরিয়া জ্বরে পীড়িত হন। একদিন অন্তরে বেলা দ্বিপ্রহরে জ্বর আসিত। এইরূপে ছয় মাস অতীত হইয়া গেল, কিছুতেই কিছু হইল না। আমি গিরিশ দাদাকে বলিলাম। তিনি একটী সাগুদানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—'তুই উপেনকে বলিস্, 'গিরিশ দাদা এই ঔষধ দিয়াছে, নিশ্চয় আরাম হবে।' জ্বরের পালার দিন উপেন্দ্রবাবুকে সাগুদানাটী খাওয়াইয়া আমি সেইরূপ বলিলাম।



চিন্তা।

দ্বিপ্রহরের সময় উপেন্দ্রের চোখ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কপাল প্রভৃতিও ঈষৎ উষ্ণ হইল। আমি বলিলাম, 'আজ আর কিছুতেই জ্বর আসিবে না।' অল্পক্ষণের মধ্যেই উপেন্দ্র বাবুর অল্প অল্প ঘাম হইয়া সে ভাব কাটিয়া গেল এবং সেই দিন হইতে এপর্য্যন্ত আর তাঁহার সেরূপ জ্বর হয় নাই। ছয়টী পালার সময় অতীত হইবার পর আমি উপেন্দ্রবাবুকে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলি। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।

বন্ধুবর দেবেন্দ্রবাবুর বর্ণিত ঘটনা সম্পূর্ণ সত্য।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,

৭নং শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩ খৃঃ।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় লাভের পর গিরিশ

চন্দ্র এই শক্তি বর্জ্জন করেন। পরমহংসদেব এরূপ শক্তি-চালনার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি বলিতেন, "এ সকল মানুষকে ক্রমে বুজ্‌রুক করিয়া তোলে; ও সব ভাল নয়।"

গিরিশচন্দ্রের আর একটী বিশেষ শক্তি ছিল, পত্র না খুলিয়া পত্রের মর্ম্ম বলিয়া দিতে পারিতেন। অনেকবার তাহার পরীক্ষা পাইয়াছি। ইচ্ছা-শক্তি-বর্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইহাও পরিত্যাগ করেন।

৩০। সময়ের মূল্য।

গিরিশচন্দ্র সময়ের মূল্য বুঝিতেন, কাহারও সময় নষ্ট করিতে তিনি ভালবাসিতেন না। কোনও পাওনাদার গিরিশচন্দ্রের নিকট আসিয়া বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতে তিনি বাক্স হইতে টাকা বাহির করিয়া দিয়া পরে ভৃত্যকে বলিতেন, "বাবুকে তামাক দে।" নচেৎ সঙ্গে সঙ্গে বলিতেন, "অমুক দিন অমুক সময় আসিবেন।" তিনি বলিতেন, দুই ঘণ্টা বাজে গল্পে বসাইয়া রাখিয়া পরে টাকা দেওয়া বা অন্যদিন আসিও বলা আমি একেবারে পছন্দ করি না। কার্য্য শেষ করিয়া সে তাহার সুবিধামত তিন ঘণ্টা গল্প করুক, তাহাতে আমার আপত্তি নাই।

৩১। অকৃতজ্ঞ দেহ।

একদিন দুরন্ত হাঁপানী পীড়ায় যন্ত্রণাভোগ করিতে করিতে গিরিশচন্দ্র হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "দেখ, অকৃতজ্ঞ দেহটার উপর আর আমার কোনও মমতা নাই। এই দেহের পুষ্টির জন্য কত উপাদেয় আহার দিয়েছি, কত যত্নে ইহাকে সাজিয়েছি-গুজিয়েছি,—কিন্তু এই দেহই পরম যত্নে হাঁপানীকে ডাকিয়া আনিয়া আশ্রয় দিয়াছে।

৩২। স্বামী বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্র।

গিরিশচন্দ্রের বিশ্বাস ও ভক্তি অতুলনীয় ছিল। ইদানীকার ভক্তগণের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবকে ভগবান বলিয়া প্রথমে

তিনিই পূজা করেন। বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ হৃদয়মধ্যে গুরুদেবকে সাক্ষাৎ ভগবান জানিলেও গিরিশ বাবুর সহিত তর্ক করিয়া বলিতেন, "ঠাকুরকে ভগবান বলিয়া আমি স্বীকার করি না।" গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ভগবানের সর্ব্বলক্ষণ তাঁহাতে, অস্বীকার করিবার উপায় নাই।" এই তর্ক চলিত। উভয়েই শিক্ষিত, উভয়েই নানা বিদ্যায় পণ্ডিত,—সমাগত ভক্তমণ্ডলী নীরবে সেই সুদীর্ঘ সারবান তর্কযুক্তি শ্রবণ করিতেন। বিবেকানন্দ ও গিরিশচন্দ্রের তর্ক শুনিবার জন্য বহু ভক্ত আগ্রহে ছুটিয়া আসিতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালীন স্বামীজী প্রায়ই সহচর ভক্তগণকে বলিতেন, "চলহে, G. C.-র সঙ্গে খানিক "False talk" ক'রতে যাই। গিরিশচন্দ্রকে গুরু-নিন্দায় আহত করিয়া স্বামীজী তৎপরিবর্ত্তে গুরুগুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অজস্র আনন্দে ভরপূর হইয়া প্রস্থান করিতেন।

৩৩। কন্যার মৃত্যু।

তাঁহার একমাত্র কন্যা, মৃত্যুর পূর্ব্বদিনে বলেন, "যদি বাপি তারকেশ্বরে গিয়া আমার জন্য বাবার চরণামৃত লইয়া আসে, তাহা হইলে আমি ভাল হই।" মুমূর্ষু কন্যার তৃপ্তির জন্য তিনি তৎপরদিন তারকেশ্বরে গমন করেন। মহান্তের গদিতে পূজার টাকা জমা দিবার সময় জনৈক কর্ম্মচারী গিরিশচন্দ্রের দিকে পুনঃ পুনঃ চাহিয়া বলিলেন, "মহাশয়কে যেন পূর্ব্বে কোথায় দেখিয়াছি।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি থিয়েটারের নটো গিরিশ ঘোষ।" লোকটি আপ্যায়িত করিবার পূর্ব্বেই তিনি বাবার মন্দিরে পূজা দিবার নিমিত্ত প্রবেশ করিলেন। পূজা দিয়া তিনি গম্ভীরভাবে মন্দির হইতে বাহির হইলেন। পূজা দিয়া গিরিশচন্দ্রের মনে আশার সঞ্চার হয় নাই। বাস্তবিক কলিকাতায় যখন তিনি ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়তমা কন্যাব দেহ ভস্মীভূত হইয়াছে। এই দুহিতা, একটী কন্যা ও তিনটী অপোগণ্ড

পুত্র রাখিয়া সতীলোকে গমন করেন। তন্মধ্যে মধ্যম পুত্র ও কন্যাটি গিরিশচন্দ্রের জীবিতাবস্থাতেই ইহলোক ত্যাগ করে। শ্রীমান্ দুর্গাপ্রসন্ন বসু ও শ্রীমান্ ভগবতীপ্রসন্ন বসুকে রাখিয়া গিরিশচন্দ্র স্বর্গ গমন করিয়াছেন। শ্রীভগবান তাঁহার এই দুই দৌহিত্রকে দীর্ঘজীবী করুন।

৩৪। কৈফিয়ৎ।

কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র কর্ম্মপ্রিয় ছিলেন। তিনি বলিতেন, "আমি কার্য্য চাই, কৈফিয়ৎ চাই না।" কার্য্য না দেখাইয়া যাঁহারা কৈফিয়ৎ দিতেন, তিনি তাঁহাদের উপর বিশেষ বিরক্ত হইতেন। নূতন নাটক খুলিবার পূর্ব্বে বা কোনও বিশেষ কার্য্যভার লইয়া, যদি কেহ হঠাৎ কামাই করিয়া বা কার্য্য-শৈথিল্য হেতু কোনও বিশেষ বাধা-বিঘ্নের উল্লেখ করিতেন, তাহা হইলে তিনি বলিতেন, "তোমার কৈফিয়ৎ অতি সুন্দর হইয়াছে, ইহাতে তোমার কোন দোষ দেওয়া যায় না, কিন্তু জানিবে—কোম্পানীর বিশেষ ক্ষতি হইল।"

৩৫। প্রায়শ্চিত্ত।

একদিন এক ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত কথাপ্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্রকে বলিতেছিলেন, "কৃতাপরাধের জন্য ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। হিন্দুদিগের প্রায়শ্চিত্ত-বিধির এই উদ্দেশ্য।" গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "প্রার্থনার পূর্ব্বেই তো তিনি ক্ষমা করিয়াছেন। সংসারে প্রতি পাদ-ক্ষেপে আমাদের অপরাধ হইতেছে। তিনি দোষ গ্রহণ করিলে মানুষের সাধ্য কি, এক মূহুর্ত্ত স্থির থাকে!"

৩৬। উপস্থিত রচনা-শক্তি।

(১)

একদিন গিরিশচন্দ্র আফিস যাইবার জন্য পথে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে তাঁহার পরিচিত কোনও ভদ্রলোক আসিয়া অনুরোধ করেন,

"আমি বেহাই বাড়ীতে লিচু পাঠাইতেছি, তোমায় একটা কবিতা বেঁধে দিতে হবে।" গিরিশচন্দ্র তৎক্ষণাৎ লিখিয়া দিলেন :—

সুগোল কণ্টকময় পাতা কুচু কুচু,
সবিনয় নিবেদন পাঠাতেছি কিছু।
দেখিলেই বুঝিবেন রসভরা পেটে,
মধ্যেতে বিরাজ করে আঁটি বেঁটে বেঁটে।
সুরস রসেতে যদি রসে তব মন,
জানিবেন এ দাসের সিদ্ধ আকিঞ্চন।

(২)

কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের সহিত গিরিশচন্দ্রের বড়ই সৌহার্দ্দ্য ছিল। এই সৌহার্দ্দ্যের ভিত্তি প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। প্রথম আলাপের দিন গিরিশচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে বলেন, "আপনার পলাশীর যুদ্ধের "ক্রম ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি" লাইনটি লর্ড বায়রনের "Child Harold" হইতে গৃহীত।* বায়রন যেমন ওয়াটারলু যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন, আপনিও পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা সেইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হয়, "ক্রম ক'রে দূরে তোপ গর্জ্জিল অমনি" এ লাইন ভাল অনুবাদ হয় নাই।" নবীনচন্দ্র বলিলেন, "আপান কিরূপ অনুবাদ করিতেন?" উত্তরে গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "মুখে মুখে হঠাৎ বায়রনের অনুবাদ করা সহজ নয়, তবু বোধ করি, এইরূপ হইলে বায়রনের ভাব কতক বজায় থাকে:—

নিকট প্রকট ক্রমে বিকট গর্জ্জন,
অস্ত্র ধর' অস্ত্র ধর'—কামান ভীষণ!

উদার কবি গুণ-মুগ্ধ হইয়া গিরিশচন্দ্রকে ভ্রাতৃ-সম্বোধন করেন এবং বরাবরই এইরূপ সম্বোধন করিতেন।

* And nearer, clearer, deadler than before—
Arm, arm, it is—it is the canon's opening roar!

৩৭ । তর্ক-শক্তি ।

(১)

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যত বড় খ্যাতাপন্ন ও শক্তিশালী লেখক হউন না, আমি কখনও মনে মনে তর্ক-বিতর্ক না করিয়া তাঁহার কোন সিদ্ধান্ত মানিয়া লই নাই।" এই প্রণালীতে অধ্যয়ন করায় গিরিশ-চন্দ্রের তর্কশক্তি এত প্রখর হইয়াছিল যে সহজে তাঁহাকে পরাস্ত করা এক প্রকার দুঃসাধ্য হইত। একদিন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমীপে ভারতবিখ্যাত মহাপ্রাজ্ঞ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের সহিত "গুরু-পূজা" লইয়া গিরিশচন্দ্রের মহা তর্ক উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ তর্কের পর ডাক্তার সরকার গিরিশচন্দ্রের তর্ক ও যুক্তি-প্রদর্শন-শক্তিতে মুগ্ধ হইয়া বলেন, "তোমার কাছে হেরে গেলুম, দাও পায়ের ধুলো দাও।" পরে স্বামী বিবেকানন্দকে বলেন, "আর কিছু নয়, his intellectual power (গিরিশচন্দ্রের বুদ্ধিমত্তা) মান্‌তেই হবে। (বিস্তৃত বিবরণ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, ১ম ভাগ, ২৬২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

(২)

তর্কে গিরিশচন্দ্রের কখনও ঔদ্ধত্যভাব প্রকাশ পাইত না, কিন্তু তিনি সে সময় আত্মহারা হইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার প্রখর তর্কশক্তির পরিচয় পাইয়া, সময়ে সময়ে তাঁহাকে উপস্থিত কাহারও কাহারও সহিত তর্কযুদ্ধে নিয়োগ করিয়া দিতেন। এইরূপে একদিন স্বনামখ্যাত মহিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সহিত তাঁহার তর্কযুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিছুক্ষণ তর্কের পর মহিমচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের সিদ্ধান্ত মানিয়া লইলেন। তর্কশেষে গিরিশচন্দ্র স্থানান্তরে গমন করিলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মহিমচন্দ্রকে বলিলেন, "আপনি দেখ্‌লে, ও জল খেতে ভুলে গেল।* যদি ওর কথা না মান্‌তে, তাহলে তোমায়

* কিছুক্ষণ পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্র জল চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তর্ক করিতে করিতে আত্ম-হারা হইয়া তাঁহার তৃষ্ণার কথা মনেই ছিল না।

ছিঁড়ে খেতো।" কিন্তু ইদানিং তিনি আর বড় তর্ক করিতেন না। শঙ্করাচার্য্যের এক স্থলে গিরিশচন্দ্র লিখিয়াছেন :—

"তর্ক-বুদ্ধি-নাশ হেতু তর্ক প্রয়োজন।" শঙ্করাচার্য্য। ৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।

৩৮। হিন্দু শাস্ত্রকারগণের প্রতি শ্রদ্ধা।

হিন্দুশাস্ত্রকারগণের উপর গিরিশচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি বলিতেন, "ইহাঁরা চিন্তার যে সকল স্তর উদ্ভাবন করিয়াছেন, সাধারণ মানববুদ্ধি সে স্তরে উপনীত হইতে পারে না। নাস্তিকতার অনুকূলে শাস্ত্রকারগণ যে সকল তর্কযুক্তি দেখাইয়াছেন, ইয়ুরোপীয় বড় বড় দার্শনিক নাস্তিকগণের মস্তিষ্কে সে সকল তর্কযুক্তি উদয় হয় নাই। স্বকৃত এই প্রখর তর্কযুক্তি অবশেষে পরাস্ত করিয়া ইহাঁরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে মীমাংসা করিয়াছেন। আমি দেখিয়াছি, শাস্ত্রকারগণ আমার জন্য পূর্ব্ব হইতেই তর্কযুক্তি চিন্তা দ্বারা আমার জ্ঞাতব্য বিষয়-সকলের মীমাংসা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। এমন অনুকূল বা প্রতিকূল যুক্তি চিন্তা কোথাও দেখি নাই, যাহা পূর্ব্ব হইতেই শাস্ত্রকারগণের মস্তিষ্কে উদয় হয় নাই, এবং তাহার মীমাংসা তাঁহারা করিয়া যান নাই।"

৩৯। আত্ম-জীবনী রচনা।

কোন সময় আত্মজীবনী লিখিবার জন্য অনুরোধ করিলে গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "সে বড় সহজ কথা নয়। বেদব্যাস তাঁহার জন্ম-বৃত্তান্ত যেরূপ অকপটে বলিয়াছেন, যখন আত্মদোষ ব্যক্ত করিবার সেইরূপ সাহস হইবে, তখন আত্মজীবনী লিখিবার কথা উত্থাপন হইতে পারে। নচেৎ আত্মজীবনী লিখিতে বসিয়া আপনাকে আপনার উকীল হইতে হয়, কেবল দোষস্খালনের চেষ্টা এবং আত্মম্ভরিতা প্রকাশ।"

৪০। Paradise Regained.

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "মিল্‌টনের "Paradise Lost" মহাকাব্যেরই সাধারণে বিশেষ আদর। "Paradise Regained" তত আদর করিয়া

কেহ পড়ে না। আমি কিন্তু শেষোক্ত কাব্যের নিকট বিশেষ ঋণী। "Paradise Regained" না পড়িলে আমি "চৈতন্যলীলা" যে রূপ ভাবে লিখিয়াছি, তেমন করিয়া লিখিতে পারিতাম না।" বলা বাহুল্য, "চৈতন্য-লীলা" লিখিবার পূর্ব্বে গিরিশচন্দ্রের পরমহংসদেবের সহিত পরিচয় হয় নাই।

৪১। উপন্যাস পাঠ।

উপন্যাস পাঠসম্বন্ধে গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ফিল্ডিং, স্কট, ডিকেন্স, থ্যাকারে প্রভৃতির উপন্যাস আগে পাঠ করা উচিত। (সমসাময়িক লেখকদিগের মধ্যে তিনি মেরি কোরেলির বড়ই সুখ্যাতি করিতেন।) ফরাশী উপন্যাস লেখকগণের গল্প-রচনা-শক্তি অতি উৎকৃষ্ট :—যেমন ডুমা প্রভৃতি। ইংরাজ উপন্যাস-লেখকগণ যেমন চরিত্র অঙ্কনে, ফরাসী উপন্যাস-লেখকগণ তেমনি গল্প সৃজনে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভিক্টর হিউগোর যেমন চরিত্র-সৃজন-শক্তি, তেম্‌নি গল্প-রচনা—তেম্‌নি কল্পনা-শক্তি ছিল। যদি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস-লেখকের হাস্যরসে অধিকার থাকিত, তাহা হইলে ইহাঁকেই অনেকাংশে সেক্‌সপীয়রের সমকক্ষ কবি বলা যাইত।"

৪২। মেঘনাদবধ নাটক।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন—"মাইকেল রামচরিত্র ঠিক অঙ্কিত করেন নাই।" পৌরাণিক নাটকাবলী লিখিবার সময় একবার "মেঘনাদবধ" লিখিবার কল্পনা হয়। লেখা আরম্ভও হইয়াছিল। যথা :—

রাবণ। রামরূপে কে এলো লঙ্কায়,
কোন্ পূর্ব্ব অরি পূর্ব্ব দুখ স্মরি
পশি স্বর্ণ-গেহে জ্বালিল এ কালানল!

এইরূপ কিয়দংশ লিখিবার পর গুরুস্থানীয় মাইকেল মধুসূদনের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে হইবে ভাবিয়া গিরিশচন্দ্র উক্ত নাটক লিখিবার কল্পনা পরিত্যাগ করেন।

৪৩। কলাবিদ্যা।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "The best art is to conceal art. অর্থাৎ কলা-কৌশল গোপন করাই শ্রেষ্ঠ কলা-বিদ্যা।" তিনি বলিতেন, যত প্রকার রচনা আছে, নাটক রচনা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং শ্রেষ্ঠ। ইতিহাস লেখা তাহার নীচে।"

৪৪। চিত্রকর ও কবি।

গিরশচন্দ্র বলিতেন, "চিত্রকরের ন্যায় কবিও ছবি চিত্র করেন। একজন বর্ণে—অন্য জন কথায়। আমি আমার রচনায় ঠিক ঠিক ছবি তুলিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি।"

৪৫। নাটকে অবস্থাগত ভাব ও ভাষা।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "ঘোরতর দুশ্চিন্তায় মানবের মস্তিষ্ক যখন জড়িত হয়, তখন তাহার ভাব ও ভাষাও জড়িত হয়। সূক্ষ্মদর্শী নাট্যকার সেইরূপ অবস্থায় চরিত্রের মুখে জড়িত ভাব ও ভাষা ব্যক্ত করেন। হ্যাম্‌লেটের মনে যখন আত্মহত্যা উচিত কি অনুচিত, এইরূপ দ্বন্দ্ব চলিতেছে, তখন তিনি বলিতেছেন, 'To take arms against a sea of troubles.' এক দিকে বিপদ সাগর, অপর দিকে তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার কথা। হ্যামলেটের মস্তিষ্কের ভাব এই একছত্রে বিশেষ-রূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।"

৪৬। শাস্তি।

গিরিশচন্দ্র একদিন আমায় কথা-প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন, "যদ্যপি ভগবান সদয় হইয়া তোমায় কেবল মাত্র একটী বর দিতে চাহেন, তাহা হইলে তুমি কি বর প্রার্থনা করিবে? তাঁহার কাছে চাহিবার মত কি আছে?" আমি উত্তরে "ধর্ম্মে যেন মতি থাকে ইত্যাদি" নানারূপ বলিলাম। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "তুমি সব ভাবিয়া চিন্তিয়া সাজাইয়া বলিতেছ। কথাটা কি জানো, টাকা, মান প্রভৃতি যে যাহা চাহিতেছে,

শান্তির জন্যই চাহিতেছে; মনে করিতেছে, ঐ সকল পাইলেই শান্তি পাইবে। প্রত্যেক মনুষ্যই শান্তির প্রার্থী। যে যে অবস্থাগত হোক্, সকলে শান্তির প্রয়াসী। শান্তি ভিন্ন আর দ্বিতীয় প্রার্থনা নাই।"

৪৭। বিপদে প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব।

আর একদিন গিরিশচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "তুমি পল্লীগ্রামে বাস করো; হঠাৎ মাঠে যদি লাঠি হস্তে তোমাকে দস্যুতে আক্রমণ করে, তুমি কি করিবে?" আমি উত্তর করিতে না পারায় তিনি বলিয়াছিলেন, "দেখ, ঐ সময় অনেকে ছুটিয়া পলাইবার চেষ্টা করে এবং লাঠিটি ঘাড়ে পাতিয়া লইবার সুযোগ করিয়া দেয়। কিন্তু এরূপ বিপদে পড়িলে উচিত, দস্যু লাঠি উত্তোলন করিবা মাত্র তাহারই দিকে ছুটিয়া গিয়া তাহার কোমর জড়াইয়া ধরিয়া—পেটে মাথা গুঁজিয়া দেওয়া। আর সেই সুযোগে এক মুঠা ধুলা সংগ্রহ করিয়া যদি কোনও রূপে দস্যুর চক্ষে নিক্ষেপ করিতে পার, তাহা হইলে পলাইবার এমন সুযোগ আর পাইবে না।

৪৮। প্রলোভনে সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি-দান।

আমি এক সময় একখানি উপন্যাস পাঠ করিয়া গিরিশচন্দ্রকে বলি, "মহাশয়, এ গ্রন্থ-প্রণেতার একটি রচনা-বৈচিত্র্য এই, নায়ক যেখানে যেখানে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতেছে, অচিরে তন্নিমিত্ত সে পুরস্কৃত হইতেছে। বেশ সুকৌশলে গ্রন্থ-রচয়িতা সৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন।" গিরিশচন্দ্র গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন, "গ্রন্থকারের এরূপ পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্তিদান আমি আদৌ ভাল বলি না। প্রথমতঃ সত্যের সংসারে এ রূপ সকল সময় দেখা যায় না। সৎকার্য্য করিয়া জীবনে কখন কেহ ফল পায়, কেহ বা ইহজীবনে পায়-ই না। কিন্তু সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান—সৎকার্য্যের জন্য—সুফল প্রাপ্তির জন্য নয়,—উচ্চপ্রকৃতি গ্রন্থকার এই উচ্চ আদর্শ মানব চক্ষে ধরিবার প্রয়াস পাইবেন। সংসারে এরূপ লোক আছে, যাহারা সৎকার্য্য করিয়া



অভিনেতার ধ্যানে—গিরিশচন্দ্র



"তর্কের সময় নাই—তর্কের প্রয়োজন নাই।"

"পশুপতি"র ভূমিকায়—গিরিশচন্দ্র।

মৃণালিনী, ৩য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক।



"ওহে একটা পয়সা দাওনা,—একটা পয়সা দাও না।"

"যোগেশের" ভূমিকায়—গিরিশচন্দ্র।

প্রফুল্ল, ৪র্থ অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক।



প্রৌঢ়ে—গিরিশচন্দ্র।

পুরস্কারের প্রত্যাশা করে এবং না পাইলে সৎকার্য্যে আস্থাহীন হয়। তুমি যেরূপ পুস্তকের কথা বলিতেছ, এ রূপ পুস্তকে এই সকল লোকের ভ্রান্ত বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করে, কিন্তু তাহারা যখন কার্য্যক্ষেত্রে বিপরীত দেখে, তখন তাহাদের ধর্ম্মের প্রতিও বিশ্বাস হারাইয়া যায়।

৪৯। দ্বিতীয় বার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা।

একদিন শীতকালের রাত্রে থিয়েটার হইতে বাটী ফিরিয়া আসিবার সময় গিরিশচন্দ্র দেখিলেন, বাটীর সম্মুখস্থ মাঠে একজন হিন্দুস্থানী "হুঁ হুঁ" শব্দ করিতেছে। ভৃত্য পাঠাইয়া জ্ঞাত হইলেন, লোকটীর ভারি জ্বর হইয়াছে, শীতবস্ত্র নাই, একখানি খাটিয়ার নীচে শুইয়া শীত নিবারণের বৃথা চেষ্টা করিতেছে। তখন রাত্রি প্রায় ২॥০টা, অন্য উপায় না থাকায় তিনি আহারান্তে শয়ন করিলেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার নিদ্রা হইল না, কেবলই মনে হইতে লাগিল, আমি ত দিব্য গরম বিছানায় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি, আর এ ব্যক্তি জ্বরে—শীতে খোলা জায়গায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। প্রভাত হইবামাত্র তিনি একখানি কম্বল ও ঔষধ কিনিয়া আনাইয়া রোগীকে দিয়া তবে সুস্থ হইলেন।

ইহার অল্পদিন পরেই গিরিশচন্দ্রের প্রতিবাসী একজন পরামাণিকের কলেরা হয়। তিনি তাহাকে দেখিতে যাইলে পরামাণিক "বাবু ওষুদ—বাবু ওষুদ" বলিয়া কাতরোক্তি করে। গিরিশবাবু পরে ঔষধের ব্যবস্থা করিলেও যথা সময়ে ঔষধ না পড়ায় রোগী এক প্রকার বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। গিরিশবাবু পূর্ব্বে অফিসে কার্য্যকালীন হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসা করিতেন, নানাকারণে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর পুনরায় তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থ ও ঔষধ ক্রয় পূর্ব্বক চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া জীবনের শেষ পর্য্যন্ত দীনদরিদ্রের সেবা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয়বার হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ব্রতী হইবার পর, শ্রদ্ধাস্পদ

দেবেন্দ্রবাবু একদিন গিরিশবাবুকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি আবার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন কেন?" উত্তরে গিরিশবাবু বলেন, "থিয়েটারের কার্য্যে এখন আর আমায় পূর্ব্বের ন্যায় খাটিতে হয় না, হাতে অনেক সময়। নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিলে হয় স্বার্থচিন্তা, নয় পরচর্চ্চায় সময় কাটাইতে হয়। এ কার্য্যে ব্রতী হইয়া সে সকল হইতেও অব্যাহতি পাওয়া যায়, এবং দীনদরিদ্রের উপকারও হয়।

——:o:——

৫০। কালিদাস ও সেকস্‌পীয়ার।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"কালিদাস মহাকবি, শকুন্তলা নাটকে অতি উচ্চ অঙ্গের নাট্যকলার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম দৃশ্য দেখ।—রাজা পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত, মৃগকে শর সন্ধান করিয়াছেন, এমন সময় শুনিলেন, 'মহারাজ, এ আশ্রম-মৃগ, বধ করিবেন না—বধ করিবেন না।' তাহার পর মুনিগণ তাঁহাকে কণ্ব মুনির আশ্রমে গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিয়া শ্রান্তি দূর করিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। রাজা ভাবিলেন, 'আজ রাত্রে দীর্ঘ শ্মশ্রু মুনিগণের সহবাস, শাস্ত্রীয় আলাপন এবং হরিতকী ভক্ষণ! এই কল্পনায় রাজা চলিতেছেন, সহসা পথে তিনটী অপূর্ব্বা সুন্দরীর সহিত সাক্ষাৎ। তাঁহাদের মিষ্ট হাসে, মিষ্ট ভাষে রাজা বিমোহিত, এখানে আর মদনের শর-সন্ধানের অপেক্ষা করে না।

আবার দেখ,—আশ্রমের এই প্রেম-কাহিনী দুর্ব্বাসার শাপে রাজা বিস্মৃত হইলেন; অভিজ্ঞান প্রাপ্তে সে মোহ কাটিয়া গেল, শকুন্তলার চিত্র স্মৃতি-পটে ফুটিয়াছে। রাজা বয়স্যসহ কুঞ্জে বসিয়া প্রণয়িনীর বাহ্যচিত্র দেখিতেছেন, ভৃঙ্গ শকুন্তলার মুখের কাছে উড়িয়া উড়িয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। রাজা বলিতেছেন, 'বয়স্য, এ দুর্ব্বৃত্তকে নিবারণ করো।' রাজা অন্তরের চিত্র ও বাহ্যচিত্রে অভিভূত হইয়া যে কতদূর তন্ময় হইয়াছেন, তাহা কি নিপুণভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। ইহা উচ্চ অঙ্গের কাব্যকলা।

কিন্তু নাট্যকলায় সেক্‌সপীয়ার অদ্বিতীয়। ঘটনা পরম্পরার সূচনার সমাবেশে সেক্‌সপীয়ারের সমকক্ষ কেহ নাই। জ্যামিতির যেমন Theorem প্রতিপন্ন করিয়া শেষে Q. E. D. অর্থাৎ Question Exactly Demonstrated বলিয়া লেখা হয়, সেক্‌সপীয়ারের নাটকের পরিণামে ঠিক সেইরূপ Q. E. D. লেখা যাইতে পারে।* হ্যাম্‌লেটের পিতার সহসা মৃত্যু হইয়াছে, পিতৃ-বিয়োগের অল্পদিনমাত্র পরেই মাতা দেবরকে পাণিদান করিয়াছেন। মৃত নরপতির প্রেতাত্মা পুত্রকে প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতেছে। এরূপ অবস্থাগত চরিত্রের, পরিণাম Tragedy বই আর কিছুই হইতে পারে না। নাটকের পরিণাম Tragedy হইবে কি Comedy হইবে, সেক্‌সপীয়ার তাঁহার প্রতি নাটকে তাহার বীজ প্রথম অঙ্কেই কোথাও বা প্রথম দৃশ্যেই বপন করিয়াছেন।

(ব্যাস ও সেক্‌সপীয়ার।)

সেক্সপীয়ার কল্পনা-শক্তিতে ব্যাসদেবের সমকক্ষ হইতে পারেন না। সত্য বটে, সেক্সপীয়ার যেখানে যে কল্পনা করিয়াছেন, অন্য কোন কবি তাহা হইতে উচ্চতর কল্পনা করিতে পারেন নাই, কিন্তু যে কল্পনায় কৃষ্ণচরিত্র প্রতিভাত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা সেক্সপীয়ারের আসন নিম্নে। সেক্সপীয়ার অন্তর্দ্বন্দ্বে ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির অতি অদ্ভুত লীলা দেখাইয়াছেন, কিন্তু মহাকবি ব্যাসের দৃষ্টি আরও সূক্ষ্ম। প্রবৃত্তি ও প্রকৃতির কোথা হইতে উদ্ভব, তিনি তাহাও দেখাইয়াছেন। দেখ না, দুর্য্যোধন মহামানী। বেদব্যাস দেখাইয়াছেন, যে সতী (গান্ধারী) স্বামীর অন্ধত্বের নিমিত্ত জগৎ-সংসার দেখিবেন না বলিয়া চক্ষে ঠুলি দিয়া থাকিতেন, তাঁহার পুত্র মহামানী হইতে পারে কি না? আরও দেখ,—চরিত্র ও ঘটনায় মহাকবি ব্যাসের

* (L. *quod erat demonstrandum*). Which was to be demonstrated.

কি সূক্ষ্মদৃষ্টি,—কীচক বধ করিতে হইবে। ভীম দ্রৌপদীকে বলিলেন, কোনওরূপে তাহাকে ভুলাইয়া নাট্যশালায় লইয়া আসিতে পার? দ্রৌপদী অনায়াসে তাহা কার্য্যে পরিণত করিলেন। দ্রৌপদীর প্রতি-হিংসা-তৃষা এত প্রবল যে নারীর ছল অবলম্বনে কীচককে ভুলাইয়া আনা তাঁহার কাছে কি! সীতা, সাবিত্রী বা দময়ন্তীকে এরূপ অনুরোধ করিলে, তাঁহারা প্রস্তাব শুনিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেন। কিন্তু যাঁহাকে পঞ্চ স্বামীর মন রাখিতে হয়, কীচককে ভুলাইয়া আনা তাঁহার পক্ষে সহজসাধ্যই হইয়াছিল। মহাকবি কালিদাসও অতি সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন কবি। শকুন্তলা রাজা দুষ্মন্ত কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাঁহাকে 'অনার্য্য' বলিয়া গালি দিলেন। সীতা বা দময়ন্তী কখনই এরূপ দুর্ব্বাক্য স্বামীকে বলিতে পারিতেন না। কিন্তু শকুন্তলা যে স্বর্গবেশ্যা মেনকার গর্ভজাতা, এই দুর্ব্বাক্য-প্রয়োগে তাহা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

৫১। মাতৃভাষায় অনুরাগ।

গিরিশচন্দ্রের মাতৃভাষায় কিরূপ অনুরাগ ছিল, এবং বাঙ্গালা ভাষা যে হৃদয়ের সকল ভাব, সকল উচ্চ চিন্তা প্রকাশ করিতে সক্ষম, তাহা তিনি কোন সময় একটী কবিতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন! যদিও আমরা সম্পূর্ণ কবিতাটী বহু চেষ্টা করিয়াও পাই নাই, যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিলাম:—

"* * * * *

দেবভাষা পৃষ্ঠে যার, কিসের অভাব তার,
কোন ভাষে বাক্য-ভাবে হেন সংযোজন?
মধুর গুঞ্জরে অলি, বিকাশে কমল-কলি,
কোন্ ভাষে কুঞ্জবনে কোকিল কুহরে?
কালের করাল হাসি, দলকে দামিনীরাশি,
নিবিড় জলদজাল ঢাকে বা অম্বরে?"

৫২। অমৃতবাবুর একটি কথা।

(গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধে প্রবীণ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার একটি বিষয় তাঁহার নিজের কথায় আমরা নিম্নে লিপিবদ্ধ করিলাম।)—

প্রায় ৪২ বৎসরের সৌহার্দ্দ্য ও সাহচার্য্যে নাট্যকলা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান আমি গিরিশবাবুর নিকট লাভ করিয়াছি, বিশেষতঃ সেই সুদূর কৈশোরকালে তিনি একরূপ জোর করিয়া আমার প্রবৃত্তিকে জাগাইয়া না তুলিলে, আমি যা দুই একখানা নাটক বা কবিতা লিখিয়াছি, তাহাও লিখিতাম কি না—সন্দেহ। কিন্তু অভিনয়-বিদ্যার হাতে খড়ি আমার অর্দ্ধেন্দুর কাছে; হাস্যরস-অভিনয়ে নিত্যসিদ্ধ অর্দ্ধেন্দু আর আমি বিদ্যালয়ে সহপাঠী ছিলাম, কিন্তু তাঁহার নিকটই আমার অভিনয়-বিদ্যার হাতেখড়ি। গিরিশচন্দ্রকে যে আমি গুরু বলিয়া ভক্তি ও সম্বোধন করিতাম, তাহার কারণ—নাট্যবিদ্যাশিক্ষা অপেক্ষা অনেক উচ্চতর।

আমাদের সংসার সেকেলে ধরণের; ছেলেবেলা খুব ঠাকুর-দেবতা মানিতাম, খেলার ছলেও ঠাকুরপূজা করিতাম। পরে যৌবনের প্রথম উদ্গমে কেশববাবুর নব অভ্যুদয়কালে প্রতিমা-পূজাকে পৌত্তলিকতা মনে করিয়া ব্রাহ্মভাবে মনকে গঠিত করিতে চেষ্টা করি। তারপর যখন সাধারণ নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে থিয়েটার করিতে আরম্ভ করিলাম, তখন কেমন একটা মনে হইল যে ঈশ্বরকে ডাকিবার আমার আর কোনও অধিকার নাই। শেষে অভ্যাসের আধিপত্যে দেবতার দ্বার হইতে বহুদূরে অন্ধকারে পড়িয়া গেলাম। এইরূপে কতক দিন যায়, একদিন গিরিশবাবুতে আমাতে তাঁহার বাড়ী হইতে বিডন ষ্ট্রীটে থিয়েটার যাইবার উদ্দেশে একত্রে যাত্রা করিয়াছি, পথিমধ্যে বাগবাজারের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী তলায় দাঁড়াইয়া গিরিশবাবু মাকে প্রণাম

করিলেন ; আমি চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। প্রণাম শেষ করিয়া যাইতে যাইতে গিরিশবাবু আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি প্রণাম করিলে না ?' আমি বলিলাম, 'না'। গিরিশবাবু আর কোনও কথা কহিলেন না। পরে শোভাবাজারের যে পঞ্চানন্দ ঠাকুর আছেন, গিরিশবাবু আবার সেখানে প্রণাম করিলেন, আমি অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিলাম। পরে চলিতে আরম্ভ করিলে এবার গিরিশবাবু আমায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ওখানে ঘাড়টা ফিরিয়ে ছিলে কেন ?' আমি উত্তর করিলাম, 'ও বাবা ঠাকুরটী অপয়া।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'অপয়া বলিয়া তোমার বেশ বিশ্বাস আছে ?' আমি বলিলাম, 'সকলেই তো বলে, কাজেই বিশ্বাস করিতে হয়।' গিরিশবাবু বলিলেন, 'বেশ, ঐ বিশ্বাসই ঠিক রেখো, ও ঠাকুরের আর মুখ দেখো না।' এ সম্বন্ধে সেদিন আর কোনও কথা হইল না; কিন্তু আমার মনে কেমন একটা খট্‌কা লাগিল, ভাবিলাম, যদি অপয়া বিশ্বাস করি, তবে পয়মন্ত বিশ্বাস করি না কেন ? গিরিশবাবুর জীবনে তখন একটা অসাধারণ পরিবর্ত্তনের অবস্থা; ঘোর অবিশ্বাসী নিরীশ্বরবাদী গিরিশের রসনা তখন 'মা, মা,' রবে মুখরিত। তিনি অনবরত মা মা, মা কালী, কালী করালবদনা ইত্যাদি উচ্চারণ করেন, আর আমরা দেখিতে পাই যে তাঁহার বক্ষ যেন শক্তিতে স্ফীত হয়, মুখ-মণ্ডল যেন এক অনৈসর্গিক তেজে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে। তাঁহার বিশ্বাস তখন এত দৃঢ়, এত সংশয়ের ছায়ামাত্র শূন্য যে তিনি দর্প করিয়া বলিতেন, 'বেটীকে গাল ভ'রে, বুক ভ'রে চেঁচিয়ে ডেকে যা চাব, তাই পাব।' সভ্যসমাজে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মূর্খ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবার আশঙ্কাকে উপেক্ষা করিয়া বলিতেছি যে মা কালী—করালবদনা ইত্যাদি স্তোত্র পাঠ করিয়া গিরিশবাবু অতি অল্প সময়ের মধ্যে অনেকের মজ্জাগত বহুদিনব্যাপী পুরাতন পীড়ার উপশম করিয়াছেন, ইহা

আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। পরে একদিন 'মৃণালিনী' নাটকে পশুপতির ভূমিকা অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার এমন এক অবস্থা হয় যে তিনি সেই দিন, সেই সময়েই* প্রতিজ্ঞা করেন যে, আর মার নিকট শক্তি চাহিব না, কিছু চাহিব না, ক্ষমতা জাহির করিব না। আমাদেরও বলিতেন, 'মাকে ডাকো,কিন্তু কিছু চেয়ে টেয়ে কাজ নাই।' গিরিশবাবু 'মা মা' করিতেন, তাই থিয়েটারের অন্যান্য সকলেও 'মা মা' করিত, সঙ্গে সঙ্গে আমিও বচন আওড়াইতাম, কিন্তু প্রাণে তৃপ্তি হইত না, কেমন ফাঁকা ফাঁকা ঠেকিত। একদিন সন্ধ্যার পর আমরা থিয়েটারে ষ্টেজের উপর বসিয়া আছি,সে দিন যে টুকু রিহারস্যাল দিবার কার্য্য ছিল, তাহা সকাল সকাল শেষ হইয়া গিয়াছে। গিরিশবাবু আমাদের সঙ্গে মার নাম সম্বন্ধে নানা কথা বলিতেছেন, এমন সময় আমার প্রাণের ভেতর কেমন একটা কষ্টকর কাতরতা আসিল, বেদনার কণ্ঠে অতি দীনভাবে গিরিশ বাবুকে বলিলাম যে মশায়, আমিতো এক রকম ছিলুম, আপনার দেখা-দেখি এখন 'মা মা' করিয়া ডাকি; কিন্তু তাতে প্রাণের ভেতর যেন আরও ফাঁক পড়িয়া যায়, এর চেয়ে না ডাকা ছিল ভাল। গিরিশবাবু প্রায় মিনিটখানেক চুপ করিয়া থাকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমাকে বলিলেন, 'শোনো, এদিকে এসো।' ষ্টেজের মাঝখানে একখানি সিন জোড়া ছিল, তাহার পশ্চাতে সব অন্ধকার। গিরিশবাবু সেইখানে গিয়া আসন পিঁড়ি হইয়া বসিলেন, এবং আমাকে সেইরূপভাবে সম্মুখে বসিতে বলিলেন। পরে আমার দুই উরুতে তাঁহার দুইখানি হস্ত স্থাপন করিয়া অসুরনাশিনী শ্যামা নামের কোন স্তোত্র বিশেষ ঘন ঘন পাঠ করিতে লাগিলেন, তাঁহার উপদেশমত আমিও তাঁহার দুই উরুতে হস্ত দিয়া, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্তোত্রপাঠ করিতে লাগিলাম; ক্রমে আমার

* বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে, শ্রীশ্রীশচন্দ্র মতিলাল মহাশয়ের "ভক্ত গিরিশচন্দ্র" প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। উদ্বোধন,১৩২০ সাল, বৈশাখ মাস,২০০।২০১পৃষ্ঠা।

শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল, ভিতরে যেন কি একটা সুখদ বিদ্যুৎ খেলিতে লাগিল, কম্পিত কলেবর কম্পিত কণ্ঠ আমি গিরিশবাবুর পা আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিলাম, 'গুরু, গুরু, আজ তুমি আমায় মাকে ডাকাইয়াছ, এ শান্তি—এ উল্লাস—এ আনন্দ আমি আর কখনও অনুভব করি নাই।' লোকে জানে গিরিশ বাবু কেবল আমার নাট্য-কলার গুরু; আমি জানি, তিনি আমার মনুষ্যত্বের গুরু।

শ্রীঅমৃতলাল বসু।

৩। গিরিশচন্দ্রের "ধর্ম্মজীবন"।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন,—"আমাদের পঠদ্দশায় ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে কেহ জড়বাদী, কেহ খৃষ্টান, কেহ বা ব্রাহ্ম হইয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের উপর বিশ্বাস কেহ বড় একটা করিতেন না। যাঁহারা হিন্দু ছিলেন, তাঁদের ভিতর আবার নানান্ দলাদলি। কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব; আবার বৈষ্ণবের ভিতরও নানান্ সম্প্রদায়। প্রত্যেক মতাবলম্বী অপর মতাবলম্বীকে নরকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেন। এইত অবস্থা, তার উপর আবার অনেক যাজক ব্রাহ্মণ ভ্রষ্টাচারী, কেহ সত্যনারায়ণের পুঁথি লইয়া শ্রাদ্ধ করিতে বসেন, কেহ বা, স্বচক্ষে দেখিয়াছি, শৌচ হইতে আসিয়া পাই-খানার গাড়ুর জলে অঙ্গুলি সিক্ত করিয়া মাটির দেওয়ালে ঘ'সে, কপালে ফোঁটা কেটে পূজা করিতে যান। এরূপ অবস্থায় স্বধর্ম্মে আর কোন আস্থা রহিল না। আবার দু'পাত ইংরাজী পড়িয়া দেখিলাম, যাহারা জড়বাদী—বিদ্যাবুদ্ধিতে তাঁহারা সকলের শ্রেষ্ঠ। ঈশ্বর না মানা একটা পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে হইত। কিন্তু হিন্দুর দেশে চারিযুগ ধরিয়া যাহার নাম চলিয়া আসিতেছে, হিন্দুর প্রাণ সে ঈশ্বরকে একবারে হট্ করিয়া উড়াইয়া দিতে পারে না। বন্ধু-বান্ধবদিগের মধ্যে যাঁহারা কৃতবিদ্য ছিলেন, ঈশ্বর লইয়া মাঝে মাঝে তাঁহাদের সহিত তর্ক করিতাম। ব্রাহ্মসমাজেও মাঝে মাঝে যাওয়া-আসা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু যে অন্ধকার—সেই অন্ধকার, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ঈশ্বর আছেন কি না,—থাকেন যদি, কোন ধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত? মনে মনে ঈশ্বরকে ডাকিতাম,—'ঈশ্বর যদি থাক, আমায় পথ দেখাইয়া দাও।' ক্রমে মনে হইল, সব ঝুট,—জল, বায়ু, আলোক,—যাহা ক্ষণিক ইহ-জীবনের প্রয়োজন, তাহা ছড়ান রহিয়াছে—না চাহিলেও পাওয়া যায়; তবে ধর্ম্ম—যাহা অনন্ত জীবনের প্রয়োজন, তাহা খুঁজিয়া লইতে হইবে কেন? সব ঝুট কথা! জড়বাদীরা বিদ্বান, বিজ্ঞ,—তাঁহারা যাহা বলেন, তাহাই ঠিক।"

যাঁহারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে যান, ঠিক যুক্তির উপর পারেন না। কতকগুলি অলৌকিক ঘটনা উদাহরণ দেন। গিরিশবাবু বলিতেন, দার্শনিক হিউম বলেন, কোন অলৌকিক ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবার আগে, বিচার করিয়া দেখা উচিত, যাঁহারা বলিতেছেন, তাঁহাদের কথা মিথ্যা কি না?*

গিরিশচন্দ্রের দেহে তখন হস্তীর বল, মনে অগাধ স্ফূর্ত্তি, বিদ্যাবুদ্ধির অভিমানে কিছুই দৃক্‌পাত করিতেন না। বেশ ডাকহাঁক্ করিয়া বলিতেন—'ঈশ্বর নাই।' কিন্তু চিরদিন সমান যায় না। সংসারে রোগ, শোক, দুর্দ্দিন, দুর্ঘটনা, দুর্জ্জনের পীড়ন আছেই। গিরিশচন্দ্র বিসূচিকা পীড়ায় আক্রান্ত হইলেন। রোগ অবশ্য জড়-নিয়মের অধীন, কিন্তু আরোগ্য লাভ করিলেন—অলৌকিকরূপে। আবার আশ্চর্য্য এই যে, জড়ের নিয়ম যেমন প্রত্যক্ষ, যে অলৌকিক উপায়ে জীবন রক্ষা হইয়াছে, গিরিশচন্দ্রের কাছে তাহাও তেম্নি প্রত্যক্ষ। জননী মুখে মহাপ্রসাদ দিয়া বলিলেন—"তুমি ভাল হইয়াছ, ভয় নাই।' এতটুকু পর্য্যন্ত স্বপ্ন হইতে পারে, কিন্তু যখন পূর্ণ চেতনা হইল, ইন্দ্রিয়গণ যখন নিজ নিজ

* "It is more probable that men should lie than miracles should be true." *Hume's Essays.*

কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, গিরিশচন্দ্রের রসনায় সেই মাতৃদত্ত মহা-প্রসাদের আস্বাদ তখনও অনুভূত হইতেছে! এ কি?—গিরিশচন্দ্রের মনে একটু চমক লাগিল।

বিসূচিকা হইতে আরোগ্যলাভ করিবার পর নানাকারণে তিনি নানা বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, সে কথা তাঁহার নিজের কথায় বলি, "বন্ধুবান্ধবহীন, চারিদিকে বিপজ্জাল, দৃঢ়পণ শত্রু সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে; এবং আমারই কার্য্য তাহাদের সম্পূর্ণ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া ভাবিলাম, ঈশ্বর কি আছেন? তাঁহাকে ডাকিলে কি উপায় হয়, মনে মনে প্রার্থনা করিলাম যে, হে ঈশ্বর, যদি থাক, এ অকূলে কূল দাও। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন, কেহ কেহ আর্ত্ত হইয়া আমায় ডাকে, তাহাকেও আমি আশ্রয় দিই। দেখিলাম গীতার কথা সম্পূর্ণ সত্য। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার যেরূপ দূর হয়, অচিরে আশা-সূর্য্য উদয় হইয়া হৃদয়ান্ধকার দূর করিল, বিপদ-সাগরে কূল পাইলাম।" কিন্তু তবু মনের সন্দেহ যায় না। মনের এই সন্দেহাকুল অবস্থা গিরিশচন্দ্র তাঁহার কোন কোন নাটকে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা :—

"সোমগিরি। এ সংসার সন্দেহ আগার,
বিভু নহে ইন্দ্রিয় গোচর!
ঈশ্বর লইয়া
তর্কযুক্তি করে অনুমান।
যত করে স্থির,
সন্দেহ-তিমির ততই আচ্ছন্ন করে।"

বিল্বমঙ্গল। ৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক।

ক্রমে এই সংশয়-সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় জীবন ধারণ করা তাঁহার পক্ষে এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। বলিতেন—"আপনার অবস্থার কথা

ভাবিতে ভাবিতে আমার শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিত। যাহাকেই জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে গুরূপদেশ ভিন্ন সন্দেহ দূর হইবে না। কিন্তু মন বলিল, গুরু কে? শাস্ত্রে বলে 'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্ব্বিষ্ণু গুরুর্দ্দেব মহেশ্বর' মানুষকে কেমন করিয়া একথা বলিব?" মনের মাৎসর্য্য কি সহজে যায়? গিরিশ-চন্দ্রের "চৈতন্যলীলায়" মাৎসর্য্য বলিতেছে:—

"যদি মাতা করগো প্রত্যয়,
একা আমি করি সমুদয়;
অতিহীন শ্রেষ্ঠ ভাবে আপনায়;
কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ পরাজয়
বুদ্ধিবলে অনায়াসে হয়,
সেই বুদ্ধি কিঙ্কর আমার;
বুদ্ধি তারে বলে,
ভূমণ্ডলে ধার্ম্মিক সুজন সেই।
গুরু কেবা, কিবা উপদেশ দিবে?"

চৈতন্যলীলা। ১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

তবে কি আমার কোন উপায় হইবে না? গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, তারকনাথ ব্যাধি হরণ করেন। তারকনাথের শরণাপন্ন হইলেন। কেশ-শ্মশ্রু রাখিলেন, নিত্য গঙ্গা স্নান, শিবপূজা ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে লাগিলেন। প্রতি বৎসর শিবরাত্রির ব্রতও করিতেন। প্রার্থনা,—"তারকনাথ আমার সংশয় ছেদন কর। যদি গুরূপদেশ ব্যতীত সংশয় দূর না হয়, তুমি আমার গুরু হও।" কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তারকনাথের কৃপায় গিরিশচন্দ্রের হৃদয়ে ক্রমে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইতে লাগিল। গিরিশচন্দ্র এই সময় তাঁহার কোন আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন,—আমার মনে হয়, এক শতাব্দীর উন্নতি আমার একদিনে হইতেছে। কিছুদিন এইরূপ নিয়ম ও ব্রত পালন করিবার পর,

শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য গিরিশচন্দ্রের মন একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল। শুনিয়াছিলেন, কালীঘাট সিদ্ধপীঠস্থান, সেখানে সকল কামনাই সিদ্ধ হয়। প্রতি সপ্তাহে শনি ও মঙ্গলবারে নিয়মিতরূপে গিরিশচন্দ্র কালীঘাটে যাইতেন এবং কালীঘাটে হাড়কাঠের নিকট বসিয়া তিনি সমস্ত রাত্রি জগদম্বাকে ডাকিতেন। তাঁহার ধারণা ছিল, এই স্থান হইতে কত প্রাণী কাতর প্রাণে মাকে ডাকিয়াছে, এই স্থানের উপর নিশ্চয় মার দৃষ্টি আছে। কিছুদিন এইরূপ করিতে করিতে তাঁহার হৃদয়ে বিশ্বাসের সহিত ভক্তির প্রবাহ বহিতে লাগিল,—গিরিশচন্দ্র "চৈতন্য-লীলা" লিখিলেন;—পরম গুরু লাভের পথ মুক্ত হইল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন চৈতন্যলীলা দেখিতে যান। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "এই ঘটনার তিন দিন পরে আমি কোন কারণবশতঃ আমাদের পাড়ার চৌরাস্তার একটী রকে বসিয়া আছি, দেখিলাম, চৌরাস্তার পূর্ব্বদিক হইতে নারায়ণ ও আর দুইএকটী ভক্ত সমভিব্যাহারে পরমহংসদেব ধীরে ধীরে আসিতে-ছেন। আমি তাঁহার দিকে চক্ষু ফিরাইবামাত্র তিনি নমস্কার করিলেন; সে দিন আমি নমস্কার করায় পূর্ব্বের মত প্রতি-নমস্কার করিলেন না, আমার সম্মুখ দিয়া ধীরে ধীরে চৌমাথার দক্ষিণ দিকের রাস্তায় চলিলেন। তিনি যাইতেছেন, আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত সূত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল কে তাঁহার দিকে টানিতেছে। তিনি কিছুদূর গিয়াছেন, আমার ইচ্ছা হইল, তাঁহার সঙ্গে যাই। এমন সময় তাঁহার নিকট হইতে আমায় একজন ডাকিতে আসিলেন। কে আমার স্মরণ হইতেছে না। তিনি বলিলেন, 'পরমহংসদেব ডাকিতেছেন'। আমি চলিলাম, পরমহংসদেব বলরামবাবুর বাটীতে উঠিলেন, আমি তাঁহার পশ্চাতে গিয়া বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমি পরম-হংসদেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "গুরু কি?" তিনি বলিলেন, "গুরু কি জান? গুরু যেন ঘটক, ভগবানের সঙ্গে জুটিয়ে দেন।" পরক্ষণেই

বলিলেন, "তোমার গুরু হ'য়ে গেছে।" তাঁহার কথায় আমার মনে অপূর্ব্ব শান্তি হইল।

গিরিশচন্দ্র একদিন দক্ষিণেশ্বরে গেলেন, পরমহংসদেব তাঁহাকে নানা উপদেশের কথা বলিতে লাগিলেন। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "আমি উপদেশ শুনিব না, আমি অনেক উপদেশ লিখেছি, তাহাতে কিছু হয় না। আপনি যদি আমার কিছু করিয়া দিতে পারেন—করুন।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রের কথায় সন্তুষ্ট হইয়া বলেন, "না গো, তোমার হৃদয়-আকাশে অরুণোদয় হয়েছে, নইলে কি চৈতন্যলীলা লিখ্‌তে পারো, শীগ্‌গির জ্ঞান-সূর্য্য প্রকাশ পাবে।" এইদিন সাক্ষাতে গিরিশচন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, যেন তিনি নিষ্পাপ হইয়াছেন।

গিরিশচন্দ্রের মনে প্রশ্ন উঠিতে লাগিল যে ইনি কে? আমি তো ইহাঁর কাছে আসি নাই; থিয়েটার হইতে ইনি আমায় খুঁজিয়া লইয়াছেন। ইনি কখনই সামান্য মানব নন। যিনি শ্রীচৈতন্য অবতারে জগাই-মাধাইকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, ইনি নিশ্চয় তিনি। ক্রমে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব গিরিশচন্দ্রকে বলিলেন, "সকালে বিকালে এক একবার তাঁকে স্মরণ-মনন ক'রো।" গিরিশচন্দ্র ভাবিতে লাগিলেন, "তাই ত! সকল সময় সকল কাজের আমার হুঁস থাকে না। হয় তো কোন কঠিন মকদ্দমা লইয়াই ব্যস্ত হইয়া আছি; গুরুর কাছে স্বীকার করিব, যদি কথা রাখিতে না পারি!" এই ভাবিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। গিরিশচন্দ্রকে নীরব দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "আচ্ছা তা যদি না পারো ত খাবার-শোবার আগে একবার স্মরণ-মনন ক'রো।" কোন বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতর থাকিতে গিরিশচন্দ্র একেবারেই অপারক ছিলেন, এজন্য তাঁহার জীবনে আহার-নিদ্রার পর্য্যন্ত কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল না। তাঁহার স্বভাবতঃ মুক্ত স্বভাব মন যেমন বদ্ধকক্ষে অবস্থান করিতে হাঁপাইয়া উঠিত, একটা বাঁধাবাঁধি

নিয়মের ভিতর পড়িতেও তেমনি ব্যাকুল হইয়া পড়িত। এবারেও গিরিশচন্দ্র নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া পরমহংসদেব সহসা ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুই বল্‌বি, 'তাও যদি না পারি?' আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা দে।" শ্রীভগবানে পাপপুণ্যের ভার দিয়া সম্পূর্ণ আত্ম-সমর্পণের নাম বকল্‌মা। গিরিশচন্দ্র আর কাল বিলম্ব না করিয়া বকল্‌মা দিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "বাল্যকালে পিতার কাছে যেরূপ আদর পাইয়াছিলাম, পরমহংসদেবের কাছে ঠিক সেইরূপ আদর পাইয়াছি। আমার সকল আবদারই তিনি পূর্ণ করিতেন। অন্য সকলে তাঁহার কত গুণের কথা বলেন, আমি কেবল তাঁর অপার অলৌকিক স্নেহের কথাই ভাবি। আমি খাইতে ভালবাসিতাম। প্রভু যখন শয্যাগত, সেই সময় একদিন আমি তাঁহার ওখানে আহার করি। আহারে যে আমার বেশ পেট ভরিয়াছে, এবং আমি খুব পরিতৃপ্ত হইয়াছি, বালকের ন্যায় সেই কথা বলিবার জন্য আমি তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিতেছি। আমি আসিবামাত্র তিনিও ব্যগ্র হইয়া পেটে হাত দিয়া আমায় ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'পেট ভরেচে তো?' পরিতৃপ্ত হইয়াছি বলিয়া আমার যেমন আনন্দ হইল, ঠাকুর শুনিয়াও তেমনি আনন্দিত হইলেন। সংসারে যতরূপ মায়িক স্নেহ-ভালবাসা আছে, প্রভুর স্নেহের কাছে সকলই তুচ্ছ বলিয়া মনে হইত। গুরু অহেতুকী কৃপাসিন্ধু, আমি যে তাঁহার কৃপা পাইয়াছি, সে আমার গুণে নহে, পতিতপাবনের অপার দয়া, সেইজন্য আমায় আশ্রয় দিয়াছেন। আজীবন ইনি আমায় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, ঠাকুরের পদাশ্রয় পাইবার পূর্ব্বেও তাঁহার অলক্ষ্যপ্রভাব আমাকে সকল আপদে-বিপদে রক্ষা করিয়াছে, তাহা বুঝিয়াছি।"

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "যদি ঠাকুরকে আমা অপেক্ষা কোনও বিষয়ে

খাটো দেখিতাম, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নোওয়াইতে পারিতাম না। অভিনেতা বলিয়া আমার কিছু খ্যাতি আছে, কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে আমাকে যে সকল অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা হৃদয়ে জীবন্তভাবে গাঁথা রহিয়াছে। বিল্বমঙ্গলের সাধকের চরিত্র তিনি আমাকে যেরূপ অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন, আমি নাটকে তাহার ছায়ামাত্র তুলিয়াছি। আমার মস্তিষ্ক নিতান্ত দুর্ব্বল নহে, একদিন তাঁহার শ্রীমুখে বেদান্তের কথা শুনিতে শুনিতে আমি তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম, 'মহাশয়—আর বলিবেন না। আমার মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আর ধারণা করিতে আমি অক্ষম'।"

যে কার্য্যে আমোদ পাইতেন না, গিরিশচন্দ্র কখন সে কার্য্য করিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় ও উপদেশের সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের যদি পরমানন্দ লাভ না হইত, গিরিশচন্দ্র বলিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই শ্রীরামকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ গিরিশচন্দ্র উঠিতে-বসিতে, খাইতে-শুইতে রামকৃষ্ণ নাম করিতেন। কোন সময় তাঁহার মনে হইয়াছিল, অন্যান্য ভক্তেরা ঠাকুরের কত সেবা করে, গুরু-সেবা কেমন করিয়া করিতে হয়, আমি জানি না, আমি কিছুই করিতে পারিলাম না। ঠাকুর যদি আমার সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে বোধ হয় মমতা বশতঃ সাধ মিটাইয়া সেবা করিতে পারি। শ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন থিয়েটার দেখিতে আসিয়াছেন, গিরিশচন্দ্র ধরিয়া বসিলেন, "তুমি আমার ছেলে হও।" পরমহংসদেব বলিলেন, "তা কেন, আমি তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো।" গিরিশচন্দ্র যত বলেন, পরমহংসদেবের ঐ এক কথা, "তোর ইষ্ট হ'য়ে থাকবো!" মত্ততাপ্রযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঠাকুরকে কটুকাটব্য বলিতেও ত্রুটি করিলেন না। পরমহংসদেব স্থির গম্ভীর ভাব ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বর ফিরিবার

সময় যখন ঠাকুর গাড়ীতে উঠিলেন, গিরিশচন্দ্র তাঁহার সমক্ষে কর্দ্দমাক্ত পথের উপর সাষ্টাঙ্গ হইয়া প্রণাম করিয়া বাটী চলিয়া আসিলেন। পরমহংসদেবের ভক্তগণ সকলেই ব্যথিত ও বিরক্ত। পরদিন দক্ষিণেশ্বরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন "ও বড় খারাপ লোক, আর ওর সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে কায নাই।" এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় ঠাকুরের পরম ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "রাম! দু'খানা লুচী খাইয়ে গিরিশ ঘোষ আমার পিতৃচ্ছন্ন-মাতৃচ্ছন্ন করেছে।" ভক্তচূড়ামণি রামবাবু বলিলেন, "সে ত ভালই ক'রেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণদেব উপস্থিত ভক্তগণকে বলিলেন, "শোন শোন, রাম কি বলে, এরপর যদি মারে?" অম্লানবদনে রামচন্দ্র উত্তর দিলেন, "মার খেতে হবে। ঠাকুর! কৃষ্ণচন্দ্র কালীয় নাগকে বলিয়াছিলেন, 'তুমি বিষ উদ্গীরণ কর কেন?' নাগ তাহাতে উত্তর দিয়াছিল, 'প্রভু, আমি আর কোথায় কি পাইব, তুমি ত আমাকে খালি বিষই দিয়াছ।' আপনি গিরিশ ঘোষকে যাহা দিয়াছেন, সে তাই দিয়ে আপনার পূজা ক'রেছে।" ভক্তবৎসল করুণাময় শ্রীরামকৃষ্ণদেব তখনই বলিলেন, "রাম, তবে গাড়ী আন, আমি গিরিশ ঘোষের বাড়ী যাব।"

এদিকে গিরিশচন্দ্র নিশ্চিন্ত মনে আছেন, তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন যে তাঁহার মহা অপরাধ হইয়াছে। গিরিশচন্দ্র বলিলেন, "অপরাধ ক'টা সাম্‌লাইব, তিনি যদি আমার অপরাধ ধরেন, তাহ'লে আমি রেণুর রেণু হ'য়ে যাই। তবে ঠাকুরের ভক্তগণের হৃদয়ে ব্যথা দিয়াছেন বলিয়া গিরিশচন্দ্র অতিশয় অনুতপ্ত। এমন সময় সহসা শ্রীরামকৃষ্ণ আসিয়া বলিলেন, "ঈশ্বর-ইচ্ছায় এলুম।"

ঐ দিন পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ গিরিশচন্দ্রের পদধুলি লইয়া বলিয়াছিলেন, "ধন্য তোমার বিশ্বাস ভক্তি।" পরমহংসদেব বলিতেন,



গ্রন্থ-রচনায়—গিরিশচন্দ্র।

(লেখক—ভক্তপ্রবর স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার)



শ্রীযুক্ত পরেশচন্দ্র সেন। গিরিশচন্দ্র। শ্রীশ্রীঅবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

"গিরিশের বুদ্ধি "পাঁচ সিকে পাঁচ আনা" (অর্থাৎ ষোল আনার উপর)। তার বিশ্বাস-ভক্তি আঁক্‌ড়ে পাওয়া যায় না।"

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেছিলেন, "গুরু শেষকালে দেখাইয়া দেন, শিষ্য, ঐ দেখ্—ঐ তোর ইষ্ট।" ইষ্টলাভ করিয়া পাছে গুরুর সহিত বিচ্ছেদ ঘটে, এই আশঙ্কায় অসামান্য গুরুগতপ্রাণ গিরিশচন্দ্র পরমহংস-দেবকে কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরু তখন কোথায় যান?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "গুরু-ইষ্ট তখন এক হইয়া যান।"

সংসারে রোগে, শোকে উপর্য্যুপরি উৎপীড়িত হইয়াও শেষ জীবনে গিরিশচন্দ্র নিয়ত বলিতেন, "রামকৃষ্ণ, তুমি মঙ্গলময়, এ কথা যেন কখন না ভুলি!"

গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্মজীবনের সহিত তাঁহার গ্রন্থ-রচনার বিশেষ সম্বন্ধ, সেই জন্য এই প্রসঙ্গ অপেক্ষাকৃত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করা হইল।*

বিশেষ দ্রষ্টব্য—মানবের চিন্তাপ্রণালী অবগত হইতে পারিলে প্রকৃত মানুষকে বুঝা যায়। আমরা বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী মাত্র গিরিশ-প্রসঙ্গ প্রকাশ করিলাম। ইহা পাঠ করিয়া সহৃদয় পাঠকগণ আনন্দলাভ করিলে, ভবিষ্যৎ সংস্করণে আমাদের আরও বহুসংখ্যক প্রসঙ্গ প্রকাশের বাসনা রহিল।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত।

---

* যাঁহারা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব-সংশ্লিষ্ট গিরিশচন্দ্রের জীবনী বিস্তারিত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা স্বর্গীয় রামচন্দ্র দত্ত প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন-বৃত্তান্ত, শ্রীম-কথিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, স্বামী সারদানন্দ প্রণীত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলা-প্রসঙ্গ এবং উদ্বোধন ও তত্ত্বমঞ্জরীতে প্রকাশিত গিরিশচন্দ্রের লিখিত প্রবন্ধগুলি পাঠ করিলে বিশেষ জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

গিরিশচন্দ্র।

চতুর্থ খণ্ড।

গিরিশচন্দ্রের রচনাবলী।

১। থিয়েটারে অভিনীত নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসন।

১। মাউসি। ২। Charitable Dispensary. ৩। ধীবর ও দৈত্য। ৪। আলিবাবা। ৫। দুর্গাপূজার পঞ্চরং। ৬। Circus Pantomime. ৭। যামিনী চন্দ্রমা হীনা—গোপন চুম্বন (A Kiss in the Dark) ৮। সহিস হইল আজি কবি চূড়ামণি।

এই কয়েকখানি ক্ষুদ্র রঙ্গনাট্য আদি বঙ্গ-নাট্যশালা-স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত বাবু ভুবনমোহন নিয়োগীর ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে, কলিকাতা, বিডন ষ্ট্রীটে স্থাপিত স্থায়ী ন্যাসান্যাল রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়াছিল। ইহাদের পাণ্ডুলিপি পাওয়া যায় নাই এবং অভিনয়কালও নির্দ্দিষ্টরূপে নির্ণয় করা যায় নাই। পরবর্ত্তী নাটকাদির অভিনয় স্থান ও সময় যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে প্রকাশ করিলাম।*

* এই স্থানে কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, অভিনয়ের অনেকগুলি তারিখ শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র মতিলাল মহাশয়ের বহু যত্ন ও শ্রম সংগৃহীত তালিকা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছি। ষ্টার থিয়েটারের অন্যতম অধিকারী ও সুযোগ্য প্রবীণ কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু হরিপ্রসাদ বসু মহাশয়ও এ সম্বন্ধে আমাকে অনেক সাহায্য করিয়াছেন।

পুস্তকের নাম	থিয়েটার	প্রথমাভিনয়-রজনী।
৯। আগমনী (গীতিনাট্য)	গ্রেট ন্যাসান্যাল	১৪ই আশ্বিন ১২৮৪ সাল।
১০। অকালবোধন „	„	১৮ই আশ্বিন ১২৮৪।
১১। দোললীলা „	„	—ফাল্গুন ১২৮৪।
১২। মায়াতরু „	ন্যাসান্যাল	১০ই মাঘ ১২৮৭।
১৩। মোহিনী প্রতিমা	„	২৮শে চৈত্র ১২৮৭।
১৪। আলাদিন (পঞ্চরং)	„	„ „
১৫। আনন্দরহো (নাটক)	„	৯ই জ্যৈষ্ঠ ১২৮৮।
১৬। রাবণবধ „	„	১৬ই শ্রাবণ ১২৮৮।
১৭। সীতার বনবাস „	„	২রা আশ্বিন ১২৮৮।
১৮। অভিমন্যুবধ „	„	১২ই অগ্রহায়ণ ১২৮৮।
১৯। লক্ষ্মণবর্জ্জন (নাটিকা)	„	১৭ই পৌষ ১২৮৮।
২০। সীতার বিবাহ (নাটক)	„	২৮শে ফাল্গুন ১২৮৮।
২১। ব্রজবিহার (গীতিনাট্য)	„	—চৈত্র ১২৮৮।
২২। রামের বনবাস (নাটক)	„	৩রা বৈশাখ ১২৮৯।
২৩। সীতাহরণ „	„	৭ই শ্রাবণ ১২৮৯।
২৪। ভোটমঙ্গল (ব্যঙ্গ নাট্য)	„	২২শে আশ্বিন ১২৮৯।
২৫। মলিনমালা (গীতিনাট্য)	„	১২ই কার্ত্তিক ১২৮৯।
২৬। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস (নাটক)		১লা মাঘ ১২৮৯।
২৭। দক্ষযজ্ঞ (নাটক)	ষ্টার	৬ই শ্রাবণ ১২৯০।
২৮। ধ্রুবচরিত্র „	„	২৭শে শ্রাবণ ১২৯০।
২৯। নলদময়ন্তী „	„	১লা পৌষ ১২৯০।
৩০। কমলে কামিনী	„	১৭ই চৈত্র ১২৯০।
৩১। বৃষকেতু (নাটিকা)	„	১৫ই বৈশাখ ১২৯১।
৩২। হীরার ফুল (গীতিনাট্য)	„	১৫ই বৈশাখ ১২৯১।

	পুস্তকের নাম	থিয়েটার	প্রথমাভিনয়-রজনী।
৩৩।	শ্রীবৎস চিন্তা (নাটক)	ষ্টার	২৬শে জ্যৈষ্ঠ ১২৯১।
৩৪।	চৈতন্যলীলা „	„	১৯শে শ্রাবণ ১২৯১।
৩৫।	প্রহ্লাদচরিত্র „	„	৮ই অগ্রহায়ণ ১২৯১।
৩৬।	নিমাইসন্ন্যাস „	„	১৬ই মাঘ ১২৯১।
৩৭।	প্রভাসযজ্ঞ „	„	২১শে বৈশাখ ১২৯২।
৩৮।	বুদ্ধদেবচরিত „	„	৪ঠা আশ্বিন ১২৯২।
৩৯।	বিল্বমঙ্গল ঠাকুর „	„	২০শে আষাঢ় ১২৯৩।
৪০।	বেল্লিকবাজার (প্রহসন)	„	১০ই পৌষ ১২৯৩।
৪১।	রূপ-সনাতন (নাটক)	„	৮ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৪।
৪২।	পূর্ণচন্দ্র „	এমারেল্ড	৫ই চৈত্র ১২৯৪।
৪৩।	নসীরাম „	ষ্টার	১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১২৯৫।
৪৪।	বিষাদ „	এমারেল্ড	২১শে আশ্বিন ১২৯৫।
৪৫।	প্রফুল্ল „	ষ্টার	১৬ই বৈশাখ ১২৯৬।
৪৬।	হারানিধি „	„	২৪শে ভাদ্র ১২৯৬।
৪৭।	চণ্ড „	„	১১ই শ্রাবণ ১২৯৭।
৪৮।	মলিনা-বিকাশ (গীতিনাট্য)		২৯শে ভাদ্র ১২৯৭।
৪৯।	মহাপূজা (রূপক)	ষ্টার	১০ই পৌষ ১২৯৭।
৫০।	ম্যাক্‌বেথ (নাটক)	মিনার্ভা	১৬ই মাঘ ১২৯৯।
৫১।	মুকুলমুঞ্জরা „	„	২৪শে মাঘ ১২৯৯।
৫২।	আবুহোসেন (গীতিনাট্য)	„	১৩ই চৈত্র ১২৯৯।
৫৩।	সপ্তমীতে বিসর্জ্জন (প্রহসন)		২২শে আশ্বিন ১৩০০।
৫৪।	জনা (নাটক)	„	৯ই পৌষ ১৩০০।
৫৫।	বড়দিনের বখ্‌সিস (প্রহসন)	„	১০ই পৌষ ১৩০০।
৫৬।	স্বপ্নের ফুল (গীতিনাট্য)	„	২রা অগ্রহায়ণ ১৩০১।

	পুস্তকের নাম	থিয়েটার	প্রথমাভিনয়-রজনী।
৫৭।	সভ্যতার পাণ্ডা (প্রহসন)	"	১১ই পৌষ ১৩০১।
৫৮।	করমেতি বাই (নাটক)	মিনার্ভা	৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩০২।
৫৯।	ফণীর মণি (গীতিনাট্য)	"	১১ই পৌষ ১৩০২।
৬০।	পাঁচ ক'নে (প্রহসন)	"	২২শে পৌষ ১৩০২।
৬১।	কালাপাহাড় (নাটক)	ষ্টার	১১ই আশ্বিন ১৩০৩।
৬২।	হীরক জুবিলী (রাজভক্তি)	"	৭ই, আষাঢ় ১৩০৪।
৬৩।	পারস্যপ্রসূন (গীতিনাট্য)	"	২৭শে ভাদ্র ১৩০৪।
৬৪।	মায়াবসান (নাটক)	"	৪ঠা পৌষ ১৩০৪।
৬৫।	দেলদার (গীতিনাট্য)	ক্লাসিক	২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬।
৬৬।	পাণ্ডবগৌরব (নাটক)	"	৬ই ফাল্গুন ১৩০৬।
৬৭।	মণিহরণ (গীতিনাট্য)	মিনার্ভা	৭ই শ্রাবণ ১৩০৭।
৬৮।	নন্দদুলাল "	"	১লা ভাদ্র ১৩০৭।
৬৯।	অশ্রুধারা (রূপক)	ক্লাসিক	১৩ই মাঘ ১৩০৭।
৭০।	মনের মতন (নাটক)	"	৭ই বৈশাখ ১৩০৮।
৭১।	অভিশাপ (গীতিনাট্য)	"	১২ই আশ্বিন ১৩০৮।
৭২।	শাস্তি (রূপক)	"	২৪শে জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯।
৭৩।	ভ্রান্তি (নাটক)	"	৩রা শ্রাবণ ১৩০৯।
৭৪।	আয়না (প্রহসন)	"	১০ই পৌষ ১৩০৯।
৭৫।	সৎনাম (নাটক)	"	১৮ই বৈশাখ ১৩১১।
৭৬।	হরগৌরী (গীতিনাট্য)	মিনার্ভা	২০শে ফাল্গুন ১৩১১।
৭৭।	বলিদান (নাটক)	"	২৬শে চৈত্র ১৩১১।
৭৮।	সিরাউদ্দৌলা "	"	২৪শে ভাদ্র ১৩১২।
৭৯।	বাসর (গীতিনাট্য)	"	১১ই পৌষ ১৩১২।
৮০।	মীরকাসিম (নাটক)	"	২রা আষাঢ় ১৩১৩।

পুস্তকের নাম	থিয়েটার	প্রথমাভিনয় রজনী।
৮১। ঘ্যাঁয়সা ক্যা ত্যায়সা (প্রহসন)	,,	১৭ই পৌষ ১৩১৩।
৮২। ছত্রপতি শিবাজী (নাটক)	মিনার্ভা	৩২শে শ্রাবণ, ১৩১৪
৮৩। শাস্তি কি শান্তি ? ,,	,,	২২শে কার্ত্তিক, ১৩১৫
৮৪। শঙ্করাচার্য্য ,,	,,	২রা মাঘ, ১৩১৬
৮৫। অশোক ,,	,,	১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৭
৮৬। তপোবল ,,	,,	২রা ,, ১৩১৮
৮৭। গৃহলক্ষ্মী ,,	,,	৫ই আশ্বিন, ১৩১৯
৮৮। নিত্যানন্দ বিলাস (গীতিনাট্য)		
৮৯। চাবুক (প্রহসন)		
৯০। বিধবার বিবাহ ,,		

৮৮, ৮৯ ও ৯০ সংখ্যক পুস্তক তিনখানি এ পর্য্যন্ত কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন গিরিশচন্দ্র-রচিত অসম্পূর্ণ নাটক, গীতিনাট্য ও প্রহসনের পাণ্ডুলিপি অনেকগুলি আছে।

২। উপন্যাস ও গল্প।

৯১। চন্দ্রা (উপন্যাস) ১২৯১ সালের "কুসুমমালা" মাসিক পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়।

৯২। ঝালোয়ার দুহিতা (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৩০৫-৬ সাল)

৯৩। লীলা (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ১৩১৭-১৮ সাল)

৯৪। গল্পাবলী।

নাম।	প্রথম প্রকাশ।
(১) হাবা	(নলিনী, ৮ম সংখ্যা, অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ সাল)
(২) নবধর্ম্ম বা 'নক্সা'	(কুসুমমালা, ১২৯১)
(৩) ন'সে বা 'নক্সা'(২)	,, ,,

প্রথম প্রকাশ।

নাম

(৪) বাচের বাজী (জন্মভূমি, ১ম খণ্ড, জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৮)

(৫) বাঙ্গাল (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬)

(৬) গোবরা (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১লা আষাঢ়. ১৩০৬)

(৭) বড় বউ (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৩০৬)

(৮) ভূতির বিয়ে (রঙ্গালয়, ১ম বর্ষ, ১৩০৭ সাল)

(৯) সই (নন্দন কানন, ১ম বর্ষ, ১মঁ খণ্ড)

(১০) কৰ্জ্জনার মাঠে (প্রয়াস, ৩য় বর্ষ, ১৩০৮)

(১১) পূজার তত্ত্ব (বসুমতী, আশ্বিন, ৺পূজার সংখ্যা, ১৩১১)

(১২) প্রায়শ্চিত্ত (উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৫)

(১৩) টাকের ঔষধ বা "ধৰ্ম্মদাস" (জন্মভূমি, ১৭ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৬)

(১৪) পিতৃ-প্রায়শ্চিত্ত (উদ্বোধন, ১১শ বর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৬)

(১৫) সাধের বউ (নাট্যমন্দির, ২য় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৮)

৩। কাব্য।

৯৫। প্রতিধ্বনি (গিরিশচন্দ্রের যাবতীয় কবিতা সংগ্রহ। ১৩১৮ সালের আশ্বিন মাসে প্রথম প্রকাশিত)

৪। জীবনী।

৯৬। স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী (নটের জীবনী ও নাট্যলীলা) ১৩১৫ সাল, ১০ই আশ্বিন, মিনার্ভা থিয়েটার হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাঁড়ে কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৫। প্রবন্ধ।

৯৭। ধর্ম্ম প্রবন্ধ।—

(১) ঈশ জ্ঞান (কুসুমমালা, ১২৯১ সাল)

(২) কর্ম্ম (উদ্বোধন, ১ম বর্ষ, মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৫)

(৩) তাও বটে!—তাও বটে!!! (তত্ত্বমঞ্জরী, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩১৮)

(৪) ধর্ম্ম স্থাপক ও ধর্ম্ম যাজক (রঙ্গালয়, ১৩ই বৈশাখ, ১৩০৮)

(৫) ধর্ম্ম (উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ, ১৫ই মাঘ, ১৩০৮)

(৬) গুরুর প্রয়োজন (উদ্বোধন, ৪র্থ বর্ষ, ১৫ই ভাদ্র, ১৩০৯)

(৭) প্রলাপ না সত্য? (উদ্বোধন, ৫ম বর্ষ, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩১০)

(৮) নিশ্চেষ্ট অবস্থা (উদ্বোধন, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১লা মাঘ, ১৩১০)

(৯) শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ (উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ১৫ই মাঘ, ১৩১১)

(১০) রামদাদা (তত্ত্বমঞ্জরী, ৯ম সংখ্যা, ১৩১১ সাল)

(১১) স্বামী বিবেকানন্দ বা "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ" (তত্ত্বমঞ্জরী, ৮ম বর্ষ, ফাল্গুন, ১৩১১)

(১২) পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ (উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ১লা বৈশাখ, ১৩১২)

(১৩) বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ (উদ্বোধন, ৯ম বর্ষ, ১লা মাঘ, ১৩১৩)

(১৪) ধ্রুবতারা (উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫)

(১৫) শাস্তি (উদ্বোধন, ১০ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৫)

(১৬) গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্ম (উদ্বোধন, ১১শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬)

(১৭) ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব (জন্মভূমি, ১৭শ বর্ষ, আষাঢ়, ১৩১৬)

(১৮) স্বামী বিবেকানন্দের সাধন-ফল (উদ্বোধন, ১৩শ বর্ষ, বৈশাখ, ১৩১৮)

৯৮। নাট্য প্রবন্ধ।—

(১) পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী (রঙ্গালয়, ২রা চৈত্র, ১৩০৭)

(২) অভিনেত্রী সমালোচনা (রঙ্গালয়, ৯ই চৈত্র, ১৩০৭)

(৩) বর্ত্তমান রঙ্গভূমি (রঙ্গালয়, ২৬শে পৌষ, ১৩০৮)

(৪) পৌরাণিক নাটক (রঙ্গালয়, ১ম বর্ষ, ১৩০৮)

(৫) অভিনয় ও অভিনেতা (অর্চ্চনা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১৬ সাল। পরিবর্দ্ধিত অংশ— নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮)

(৬) রঙ্গালয়ে নেপেন (বঙ্গনাট্যশালায় নৃত্যশিক্ষা ও তাহার ক্রম বিকাশ। ৯ই এপ্রিল, ১৯০৯ খৃঃ, ১৩১৬ সাল মিনার্ভা থিয়েটার হইতে স্বতন্ত্র পুস্তিকা প্রকাশিত)

(৭) নাট্যমন্দির (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৭)

(৮) নাট্যকার (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৭)

(৯) নটের আবেদন (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৭)

(১০) কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয়? (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৭)

(১১) রঙ্গালয় (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৭)

(১২) বহুরূপী বিদ্যা (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, পৌষ, ১৩১৭)

(১৩) কাব্য ও দৃশ্য „ „ „ „

(১৪) নৃত্যকলা (নাট্যমন্দির, ২য় বর্ষ, মাঘ, ১৩১৮)

৯৯। শোক প্রবন্ধ।—

(১) স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু (রঙ্গালয়, ২রা চৈত্র, ১৩০৭)

(২) স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় (রঙ্গালয়, ১৩ই বৈশাখ, ১৩০৮)

(৩) স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক (রঙ্গালয়, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১১)

(৪) স্বর্গীয় লক্ষ্মীনারায়ণ দত্ত (উদ্বোধন, ৭ম বর্ষ, ১লা শ্রাবণ, ১৩১২)
(৫) স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র
(৬) কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন (সাহিত্য, মাঘ, ১৩১৫)
(৭) নবীনচন্দ্র (সাহিত্য, ফাল্গুন, ১৩১৫)
(৮) নাট্যশিল্পী ধর্ম্মদাস (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, ভাদ্র, ১৩১৭)

১০০। সামাজিক প্রবন্ধ।—
(১) সমাজ সংস্কার (জন্মভূমি, ১৮দশ বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৭)
(২) স্ত্রী-শিক্ষা (নাট্যমন্দির, ২য় বর্ষ, শ্রাবণ, ১৩১৮)

১০১। বিজ্ঞান-প্রবন্ধ।—
(১) বিজ্ঞান ও কল্পনা (কুসুমমালা, ১২৯১ সাল)
২ গ্রহফল ঐ ঐ

১০২। বিবিধ প্রবন্ধ।—
(১) ভারতবর্ষের পথ (কুসুমমালা, ১২৯১ সাল)
(২) দীননাথ " "
(৩) ফুলের হার " "
(৪) পাখি গাও— " "
(৫) গরুড় " "
(৬) পলিসি (রঙ্গালয়, ১৬ই চৈত্র, ১৩০৭ সাল)
(৭) রাজনৈতিক আলোচনা (রঙ্গালয়, ৩রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৮)
(৮) ইংরাজ রাজত্বে বাঙ্গালী (রঙ্গালয়, ১৩০৮ সাল)
(৯) রামকৃষ্ণমিশনের সন্ন্যাসী (বসুমতী, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩১১)
(১০) বিশ্বাস (জন্মভূমি, ১৬শ বর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫)
(১১) কবিবর রজনীকান্ত সেন (নাট্যমন্দির, ১ম বর্ষ, আশ্বিন, ১৩১৭)
(১২) সম্পাদক (রঙ্গালয় হইতে নাট্যমন্দিরে পুনর্মুদ্রিত। ১মবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৭)

পরিশিষ্ট।

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার্থ টাউনহলে বিরাট সভা।

("গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতি" কর্ত্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা হইতে উদ্ধৃত)

সভাপতি—বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহামাননীয় স্যার্ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর।

২২শে ভাদ্র, ১৩১৯, শুক্রবার, অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়, কলিকাতার টাউনহলে স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য এক মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে বাঙ্গালী জাতির ও বঙ্গভাষার যে মহা ক্ষতি হইয়াছে, তজ্জন্য বিশেষ ভাবে শোক প্রকাশ ও মহাকবির স্মৃতি যাহাতে বঙ্গদেশে স্থায়ীভাবে রক্ষিত হয়, তাহার উদ্যোগ-আয়োজন-কল্পে এই মহতী সভার অনুষ্ঠান হয়। সম্পূর্ণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত ও পরস্পর বিপরীত ভাব ও কর্ম্মানুষ্ঠানে রত বঙ্গের শিক্ষিত অসংখ্য আবালবৃদ্ধগণ এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া মহাকবি গিরিশচন্দ্রের প্রতি অশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

মান্যবর শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র মহাশয়ের প্রস্তাবে, রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের অনুমোদনে ও অধ্যাপক শ্রীযুক্ত-মন্মথমোহন বসু মহাশয়ের সমর্থনে **বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুর** সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া শ্রদ্ধাস্পদ সারদাচরণ বাবু বলেন,—'মহাকবি, নটগুরু, নাট্যসম্রাট্ গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। তিনি আমার জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় ছিলেন। তাঁহার সহোদর শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ আমার সহপাঠী। তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া আমি প্রথম জীবনে তাঁহার সহিত অনেক সময় কাটাইয়াছি। তিনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, আমিও তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম। ইদানীং নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যদিও তাঁহার সহিত আমার সদা-সর্ব্বদা আলাপের সুযোগ ঘটিত না, তত্রাচ অবসর মত প্রায় আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটিত। গিরিশ বাবুর পাঠানুরাগ অতুলনীয় ছিল। তিনি অবসর কালের অধিক সময়ই নানা পুস্তকাদি পাঠে ব্যয় করিতেন। তিনি নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ছিলেন। নাট্যসাহিত্যে তাঁহার প্রভাবের কথা বলা বাহুল্যমাত্র। গিরিশচন্দ্রের ধর্ম্ম, ইতিহাস ও সমাজতত্ত্বপূর্ণ নাট্য-গ্রন্থাবলী তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। আজ আমরা আমাদের দেশের সর্ব্বজনসমাদৃত মহাকবির বিয়োগে শোকার্ত্ত হইয়া শোক-সভার অধিবেশন করিয়াছি। এমন মহাপুরুষের স্মৃতি-সভার যোগ্য সভাপতি পাওয়া বড় সহজসাধ্য নহে। বহু চিন্তার পর আমরা বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে এই সভার সভাপতিত্বে বরণ করিবার অভিলাষ করি। মহারাজাধিরাজও মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধানিবন্ধন আমাদের অভিলাষ পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। অতএব আমি প্রস্তাব করি যে বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ মহামাননীয় স্যার্ বিজয়চাঁদ মহাতাব বাহাদুর কে, সি, আই, ই; কে, সি, এস, আই; আই, ও, এম মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"

মহারাজাধিরাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে, প্রথমে সঙ্গীতা-

চার্য্য সুকণ্ঠ শ্রীযুক্ত দেবকণ্ঠ বাগ্‌চি মহাশয় ভক্তি-গদগদ-চিত্তে "বঙ্গবাসী"-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিহারিলাল সরকার রচিত নিম্নলিখিত স্মৃতি-সঙ্গীত গাহিয়া সকলকে মুগ্ধ করেন।

ঝিঝিট—একতালা।

ওই শুন পুনঃপুনঃ উঠে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি।
কোথায় গিরিশ আজি, নট-কবি-চূড়ামণি॥
যে ভাবে যে আছে যথা, জানায় ব্যথার কথা,
বুকে ব'য়ে মর্ম্ম ব্যথা, শোক-বিকল ধরণী।
সে যে শুধু কবি নয়, মানুষ মনীষাময়,
দিগন্তে উজলি' রয় মহত্ত্ব-রতন-খনি—
বিশ্ব-প্রেম বুকে ব'য়ে, বিশ্ব-প্রেম-বিনিময়ে,
যত কথা গেছে ক'য়ে, একে একে কত গণি!
এত গান কে গাহিল, এত প্রাণ কে ঢালিল,
পুণ্যে তারে পেয়েছিল, ঐ জন্মভূমি জননী—
কেন মিছে কাঁদা আর, কেন বা বেদনা ভার,
নাহিক জীবন তা'র, আছে তো তার জীবনী॥*

* বিহারী বাবুর নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গীতটী সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্ত্তৃক গীত হইবার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ পীড়িত হওয়ায় তিনি সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই।

জয়জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

আর কি কহিব, কি কহিব, তোমরাই বা কি কহিবে।
এ জনমে তার কথা, কহিলে কি ফুরাইবে॥
প্রতিভা সে নিরমল, কোটী সূর্য্য-করোজ্জ্বল,
চির দীপ্ত ঝলমল, চিত-আঁধার বাড়িবে।
তা'র স্মৃতি জেগে রবে, সঙ্গীত সাকার হবে,
মূক কীর্ত্তি-কথা ক'বে, যাবে ভেদ জড়-জীবে—
যাও ফিরে ঘরে যাও, যদি বুকে ব্যথা পাও,
গুণ-স্মৃতি ঢেলে দাও, সব জ্বালা জুড়াইবে॥

তৎপরে সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সুগম্ভীরস্বরে স্বীয় অভি-ভাষণে বলেন,—"অদ্যকার এই মহতী সভা সুখ-দুঃখ, হর্ষ-শোক উভয়ই মিশ্রিত। সুখ ও শোক একত্র কেন? সুখ এই জন্য, গিরিশ-চন্দ্রের ন্যায় প্রতিভাশালী মহাকবি আমাদের মধ্যে ছিলেন। দুঃখ কেন, তিনি আর আমাদের মধ্যে নাই। অদ্যকার এই সভায় এমন অনেকে হয়ত উপস্থিত আছেন, যাঁহারা গিরিশ বাবুর রচিত নানা রস-পূর্ণ নাটকাদির অভিনয় দেখিয়া তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াছেন। আবার এমন অনেকেও এখানে আছেন, যাঁহারা তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠে গিরিশচন্দ্রকে 'ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে' বলিয়া চিনিতে পারিয়াছেন। তাঁহার রচনাবলী হইতে অন্ততঃ ইহা বেশ জানা যায় যে তিনি একজন মহা ভক্ত ছিলেন। তাঁহার নাটকাবলী পাঠ করিয়া অনেকেই উপকৃত হইবেন। তাঁহার নাটকসমূহে যে সকল ধর্ম্মতত্ত্ব লিপিবদ্ধ আছে, সে সকলের আলোচনায় ভবিষ্যতে যে লোকে উন্নত হইবে, তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। এইরূপ একজন মহাকবির স্মৃতি স্থায়ীভাবে রক্ষা করা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।"

তৎপরে সভাপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়ার পূজনীয় রাজা শ্রীযুক্ত পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহোদয়দ্বয় প্রেরিত সভার সহানুভূতিজ্ঞাপক পত্রদ্বয় পাঠ করিয়া, তাঁহাদের অপরিত্যজ্য কারণে অনুপস্থিতির বিষয় জ্ঞাপন করিলেন।

মহামান্য শ্রদ্ধাস্পদ স্যার্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তখন প্রথম প্রস্তাবটি উত্থাপন করিয়া বলিলেন;—আমার উপর যে প্রস্তাবটি উত্থাপন করার ভার অর্পিত হইয়াছে,সে প্রস্তাবটি এই;—"বঙ্গীয় নাট্যজগতের অত্যুজ্জ্বল নক্ষত্র, ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় বহুবিধ নাটকের প্রণেতা এবং সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা স্বর্গীয় মহাকবি গিরিশ-

চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মৃত্যুতে বঙ্গদেশের ও বঙ্গসাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা সহজে অপনোদিত হইবে না। গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে এই সভা গভীর শোক প্রকাশ করিতেছেন।"প্রস্তাব পাঠ করিয়া তিনি বলিলেন, "যদিও অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় আমাদের বঙ্গীয় নাট্যশালা উন্নতির চরম সীমায় এখনও উঠে নাই,উত্তরোত্তর পরিবর্ত্তন দ্বারা পূর্ণ উন্নতি পরে সাধিত হইবে, তত্রাচ ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত ও সকলের স্বীকার্য্য যে গিরিশচন্দ্রের ন্যায় নাট্য-কলা-কুশল ব্যক্তি বঙ্গীয় নাট্যশালার ও নাটকের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন। পরে 'গিরিশ-গৌরব' নামক খণ্ডকাব্য হইতে নিম্নলিখিত দুই ছত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিলেন,—

"চিনেনা জীবিত কালে, মরিলে অমর বলে,
তাই কিহে চলে গেলে তুমি ?"*

এই কয়েকটী কথা গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে বর্ণে বর্ণে প্রযোজ্য। বাল্যে গিরিশচন্দ্র আমার সহাধ্যায়ী ছিলেন এবং তখন হইতেই আমি তাঁহার গুণমুগ্ধ। গিরিশচন্দ্র যে কেবল আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ মাত্র তাহা নহে, গিরিশচন্দ্র আমাদের পূজার্হ ছিলেন। তাঁহার কবি-প্রতিভা ও কবিত্বশক্তি অসাধারণ ছিল। সেক্‌সপীয়ারের বিখ্যাত নাটক "ম্যাক্‌বেথের" অনুবাদে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অনন্যসাধারণ। এই "ম্যাক্‌বেথ" অভিনয়কালেও তিনি নাট্যকলাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছিলেন। কেবল আমার মত ব্যক্তি নহে, লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র, কলিকাতার খ্যাতনামা মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর প্রভৃতি মহোদয়গণ এই "ম্যাক্‌বেথ" অভিনয়-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া কবিকে বহু শ্রদ্ধা-সম্মান দান করেন। বঙ্গীয় নাট্যশালা, সকল বিষয়ে নির্দ্দোষ না হইলেও

* সুকবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই অতি সুন্দর ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কলিকাতা, বাগবাজার, "লক্ষ্মী-নিবাসে" সহৃদয় গ্রন্থকারের নিকট সন্ধান করিলে বিনামূল্যে প্রাপ্ত হইতে পারেন।

এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, গিরিশচন্দ্র সত্যসত্যই একজন লোক-শিক্ষক ও সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষী মনীষী ছিলেন।"

পরে এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত চুনীলাল বসু মহাশয় বলেন যে, "পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্যার্ গুরুদাস যে প্রস্তাবের প্রস্তাবক, তাহার অনুমোদনের বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কারণ পূজ্যপাদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অদ্যাবধি এমন কোনও প্রস্তাব লইয়া সাধারণের নিকট উপস্থিত হয়েন নাই, যাহা জন-সমাজ কর্ত্তৃক সসম্মানে সমর্থিত ও গৃহীত হয় নাই। এ জন্য এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমার বলিবার কিছু নাই। তবে গিরিশচন্দ্রের সম্বন্ধে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, অপর সাধারণের ন্যায় গিরিশচন্দ্র কখনও আত্মদোষ গোপন করিতে প্রয়াসী হয়েন নাই; তাঁহার দুর্ব্বলতার উপর তিনি তীক্ষ্ণদৃষ্টি সর্ব্বদা রাখিতেন এবং সেই জন্য তিনি সেইগুলিকে জয় করিতে পারিয়াছিলেন। গিরিশ-চন্দ্রের কীর্ত্তিরাশিই তাঁহার স্মৃতিস্তম্ভ, তবে আমাদেরও সেই স্মৃতি রক্ষার্থে কর্ত্তব্য আছে"।

পরে এই প্রস্তাব সমর্থন করিয়া "সাহিত্য"-সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি বলেন যে, "যুগ-প্রবর্ত্তনকারী নূতন নূতন শক্তি মানবসমাজে মধ্যে মধ্যে আবির্ভূত হয়, ইহা জগতের চিরন্তন নিয়ম। অস্মদীয় সমাজে সেই ভাবেই লোকগুরু শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণদেব ও তদীয় শিষ্য গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। গুরুদেবের ন্যায় নূতন ভাব লইয়া শক্তিশালী মহাপুরুষ গিরিশচন্দ্র আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। মনীষা ও প্রতিভার অত্যদ্ভুৎ সমাবেশে গিরিশচন্দ্র দেশে নূতন ভাবের বন্যা ছুটাইয়াছিলেন। যথার্থই গিরিশচন্দ্র 'ক্ষেপা মায়ের ক্ষেপা ছেলে' ছিলেন।" তৎপরে তিনি স্বরচিত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী পাঠ করেন।

"গত ২৬শে মাঘ (১৩১৮) বৃহস্পতিবার, রাত্রি একটা কুড়ি মিনিটের



নটকুলশেখর—স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফী।

সাধারণ বঙ্গ-নাট্যশালার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা, ক্ষণজন্মা নট অর্দ্ধেন্দুশেখর বঙ্গবাসী মাত্রেরই পরিচিত এবং নাট্য-ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বঙ্গরঙ্গভূমির অতীত ক্ষেত্রে যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, দেখিবেন, অর্দ্ধেন্দুশেখরের প্রতিভা-রশ্মি সেইদিক সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। অর্দ্ধেন্দুশেখরের ন্যায় শক্তিশালী পুরুষের সাহায্য না পাইলে গিরিশচন্দ্র বঙ্গ-রঙ্গভূমির এরূপ উৎকর্ষ-সাধনে সমর্থ হইতেন না। আমরা যাহা লিখিলাম, তাহা অর্দ্ধেন্দুশেখরের পরিচয় নহে—তাঁহার চিত্রের পরিচয় মাত্র।

'**সপ্তনট**' নামক গ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনার বাসনা রহিল।



নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্তবাবু অমৃতলাল বসু।

সুপ্রসিদ্ধ নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্তবাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা তাঁহার জীবনী বহু যত্নে সংগ্রহ করিতেছি। সাধারণ বঙ্গনাট্যশালার প্রতিষ্ঠাতৃগণের মধ্যে একমাত্র শুভ্রকেশ অমৃত বাবুই এখনও রঙ্গালয়ের গৌরব বর্দ্ধণ করিতেছেন। ইহাঁর বৈচিত্রময় জীবনী স্বল্পে শেষ হইবার নয়। "সপ্তনটে" বিস্তৃত আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।



স্বনাম-ধন্য নট—স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু।

বহুকাল পূর্ব্বে বাগবাজারে যখন "লীলাবতীর" রিহারস্তালে গিরিশচন্দ্র অভিনেতাগণকে শিক্ষাদান করিতেছিলেন,—মহেন্দ্র বাবু আসিয়া উক্ত নাটকের একটী ভূমিকা প্রার্থনা করেন। গিরিশচন্দ্র মহেন্দ্রলালের নায়কের উপযোগী সুন্দর অঙ্গসৌষ্ঠব, শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি ও মধুর কণ্ঠস্বর শ্রবণে প্রীত হইয়া "ভোলানাথ চৌধুরী"র ভূমিকা প্রদান করেন। গুরু-শিষ্যের এই প্রথম পরিচয়। হতাশভাবব্যঞ্জক চরিত্রের অভিনয়ে আজও পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার সমকক্ষ হন নাই। এক সময়ে "The Tragedian" বলিলে এক মহেন্দ্রলালকেই বুঝাইত। এই অসাধারণ অভিনেতার বিস্তৃত জীবনী "সপ্ত নটে" প্রকাশিত হইবে।



সুপ্রতিষ্ঠিত অভিনেতা—স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র।

কলিকাতা, ফুলবাগানে, "মেঘনাদবধ" সখের যাত্রার মহলা দেখিতে গিয়া গিরিশচন্দ্র, অমৃতলালের রাবণের ভূমিকাভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ন্যাসান্থাল থিয়েটারে লইয়া যান। অমৃত বাবুর পুরুষোচিত সুগঠিত অবয়ব, মধুর ও উচ্চ কণ্ঠস্বর এবং তীক্ষ্ণ মেধা-পরিচায়ক প্রশান্ত-বদন দেখিয়া জহুরী গিরিশচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে, খণি-গর্ভে এই প্রচ্ছন্ন হীরক একদিন শিক্ষার পালিশে বঙ্গরঙ্গভূমি উদ্ভাসিত করিয়া তুলিবে। গিরিশচন্দ্রের সে অনুমান ব্যর্থ হয় নাই। এই অদ্বিতীয় অভিনেতার বিস্তৃত জীবনী "সপ্ত নট" নামক গ্রন্থে প্রকাশিত হইবে।

সময় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রিয় শিষ্য,বাঙ্গালার রঙ্গভূমির পিতৃতুল্য, নাট্যসাহিত্যের চক্রবর্ত্তী সম্রাট্, কবিবর গিরিশচন্দ্র ঘোষ ইহ-লোক ত্যাগ করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র অনন্য সাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার বিয়োগে বাঙ্গালীর যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে। চিরজীবন দেশের সেবা করিয়া, মাতৃভাষার পূজায় মগ্ন থাকিয়া, সাধনায় সিদ্ধ হইয়া, কর্ম্মবীর গিরিশচন্দ্র কর্ম্মসূত্র ছিন্ন করিলেন। বঙ্গের গৌরব-রবি অস্তমিত হইল। বঙ্গভূমি! তুমি যে রত্ন কাল-সমুদ্রে বিসর্জ্জন দিলে, কুবেরের অলকায় সে রত্ন নাই। গিরিশ তোমার অঙ্ক শূন্য করিয়া, দেশবাসীকে কাঁদাইয়া, বাঙ্গালার নাট্যশালা ও নাট্য সাহিত্যের সিংহাসন শূন্য করিয়া, পৃথিবীর পান্থশালা ত্যাগ করিলেন। গিরিশের 'স্বর্গাদপি গরীয়সী' জননী জন্মভূমি! তোমার রত্ন প্রদীপ নিভিয়া গেল! বাঙ্গালায় পুঞ্জীভূত—ঘনীভূত অমানিশার অন্ধকার, এই অন্ধকারে, স্মৃতির পবিত্র শ্মশানে—বাঙ্গালী! অশ্রুজলে গিরিশচন্দ্রের তর্পণ কর।

গিরিশচন্দ্রের জীবন অত্যন্ত বিচিত্র। বহু ঘাত-প্রতিঘাতে গিরিশ-চন্দ্রের 'নিজত্ব' গঠিত হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র বহু ভাবের আধার ছিলেন। পরস্পর-বিরোধী বহু ভাবের এমন একত্র সমাবেশ মানব-জীবনে প্রায় দেখা যায় না। গিরিশচন্দ্র ভাবের তরঙ্গে অভিভূত—মগ্ন হন নাই। বীরের ন্যায় তাহাদিগকে আপনার অধীন করিয়া-ছিলেন। ভাব-বীর গিরিশ হাসিতে হাসিতে সংসারের হলাহল স্বয়ং পান করিয়া ছিলেন;—গুরুর কৃপায় নীলকণ্ঠ হইতে পারিয়া-ছিলেন; জীবের দুঃখে কাঁদিতে কাঁদিতে গুরুদত্ত অমৃত বাঙ্গালা দেশের দ্বারে দ্বারে বিতরণ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন!

গিরিশচন্দ্রের মনীষা ও প্রতিভার সমন্বয় হইয়াছিল। গিরিশচন্দ্র

অসাধারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও স্বভাব-দত্ত উজ্জ্বল প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁহার নাটকে, গানে, কবিতায়, প্রবন্ধে, উপন্যাসে, রস-রচনায়—সেই মনীষা ও প্রতিভার পরিচয় দেদীপ্যমান। যে প্রতিভা নিত্য নূতন সৃষ্টি করিতে পারে, যে প্রতিভা দেশ ও কালের প্রভাব অতিক্রম করিয়া সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা ও গতানুগতিকতাকে বিজয় করিয়া, দিব্য অনুভূতির সাহায্যে নূতনের সৃষ্টি করিয়া চরিতার্থ হয়, গিরিশচন্দ্র সেই প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। চিরাচরিত সংস্কারের অনুশাসন, প্রচলিত পদ্ধতির প্রভাব গিরিশচন্দ্রের প্রতিভা ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। নাটককার গিরিশচন্দ্র নিপুণ ও সাহসী চিত্রকরের মত তুলিকার দুই চারিটী টানে ছবি সম্পূর্ণ ও সজীব করিয়া দিতেন। মানসীর সীমন্ত-সিন্দুর উজ্জ্বল করিয়া দিবার, অথবা মোহিনীর কণ্ঠমালার মুক্তায় শুভ্রতার আরোপ করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র কখনও 'মিনিয়েচর' চিত্রকরের ন্যায় বর্ণ-ফলকে ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র তুলিকা ঘর্ষণ করিতেন না! তাঁহার প্রতিভা নাগরিকার ন্যায় কৃত্রিম প্রসাধনের পক্ষপাতিনী ছিল না। বাণীর বরপুত্র গিরিশের প্রতিভা কপালকুণ্ডলার ন্যায় স্বভাব-সুন্দরী। তাঁহার নাটকীয় প্রতিভা নিসর্গের স্বচ্ছ মুকুর, জগৎ তাহাতে প্রতিবিম্বিত হইত। তাই গিরিশ-চন্দ্র অনায়াসে, অবলীলায়, বিশাল পটে স্বর্গের, মর্ত্ত্যের ও নরকের,—দেব, মানব ও দানবের,—বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত করিতে পারিতেন।

গিরিশচন্দ্রের সৃষ্টি-শক্তি অতুলনীয়। তিনিও বিশ্বামিত্রের ন্যায় সাহিত্যে নূতন জগতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট মানব-পরিবার, দেব-পরিবার প্রভৃতি যেমন অসংখ্য, তেমনই বিচিত্র। অনুভূতির উপাদানে কল্পনা মিশাইয়া তিনি চরিত্রের সৃষ্টি করিতেন। আপনার অনুভূত ভাব ঢালিয়া দিয়া মানসী প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতেন। মনোবৃত্তির বিষম দ্বন্দ্ব, পুণ্য ও পাপের সংঘর্ষ, ঘটনার

ঘাত-প্রতিঘাত ও এই সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে গিরিশচন্দ্র দিব্য-দৃষ্টি ছিলেন। তাঁহার কাব্য-জগতের অসংখ্য চরিত্রের বিশ্লেষণ এ ক্ষেত্রে সম্ভব নহে। তিনি অনেক নূতন, মৌলিক চরিত্রের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। সেই নূতনের রাজ্যেও তাঁহার বিদূষক চিত্রাবলী নূতন বলিয়া মনে হয়। সংস্কৃত সাহিত্যের বিদূষক, ইংরাজী সাহিত্যের বফুন, ফলষ্টাফ্ প্রভৃতি গিরিশচন্দ্রের বিদূষক বা বরুণচাঁদ প্রভৃতির সন্নিহিত হইতে পারে না।

গিরিশচন্দ্র গীতি-কবিতায় সিদ্ধ ছিলেন। গিরিশের গান বাঙ্গালায় অমর হইয়া থাকিবে। তাহা খাঁটী বাঙ্গালীর গান। সে গানে বাঙ্গালা দেশের কবির, প্রেমিকের, নিরাশের, সুখীর, দুঃখীর, ব্যথিতের, বিপন্নের, সাধকের—ভক্তের—ধর্ম্মোন্মাদের হৃদয়ের উচ্ছ্বাস—হৃদয়-স্পন্দন অনুভব করা যায়। তাঁহার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ হীরকের ন্যায় সমুজ্জ্বল।

আদি-কবি বাল্মীকি ও বেদব্যাসের সৃষ্ট চরিত্রেও যে প্রতিভা নূতনতা ও মৌলিকতার আরোপ করিতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হয় নাই, সে প্রতিভার শক্তি, সাহস ও সাফল্যের আলোচনা করিবার, পরিচয় দিবার শক্তি আমাদের নাই। ভবিষ্যতে কোনও সৌভাগ্যবান শক্তিশালী সমালোচক সে সাধনায় সিদ্ধ হইবেন।

গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার নাট্যশালার নবজীবন দান করিয়াছিলেন। তিনি রঙ্গভূমির জন্মদাতা কি না, ঐতিহাসিক তাহার নির্দ্দেশ করিবেন। কিন্তু ইহা সত্য, গিরিশচন্দ্রই এত দিন পিতার মত বাঙ্গালার রঙ্গভূমির লালন পালন, এমন কি শাসন করিয়া আসিয়াছেন। এ সম্বন্ধে কালিদাসের ভাষায় বলা যায়,—

স পিতা পিতরস্তাসাং কেবলং জন্মহেতবঃ।

দক্ষ, ম্যাকৃবেথ, যোগেশ প্রভৃতির ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র যে অভিনয়-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা নট-সম্প্রদায়ের আদর্শ হইয়া থাকিবে।

গিরিশচন্দ্রের অধ্যয়ন ও জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা দেখিয়া বিস্মিত হইতাম। শেষ বয়সেও গ্রন্থই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।— গিরিশচন্দ্র চিরজীবন জ্ঞান-সাগরের কূলে বসিয়া উপল সঞ্চয় করিয়াছিলেন। দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র,—সংবাদ পত্র ও মাসিকপত্র—হোমিওপ্যাথী চিকিৎসাশাস্ত্র তাঁহার নিত্য সহচর ছিল। তাঁহার ভূয়োদর্শন ও বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান দেখিয়া বিস্ময়ের উদ্রেক করিত। বিতর্কে, যুক্তিবিন্যাসে গিরিশচন্দ্রের স্বাভাবিক পটুতা ছিল। মনীষার এমন অভিব্যক্তি এ জীবনে আর দেখিব কি?

গিরিশচন্দ্র শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের প্রসাদে নব-জীবন লাভ করিয়াছিলেন। তিনি অগাধ বিশ্বাস ও দেবদুর্ল্লভ ভক্তির আধার ছিলেন। পূর্ব্বপুরুষের পুণ্যে ও প্রাক্তনের ফলে গিরিশ এই বিশ্বাস ও ভক্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি শ্রীশ্রীগুরুর চরণে সস্মিত-মুখে আপনাকে নিবেদন করিয়াছিলেন। মৃত্যু যেন সেই বিশ্বাসের আধার, ভক্তির আধারকে স্পর্শ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। শ্মশান-শায়ী গিরিশচন্দ্রের শিবনেত্রে সেই অপূর্ব্ব স্বপ্নাবেশ, আর প্রশান্তমুখে সেই প্রসন্ন হাস্যের রেখা,—তাহা কি ভুলিবার? ধরার পান্থশালা,—কর্ম্ম-ভোগের ভূমি ত্যাগ করিবার সময় এমন হাসি হাসিয়া যাইবার সৌভাগ্য কয় জনের ঘটে?

গিরিশচন্দ্র যশের কাঙ্গালী ছিলেন না। বন্ধুত্ব, আত্মীয়তার বিনিময়ে তিনি সমালোচনা, মোসাহেবী চাহিতেন না। 'স্তুতিশুল্ক-বান্ধবতা' গিরিশচন্দ্রের ললাটে বিধাতা লিখিয়া দিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রতিভা যশের ভিখারিণী নয়; সে যশকে—যশের আকাঙ্খাকে বিজয় করিতে পারে।

কবিবর! জীবনে তোমার স্তুতি করিবার অবকাশ দাও নাই; তুমি ত যশের কাঙ্গাল ছিলে না! গিরিশচন্দ্র! আজ ব্রাহ্মণের

পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ কর! বাইশ বৎসর তোমার স্নেহ ভোগ করিয়াছি। এখন তোমার স্মৃতি সেই স্নেহের স্থান অধিকার করিয়া থাকুক।

গিরিশচন্দ্রের শেষ দান—শেষ রচনা "তপোবল"। তিনি জাতিকে আত্মবিসর্জ্জনের উজ্জ্বল আদর্শ দান করিয়া গুরুপদে আত্মনিবেদন করিয়াছেন। লোক-সেবা করিতে করিতে—কর্ম্মযজ্ঞের ক্ষেত্র হইতে সাধনোচিত ধামে গমন করিয়াছেন। তাঁহার সৃষ্ট আদর্শ দেশে উজ্জ্বল হইয়া থাকুক।"

প্রস্তাবটি সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সসম্মানে গ্রহণ করিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাবটি এই:—"স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের মৃত্যুতে এই সভা তদীয় ভ্রাতা শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ও তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়দ্বয়ের সহিত গভীর সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছেন। এই সভার সমবেদনা ও সহানুভূতি-জ্ঞাপক পত্র তাঁহাদের নিকট প্রেরিত হউক।"

মাননীয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বলেন,—'গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুতে আমরা সকলেই শোক-সন্তপ্ত, এ কথা বলাই বাহুল্য; এবং এ প্রকার একটি প্রস্তাব যে সমবেত ভদ্রমণ্ডলী কর্ত্তৃক গৃহীত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। বিশ বৎসর পূর্ব্বে শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ সাধারণ নাট্যশালার সম্পর্কে থাকিতে ভালবাসিতেন না, একথা অনেকেই জানেন। কিন্তু গত কয়েক বৎসরের মধ্যে বঙ্গীয় সাধারণ নাট্যশালার নানা উন্নতি সাধিত হওয়ায়, ইহা এখন আর শিক্ষিত-সমাজ কর্ত্তৃক অনাদৃত নহে। বরং দেখা যায় যে, নাট্যশালাগুলি সমাজের হিতকর অনুষ্ঠানে পরিণত এবং তজ্জন্য সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত সমাজের সহানুভূতি ও সমাদর পাইবার যোগ্য হইয়াছে। বর্ত্তমান নাট্যশালাগুলি যে মার্জ্জিত, সংস্কৃত ও উন্নত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। নাট্য-বিশারদ গিরিশচন্দ্র ঘোষ-প্রমুখ

সুধী মনীষিগণ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় নাট্যশালাগুলির এই উন্নতি সাধন হইয়াছে, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। মদীয় শিক্ষক বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয়ও এই বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র।

তৎপরে "অমৃতবাজার"-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় এই প্রস্তাব অনুমোদনকল্পে বলেন, "আমি ও আমার প্রতিবেশী গিরিশবাবু বহু বৎসর পূর্ব্বে পরিচিত এবং এক সঙ্গে বহু বৎসর হৃদ্যতার সহিত কাটাইয়াছি। আমরা উভয়ে প্রায়ই আমার পূজ্যপাদ অগ্রজ সেই ভক্তচূড়ামণি স্বর্গীয় শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের সহিত কালাতিপাত করিতাম। গিরিশচন্দ্র একজন পরম ভাগবত ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নাই। তাঁহার গ্রন্থে ভক্তিরসের বহুলপ্রচার ও প্রাধান্য সকলেই লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন।

পরে প্রভুপাদ শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় ওজস্বিনী ভাষায় বলেন,—'প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নদীয়ায় শ্রীচৈতন্যদেব প্রথম নাটকাভিনয় করেন। নাটকাভিনয়ে লোক-শিক্ষা হয়, ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। গিরিশচন্দ্রও সেই উদ্দেশ্যে গৌরচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ অবলম্বনে লোক-শিক্ষা-কার্য্যে নিয়োজিত হয়েন। মহৎ লোকের দেহান্তর ঘটিলে, তাঁহার সাধারণ ক্রিয়া কলাপাদি বা দোষানুষ্ঠানাদির আলোচনা কেহই করেন না; সকলেই মৃতের গুণের আলোচনা করিয়া থাকেন। রসালের খোসা, আঁশ ও আঁটি ফেলিয়া সকলেই যেমন তাহার সেই অমৃতায়মান রস গ্রহণ করে, মহাত্মাগণের তেমনই ছোট খাট দোষগুলি ত্যাগ করিয়া জীবনান্তে তাঁহাদের গুণাবলীই সাধারণের আলোচ্য হইয়া উঠে। গিরিশচন্দ্রকেও ঠিক সেইভাবে গ্রহণ করিলে আপনারা দেখিবেন যে, এই মহাকবি কেবলমাত্র কবি নহেন; তিনি একজন মহাভাগবত। গিরিশচন্দ্র তাঁহার 'চৈতন্যলীলা,' 'বিল্বমঙ্গলাদি' নাটক রচনা ও অভিনয় করিয়া বর্ত্তমান বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের যে

প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন, তাহা বলা নিষ্প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র তাঁহার আচার্য্য, তাঁহার ইষ্টদেব মহাত্মা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সংস্পর্শে থাকিয়া শ্রীগুরুর অমৃতময় উপদেশাবলী সম্যকভাবে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—একথা তাঁহার গ্রন্থাবলীর নিবিষ্ট পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। গিরিশচন্দ্রের ভক্তি-রস-পীযূষ-পরিপূর্ণ নাটকাবলী আমাদের ও আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের হৃদয়ে ভক্তি-স্রোত প্রবাহিত করিবে, তদ্বিষয়ে আর মতদ্বৈধ নাই।" প্রস্তাব গৃহীত হইল।

৩। তৃতীয় প্রস্তাবটি এই :—"স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্রের উপযুক্ত স্মৃতি-রক্ষার অনুষ্ঠানের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ লইয়া একটি সমিতি গঠিত হইল।"—

(গিরিশচন্দ্র-স্মৃতি-সমিতির সভ্যগণের নামের তালিকা পাঠ)

প্রস্তাবক প্রখ্যাতনামা বাগ্মী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়।

প্রস্তাবটি উপস্থাপিত করিয়া তিনি মর্ম্মস্পর্শী ওজস্বিনী ভাষায় বলিলেন—"গিরিশচন্দ্রের অনুষ্ঠিত কার্য্যাদি বুঝিতে বা সম্যকরূপে তাহার উপকারিতা উপলব্ধি করিতে দিন লাগিবে। গিরিশচন্দ্র একজন মহাকবি ছিলেন এবং তাঁহার শিক্ষা সার্ব্বভৌমিক ছিল। কবি গিরিশচন্দ্রকে এক ভাবে ও মানুষ গিরিশচন্দ্রকে আর এক ভাবে গ্রহণ করিতে কেহ কেহ ইচ্ছুক, কিন্তু আমার মনে হয়, সংসারের ধূলা-কাদায় মাখান এই কবি, আজকালকার কয়েকজন ব্যোমচারী উড্ডীয়মান কবির ন্যায়—যাঁহারা বহু উচ্চে আকাশে ভাব সংগ্রহ করিয়া আকাশ হইতে সংসারের লোকগণের উপর প্রতিভার ধারা বর্ষণ করেন—সাধারণ্যে কবিত্বশক্তির লীলাচাতুর্য্য প্রকাশ করেন নাই। গিরিশচন্দ্র এই সংসারের মানুষ—সংসারের ধূলা-খেলায় মলিন হইয়াও উন্নতি-সোপানে দিন দিন আরোহণ করিয়া শেষে বহু উচ্চে উঠিয়াছিলেন এবং উন্নতির চরম সীমায় তাঁহার সেই সংসার-ধূলিরাশি

সুসংস্কৃত হইয়া সুবর্ণকণা বৃষ্টির ন্যায় সংসারবাসিগণের উপর পতিত হইয়াছিল। আমার ধারণা গিরিশচন্দ্র সেই জন্যই বিল্বমঙ্গলের চরিত্র ফুটাইয়া ঐ নামের উচ্চাঙ্গের নাটকখানি রচনা করিতে পারিয়াছিলেন।"

এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিয়া "নায়ক"-সম্পাদক পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় মহাকবির স্মৃতি-রক্ষাকল্পে কোনও স্থায়ী-অনুষ্ঠানের জন্য 'উপস্থিত-সভ্যমহোদয়গণের নিকট অর্থভিক্ষাকল্পে বলিলেন,' 'শৈবালদাম-বিজড়িত পঙ্কপূর্ণ সরোবরেই পঙ্কজ শতদল কমল ফুটিয়া থাকে। ধনীর মণি কুট্টিমে পদ্ম ফুটে না। শতদল কমলই বাণীর পূর্ণার্ঘ্যের উপযোগী সম্ভার। গিরিশচন্দ্র বাঙ্গালার পঙ্কিলভাবপূর্ণ সরোবরের শতদল-কমল। তাঁহার অভাব সহজে পূর্ণ হইবার নহে। আজ তাঁহারই স্মৃতি-সভা। তাঁহার স্মৃতি যাহাতে স্থায়ীভাবে আমাদের দেশে রক্ষিত হয়, তজ্জন্য কমিটি গঠিত হইয়াছে। বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই সমিতির সভাপতি। রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী এম্ এ, বি এল্ সমিতির সম্পাদক। এই কমিটির হাতে মহাকবির স্মৃতি-রক্ষা উদ্দেশে যে কেহ যাহা দান করিবেন, তাহা সংবাদপত্রে যথারীতি প্রকাশিত হইবে।"

নাট্যকার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় সমর্থন করিলে প্রস্তাবটি গৃহীত হইল। শেষে শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল বসু মহাশয় সভাপতি মহারাজাধিরাজকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলিলেন যে, গিরিশচন্দ্রের এই সম্মানে আজ অভিনেতা মাত্রেই বুঝিতে পারিবে যে নটজীবন হেয় নহে। তাঁহারা যদি গিরিশবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আত্মোন্নতি করিতে পারেন, তাঁহারাও সময়ে এইরূপ সম্মানের অধিকারী হইতে পারিবেন। গিরিশ বাবুর এই সম্মানে আজ সমগ্র বঙ্গীয় নাট্যশালা সম্মানিত ও সমস্ত নটকুল উৎসাহিত।



প্রতিভাবান অভিনেতা শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।

গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "কবির ন্যায় অভিনেতাও জন্ম গ্রহণ করেন, শুধু শিক্ষায় গঠিত হন না।" সুরেন্দ্রনাথ এই শ্রেণীর অন্তর্গত। যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র;—গিরিশ-চন্দ্রের ন্যায় অভিনয়-কলা-জননী বাণী ইহাঁরও শিরে প্রতিভা-মুকুট অর্পণ করিয়াছেন। পিতার শিক্ষায় মার্জ্জিত হইলেও ইহাঁর নিজস্ব এত গুণ আছে যে, দুই এক কথায় তাহা শেষ হইবার নহে। "সপ্ত নটে" বিস্তারিত বিবরণ দিবার অভিলাষ রহিল।



দেশ-বিখ্যাত নাট্যরথী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত।

এরূপ সর্ব্বতোমুখী শক্তি লইয়া অতি অল্প অভিনেতাই বঙ্গ-রঙ্গালয়ে উদিত হইয়াছেন। রঙ্গভূমির উন্নতিকল্পে ইহাঁর উৎসাহ, উদ্যম এবং অকাতরে অর্থ ব্যয় সর্ব্বজন-বিদিত। সুপ্রসিদ্ধ ক্লাসিক থিয়েটার ইহাঁর দ্বারায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া এক সময় বঙ্গনাট্যশালার শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। এই উদ্যোগী পুরুষসিংহের জীবনী "সপ্ত নটে" প্রকাশিত হইবে।

গিরিশ-বন্দনা।

অর্দ্ধ শতাব্দী কর্ম্মক্ষেত্রে অটল অদ্রির মত,
ঘৃণা-লজ্জা-ভয় বজ্র-ঝঞ্ঝা সহি সাধনে হইয়া রত,
নাট্যশালা-নাটক-নট নবভাবে করি গঠন,
জ্ঞানধর্ম্ম স্বদেশ-প্রীতি বীজ করিয়া বপন,
রঙ্গমাত্র রঙ্গালয়—কলঙ্ক করিয়া দূর,
বীরসজ্জা ত্যজি, ফুলশয্যা'পরি শায়িত কে আজি শূর ?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার !

নাট্যশালা-কুসুমমালায় সাজিয়া আজি যে নগরী,
মত্ত করিছে নাট্যামোদীরে নিত্য নবরস বিতরি,
ক্ষুব্ধচিত্ত হ'তেছে স্নিগ্ধ, পাষাণ হৃদয় চূর্ণ,
প্রেমিকজন প্রেমে বিভোর, তৃষিত প্রাণ পূর্ণ !
কেবা প্রাণপণে, এ বঙ্গ-প্রাঙ্গণে সৃজি এ নাট্যশালা,
কঠোর সাধনে, তুলিলা জাগায়ে নিদ্রিত নাট্যকলা ?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার !

কেবা, পুরাণ-সমাজ-ইতিহাস হ'তে করিয়া চিত্র অঙ্কণ,
নবীন ছন্দে নাট্যজগতে যুগ করিলা বর্ত্তন ?
নাটক-নাটিকা-প্রহসন আদি বিবিধ কুসুমস্তরে,
তীব্র অনুরাগে আজীবন কেবা পূজিলা নাট্যাগারে ?
ধন্য জনম, ধন্য প্রতিভা, ধন্য রচনা প্রাণময়,
নরদেহ ধরি, নারায়ণ আসি দেখিলা যাহার অভিনয় !
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার !

গুরুর অভাবে কে সে নটগুরু আপনি হইলা সিদ্ধ,
"নিমচাঁদ" বেশে প্রথমাভিনয়ে করিলা বঙ্গ মুগ্ধ ?
উন্নত মার্জ্জিত অভিনয়-কলা প্রচার করিয়া বঙ্গে,
বঙ্গরঙ্গালয়-কীর্ত্তি-মেখলা দানিলা অবনী-অঙ্গে।
পুত্রকন্যা সম নটনটীগণে করিলা শিক্ষা দান,
চরণ-পরশে মূর্খ কতই লভিলা উচ্চস্থান!
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার!

পীড়িত দরিদ্র-আর্ত্ত-নিনাদে আর্দ্রচিত্তে কেবা—
করিলা গ্রহণ আজীবন ব্রত দীন-অনাথ-সেবা ?
বিপুলোদ্যমে চিকিৎসা শাস্ত্রে লভিয়া গভীর জ্ঞান,
ভেষজ-পথ্য বিলায়ে নিত্য রাখিলা লক্ষ প্রাণ!
কাহার বিহনে দীন-নয়নে ছুটিছে তপ্ত ধার—
কে আর শুনিবে ব্যগ্রচিত্তে মর্ম্মবেদনা তার ?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার!

শ্রীরামকৃষ্ণ-শ্রীমুখ-নিঃসৃত "ভৈরব" আখ্যা যাঁর,
বীরভক্ত মুক্তপুরুষ ধ্রুব বিশ্বাসাধার,
গুরু-কৃপাবল-বর্ম্ম পরিয়া বিজয়ী কর্ম্মক্ষেত্রে,
স্তুতি-নিন্দায় নহে বিচলিত, চকিত শত্রু-মিত্রে!
বিরামবিহীন জীবন-সমরে উড়ায়ে বিজয়-নিশান,
গুরুআজ্ঞা পালি, "রামকৃষ্ণ" বলি তেয়াগিল কেবা প্রাণ ?
সে যে, বঙ্গের গৌরব, বঙ্গের সৌরভ, বঙ্গের কৌস্তুভহার,
বঙ্গের গিরিশ, বঙ্গের গ্যারিক, বঙ্গের সেক্সপীয়ার!